অর্থনীতির ওয়ার্ক বুক

দ্বাদশ শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দ্বাদশ শ্রেণির অর্থনীতির ওয়ার্কবুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা,
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, পশ্চিম ত্রিপুরা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

অর্থনীতির ওয়ার্কবুক
দ্বাদশ শ্রেণি

পুস্তকটি যারা রচনা করেছেন—

শ্রী চন্দন দেবনাথ, শিক্ষক
শ্রী রাকেশ ঘোষ, শিক্ষক
শ্রী সুকান্ত সাহা, শিক্ষক
শ্রী রাজেশ দত্ত, শিক্ষক
শ্রী অভিজিৎ সাহা, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রী গৌতম রায় বর্মন, শিক্ষক

সামষ্টিক অর্থনীতি

দ্বাদশ শ্রেণি

সূচিপত্র

ভাগ-A

		পৃষ্ঠা
অধ্যায় –1	: ভূমিকা	**3-6**
অধ্যায় – 2	: জাতীয় আয়ের পরিমাণ	**7-37**
অধ্যায় – 3	: অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	**38-47**
অধ্যায় – 4	: আয় ও নিয়োগ নির্ধারণ	**48-63**
অধ্যায় – 5	: সরকারি বাজেট ও অর্থব্যবস্থা	**64-78**
অধ্যায় – 6	: মুক্ত অর্থব্যবস্থায় সমষ্টিগত অর্থনীতি	**79-90**

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ভাগ-B

অধ্যায় - 1	: স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা	**92-98**
অধ্যায় - 2	: ভারতীয় অর্থব্যবস্থা (1950-1990)	**99-107**
অধ্যায় - 3	: একক II : অর্থনৈতিক সংস্কার-1991 থেকে	**108-122**
অধ্যায় - 4	: দারিদ্র্য	**123-132**
অধ্যায় - 5	: ভারতে মানব মূলধন গঠন	**133-139**
অধ্যায় - 6	: গ্রামোন্নয়ন	**140-146**
অধ্যায় - 7	: কর্মসংস্থান ঃ প্রবৃদ্ধি, বিধি বহির্ভূতকরণ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ	**147-160**
অধ্যায় - 8	: পরিকাঠামো	**161-171**
অধ্যায় - 9	: পরিবেশ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন	**172-181**
অধ্যায় -10	: ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনামূলক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা	**182-190**

অধ্যায়-1

ভূমিকা

1930 এর দশকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে নাটুকে ও বিপর্যয় বহুল সময় হিসেবে গণ্য হয়। 1929-30 এর তীব্র মন্দা 1931-33 এর দুর্দান্ত হতাশায় পরিণত হয়েছিল। তখন বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ্‌রা অনুভব করেছিলেন যে আয় ও উৎপাদনস্তরের ব্যাপক হ্রাসের কারণে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন আর্থিকনীতির ত্রুটির জন্য, বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি ছিল। অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বেঁচে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদরা এটা বুঝতে পারেন যে সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া মুক্ত বাজার অর্থব্যবস্থার ধ্রুপদী (Classical) ধারণার জন্য এই বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক সেই সময় কেইনসীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। কেইনস (Lord J.M. Keynes— বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ) তখন ধ্রুপদী অর্থ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উল্লেখ করেন যে— পূর্ণকর্মসংস্থান বিষয়টি সর্বদা ব্যতিক্রমের চেয়ে আদর্শ হওয়া উচিত। সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্ব-সংশোধনের ধ্রুপদী ধারণা 1929 সালের বিশ্ব মন্দা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তখনই কেইনসীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে যেখানে বলা হয় যে মূল্যস্থীতি বা মন্দা অবস্থার ভারসাম্যহীনতার দূরীকরণে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কেইনস পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সরকারকে সেইসব ক্ষেত্রগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে যেগুলি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের বাইরে থাকে ও সরকারকে সেইসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেগুলি অন্যরা নেয় না।

কেইনসকে "আধুনিক সামষ্টিক অর্থনীতির জনক" বলা হয়। 1936 সালে তিনি অর্থনীতির উপর "General theory of employment, interest and money" বইটি লিখেন।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অংশ নিয়েই চর্চা হয়। অর্থনীতিতে সম্পদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের কেন্দ্রীয় সমস্যা দূর করতে সামষ্টিক অর্থনীতি সাহায্য করে— এটাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব গঠন করে। জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করতে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতির সাথে এর সমন্বয় সাধন করতে সামষ্টিক অর্থনীতি সাহায্য করে। সামষ্টিক অর্থনীতি যেসব বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করে তা হল— নিয়োগ তত্ত্ব, জাতীয় আয় তত্ত্ব, সাধারণ দামস্তর তত্ত্ব, অর্থ বিষয়ক তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব, প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব।

সামষ্টিক অর্থনীতির অধ্যয়ন আমাদের যেসব বিষয়ে সাহায্য করে তা হল—

a) দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি নির্ধারন করা।

b) মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি বাজেট ও নীতি প্রণয়ন করা।

c) সামগ্রীক চাহিদা ও যোগান এবং লেনদেন উদ্বৃত্তের ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক তুলনা।

d) বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা যেন— দারিদ্র, বেকারত্ব, অতিরিক্ত চাহিদা ও অতিরিক্ত যোগান ইত্যাদি দূরীকরণে বিভিন্ন নীতির সমন্বয় সাধন করা।

অর্থনীতির দুটি শাখা রয়েছে— সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক অর্থনীতি। এই শাখার মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও সামষ্টিক অর্থনীতির চলকের পরিবর্তনের ফলে ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক চলকের উপর এর প্রভাব পরে এবং বিপরীতক্রমেও তা সত্য। অর্থাৎ সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— একটি দ্রব্যের দাম দেশের দামস্তরের পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হয়, কোন দেশের জাতীয় আয় হল দেশের ব্যক্তিগত এককগুলির মোট আয়ের সমষ্টি ইত্যাদি। তাই উভয় ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতিই হল একে অপরের পরিপূরক, বিকল্প নয়।

অনুশীলনী

1.1 সত্য/মিথ্যা লিখো :

1. "ভারতের বেকার সমস্যা" হল ব্যাষ্টিক অর্থনীতির একটি বিষয়।
2. "সমষ্টি" (Aggregation) শুধুমাত্র সামষ্টিক অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
3. "সরকারের আর্থিক ও রাজকোষ (fiscal) নীতি" হল সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণের অংশ।
4. সামষ্টিক অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা ও ব্যাষ্টিক অর্থনীতির বাজার চাহিদা অভিন্ন বিষয়।
5. "বেশি সঞ্চয়" সর্বদাই ভাল।
6. যখন সমগ্র দেশের সম্পদ একত্রে চালিত হয় তখন "দুষ্প্রাপ্যতা ও বিকল্পের সমস্যা" সামষ্টিক স্তরে বর্তমান থাকে।

1.2 সঠিক উত্তর নির্বাচন :

1) সামষ্টিক অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল—
   a) নিয়োগ তত্ত্ব, b) মুদ্রা তত্ত্ব (Theory of money), c) (a) ও (b) উভয়ই, d) কোনটিই নয়।
2) ব্যাষ্টিক অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল—
   a) সামগ্রিক চাহিদা, b) মোট সঞ্চয়, c) সামগ্রিক যোগান, d) একটি ফার্মের যোগান।
3) ক্লাসিকেল তত্ত্ব অনুসারে অর্থব্যবস্থা সর্বদাই—
   a) পূর্ণ নিয়োগ এর ভারসাম্য থাকে, b) পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্যস্তরের উপর থাকে,
   c) পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্যস্তরের নিচে থাকে, d) কোনটিই নয়।
4) ব্যাষ্টিক অর্থনীতির অপর নাম হল—
   a) আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব, b) ক্লাসিকেল তত্ত্ব, c) কেইনসীয় তত্ত্ব, d) মূল্য তত্ত্ব।
5) ব্যাষ্টিক অর্থ ব্যবস্থায়—
   a) সীমতি সমষ্টি (Aggregation) বিরাজ করে, b) কোন সীমিত সমষ্টি থাকে না,
   c) বিশাল সমষ্টি বিরাজ করে, d) কোনটিই নয়।
6) কেইনসীয় চিন্তাধারায় যে সম্ভাবনাকে সমর্থন করে তা হল—
   a) AD=AS, b) AD>AS , c) AD<AS , d) সবগুলিই।

7) একটি অর্থব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ যে বিষয়টি সংশোধনের জন্য করা হয় তা হল—

a) অতিরিক্ত চাহিদা, b) ঘাটতি চাহিদা, c) (a) ও (b) উভয়ই, d) (a) ও (b) কোনটিই নয়।।

8) অর্থনৈতিক প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্ত হল—

a) সরকার, b) ভোক্তা, c) উৎপাদক, d) সবগুলিই।

9) ব্যাষ্টিক অর্থব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হল—

a) অর্থব্যবস্থায় পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন, b) সাধারণ দামস্তর, c) GDP সমৃদ্ধি, d) সবগুলিই।

10) ব্যাষ্টিক অর্থনীতি তত্ত্বের একটি উদাহরণ হল—

a) ভোক্তার আচরণ তত্ত্ব ও চাহিদা, b) সরকারি বাজেট, c) লেনদেন উদ্ধৃত্ত, d) ভারসাম্য আয়ের স্তর নির্ধারন।

1.3 শূন্যস্থান পূরণ:

1. _____ সালের চূড়ান্ত মন্দাকালে নিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল।
2. ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের নির্ধারক হচ্ছে _____।
3. সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের নির্ধারক হচ্ছে _____।
4. অর্থনীতির যে বিভাগে সামষ্টিক বিষয় নিয়ে চর্চা হয় তা হল _____।
5. ভারতের বেকারত্বের বিষয় _____ অর্থনীতির বিষয়।

1.4 খুব সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

1. ব্যাষ্টিক অর্থনীতি কি?
2. সামষ্টিক অর্থনীতি কি?
3. অর্থনৈতিক প্রতিনিধি কাদের বলা হয়?
4. ব্যাষ্টিক অর্থনীতি অধ্যয়নের দুটি উদাহরণ দাও।
5. সামষ্টিক অর্থনীতি অধ্যয়নের দুটি উদাহরণ দাও।
6. সামষ্টিক অর্থনীতি চলকের দুটি উদাহরণ দাও।
7. ব্যাষ্টিক-সামষ্টিক বাধাটি কি?
8. সামষ্টিক নির্ভর ব্যাষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ দাও।
9. ব্যাষ্টিক নির্ভর সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ দাও।
10. অর্থনীতির কোন শাখা 'কি, কিভাবে ও কার জন্য উৎপাদন হবে' সমস্যাটি সমাধান করে?

1.5 সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

1. পার্থক্য লিখো— সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক অর্থনীতি।
2. উদাহরণের সাথে ব্যাষ্টিক-সামষ্টিক অর্থনীতির নির্ভরশীলতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।
3. ব্যাষ্টিক অর্থনীতির সুযোগ (Scopes) গুলি লিখো।

4. 1929 সালের 'ব্যাপক মন্দা'টি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর সংকেত

1.1 সত্য/মিথ্যা :

1. মিথ্যা। কারণ তা সমগ্র অর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে— তাই সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়।
2. মিথ্যা। সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক উভয় বিষয়েই তা অন্তর্ভুক্ত।
3. সত্য।
4. মিথ্যা।
5. মিথ্যা। ব্যাষ্টিক দিকে সঞ্চয় ভাল হলেও সামষ্টিক চিন্তায় তা নাও হতে পারে।
6. মিথ্যা।

1.2 সঠিক উত্তর নির্বাচন :

1) c, 2) d, 3) a, 4) d, 5) a, 6) d, 7) d, 8) d, 9) d, 10) a.

1.3 শূন্যস্থান পূরণ :

1) 1929, 2) দাম, 3) আয়, 4) সামষ্টিক, 5) সামষ্টিক।

1.4 অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

1. ব্যাষ্টিক অর্থনীতি হল ভোক্তা বা উৎপাদকের মতো ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সমস্যা বা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির অধ্যয়ন।
2. সামষ্টিক অর্থনীতি হল মুদ্রস্ফীতি বা বেকারত্বের মতো সামগ্রিক স্তরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির অধ্যয়ন।
3. যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নেয় তাদের বলে অর্থনৈতিক প্রতিনিধি।
4. ভোক্তার আচরণ, মূল্য নির্ধারন এর অধ্যয়ন।
5. বেকারত্ব, সামগ্রীক দামস্তর অধ্যয়ন।
6. সামগ্রিক যোগান, সামগ্রিক চাহিদা।
7. 'ব্যাষ্টিক স্তরে যা সঠিক, তা সামষ্টিকস্তরে সঠিক নাও হতে পারে'।
8. একটি ফার্মের বিনিয়োগ সমগ্র অর্থব্যবস্থার বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে।
9. সামষ্টিক অর্থ ব্যবস্থায় জাতীয় আয় হল ব্যাষ্টিক স্তরের সমস্ত ব্যক্তিগত আয়ের যোগফল।
10. ব্যাষ্টিক অর্থনীতি।

অধ্যায়-2

জাতীয় আয়ের পরিমাণ

একটি অর্থব্যবস্থার তিনটি প্রাথমিক কার্যকলাপ হল উৎপাদন, ভোগ ও ব্যয় বা বিনিয়োগ। অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকেরা পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে এবং ভোক্তারা তা ভোগ করে। এই প্রক্রিয়ায় আয়ের সৃষ্টি হয়।

2.1 আয়ের বৃত্তস্রোত :

এইভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে আয়ের সৃষ্টি হয় তা চক্রাকারে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে অর্থ ব্যবস্থার একটি ক্ষেত্র হতে অন্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এই অন্তহীন চক্রাকার আয়ের প্রবাহকে বলে আয়ের বৃত্তস্রোত। ইহা মূলত দুই প্রকার—

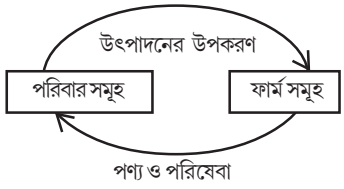

- **প্রকৃত স্রোত/উপকরণ স্রোত :** অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মূলত: পরিবার ও ফার্ম সমূহের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান (জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) এবং পণ্য ও পরিষেবার যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলে তাকে বলে প্রকৃত স্রোত।

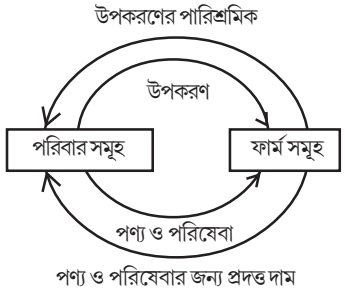

- **অর্থ/আয় স্রোত :** অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ/আয়ের (মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা) এবং পণ্য ও সেবাকর্মের জন্য আয়ের যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলে তাকে বলে অর্থ স্রোত।

এইভাবে প্রকৃত স্রোত ও আয় স্রোত উভয়ে মিলিতভাবে আয়ের বৃত্ত স্রোতের সরলীকৃত দ্বৈতমডেলের সৃষ্টি করে। যেখানে পরিবার সমূহ ফার্মগুলিকে উৎপাদনের উপকরণ দেয় (জমি, শ্রম, মুলধন, সংগঠন) এবং বিনিময়ে ফার্মের থেকে উপাদানের পারিশ্রমিক (খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা) পায়। অন্যদিকে, ফার্ম বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে পরিবারগুলিকে প্রদান করে এবং বিনিময়ে পরিবারগুলি তাকে এর দাম/মূল্য প্রদান করে। দুটি ক্ষেত্রেই তাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক বা অর্থের বাজারে জমা করে এবং প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক হতে ঋণ নেয়।

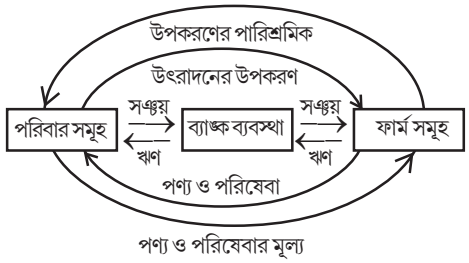

যখন আয়ের বৃত্তস্রোত হতে আয়/অর্থের নিস্কাষন ঘটে (যেমন সঞ্চয়, কর, আমদানী ব্যয় ইত্যাদি) তাকে বলে

বর্হিগমন (Leakages)। ইহা আয় ও উৎপাদন স্রোতকে হ্রাস করে এবং নিয়োগ ও উৎপাদনের উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে যখন আয়ের বৃত্তস্রোতে আয়/অর্থের আগমন ঘটে (যেমন ঋণ, সরকারি ব্যয়, রপ্তানি আয়) তাকে বলে অনুপ্রবেশ (Injection)। ইহা আয় ও উৎপাদন স্রোতকে বৃদ্ধি করে এবং নিয়োাগ ও উৎপাদনে ধনাত্বক প্রভাব ফেলে।

2.2 দ্রব্য/পণ্যের শ্রেণিবিভাগ :

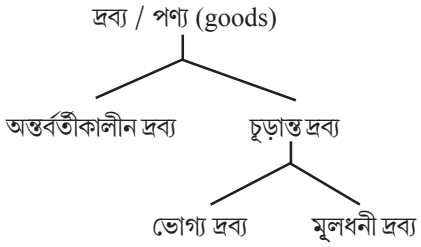

দ্রব্য বা পণ্য যা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন হয় তাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—

অন্তর্বর্তীকালীন দ্রব্য : একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেসব দ্রব্য বা উপকরণ ব্যবহার হয় তাকে বলা হয় অন্তর্বর্তীকালীন দ্রব্য। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—

a) কাঁচামাল (তুলা, পাট ইত্যাদি)

b) পুনরায় বিক্রির জন্য ক্রয় করা পণ্য (বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা গাড়ি)

c) সরকার কর্তৃক ক্রয় করা অপচনশীল মূলধনী দ্রব্য (নিরাপত্তার জন্য)

চূড়ান্ত দ্রব্য : ভোক্তার চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য যে পণ্যগুলি রয়েছে তাকে বলে চূড়ান্ত দ্রব্য। এতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে—

a) ভোগ্যপণ্য— যা গ্রাহক চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করে।
যেমন- একজন গৃহবধু যখন দৈনিক ব্যবহারের জন্য চিনি, চাল ইত্যাদি ক্রয় করে।

b) মূলধনী পণ্য—যা বিনিয়োগের জন্য উৎপাদক ক্রয় করে।
যেমন— ভাড়া খাটানোর জন্য গাড়ি ক্রয় করা।

2.3 বিনিয়োগ ও তার প্রকারভেদ :

একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে মোট যে পরিমাণ মূলধনী পণ্য উৎপাদন হয় তাকে বলে বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে উৎপাদকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ—

a) স্থির বিনিয়োগ— একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে স্থির সম্পদের মোট বৃদ্ধিই হল স্থির বিনিয়োগ। যেমন : যন্ত্রাংশ, জমি, ইত্যাদি।

b) ইনভেন্টরী বিনিয়োগ— একটি আর্থিক বছরে মজুত ভান্ডারের যে পরিবর্তন/বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলে ইনভেন্টরী বিনিয়োগ।
যেমন— অবিক্রিত পণ্য, অর্ধনির্মিত পণ্য ইত্যাদি।

c) স্থূল বিনিয়োগ— একটি আর্থিক বছরে মোট যে পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন হয় তা হল স্থূল বিনিয়োগ।
স্থূল বিনিয়োগ = নীট বিনিয়োগ + অবচয়।

আবচয় হল স্থির সম্পদের (যেমন মেশিন) ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার আর্থিক মূল্য ও প্রত্যাশিত বিভিন্ন মেরামত বাবদ ব্যয়।

2.4 সাধারণ বাসিন্দা ও অনাবাসী :

একটি দেশের স্বাভাবিক বাসিন্দা সেইসব লোক বা সংস্থাকে বলা হয় যারা সাধারণভাবে দেশটিতে বাস করে (এক

বছরের বেশি সময় ধরে) এবং যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ঐ দেশেই কেন্দ্রীভূত থাকে।

অনাবাসী বলতে সেইসব লোকদের বা সংস্থাকে বলা হয় যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ঐ দেশকে কেন্দ্র করে হয় না। উদাহরণসস্বরূপ—আন্তর্জাতিক সংস্থা (বিশ্ব ব্যাংক , WTO, WHO ইত্যাদি), বিদেশি ভ্রমণকারী, দূতাবাসের বিদেশি কর্মচারী, বিদেশী জাহাজের কর্মীগণ ইত্যাদি।

2.5 দেশীয়/অর্থনৈতিক অঞ্চল (domestic territory) :

দেশীয় বা অর্থনৈতিক অঞ্চল হল সেই ভৌগোলিক অঞ্চল যা সরকার কর্তৃক পরিচালিত এবং যার মধ্যে ব্যক্তি, পণ্য ও মূলধন স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দূতাভাষ, সৈন্যঘাটি, জাহাজ, বিমান যা দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে নাগরিক দ্বারা পরিচালিত হয় ইত্যাদি।

2.6 দেশীয় আয় ও জাতীয় আয় : একটি দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে একটি আর্থিক বছরে সমস্ত উৎপাদন ইউনিটের মোট উৎপাদিত উপকরণ আয়কে বলা হয় দেশীয় আয় (Net domestic product at factor cost-NDP_{FC}).

অন্যদিকে, একটি দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে সমস্ত উৎপাদন ইউনিটের মোট উৎপাদিত উপকরণ আয়ের সাথে যদি বৈদেশিক নীট উপকরণ আয়কে যোগ করা হয় তবে পাওয়া যায় জাতীয় আয় (Net national product at factor cost-NDP_{FC}).

2.7 জাতীয় আয়ের হিসাবে ব্যবহৃত পদগুলি হল :

a) স্থূল দেশীয় উৎপাদন / gross domestic product (GDP)

b) স্থূল জাতীয় উৎপাদন / gross National product (GNP)

c) নীট দেশীয় উৎপাদন / Net domestic product (NDP)

d) নীট জাতীয় উৎপাদন / Net national product (NNP)

e) উপকরণ ব্যয় / Factor cost (FC)

f) বাজার মূল্য / Market price (MP)

পদগুলির মধ্যে সম্পর্ক :

স্থূল ও নীট

স্থূল – অবচয় = নীট

দেশীয় ও জাতীয়

দেশীয় + নীট বৈদিশীক উকরণ আয় = জাতীয়

(নীট বৈদেশীক উপকরণ আয় = বিদেশ হতে প্রাপ্ত উৎপকরণ আয়— বিদেশে প্রদত্ত উৎপকরণ আয়)

উপকরণ ব্যয় ও বাজার মূল্য

উপকরণ ব্যয় + নীট অপ্রত্যক্ষ কর = বাজার মূল্য

(নীট অপ্রত্যক্ষ কর = অপ্রত্যক্ষকর – ভর্তুকি)

2.8 জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি সমূহ :

আয়ের বৃত্তস্রোতের পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে, উৎপাদন আয় বৃদ্ধি করে, আয়ের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয় এর মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে কোন দেশের জাতীয় আয় তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ধারিত করা হয়, যা হল—

- মূল্য সংযোজন/উৎপাদন/আউটপুট পদ্ধতি
- আয়/বণ্টন পদ্ধতি
- ব্যয়/ব্যয় সুমারি পদ্ধতি

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই জাতীয় আয়ের একই পরিমাপ প্রদান করে। প্রতিটি পদ্ধতিতেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রতিটি পদ্ধতিই জাতীয় আয় পরিমাপের ভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে।

2.8.1 উৎপাদন পদ্ধতি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের সমস্ত উৎপাদনশীল এককের সংযোজিত নীট উৎপাদন মূল্যকে জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয়।

বাজার দামে স্থূল দেশীয় আয়/উৎপাদন (GDP_{MP}) / (GVA_{MP})

= উৎপাদনের মূল্য— অর্ন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= (বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন)— অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

(বিক্রয় = একক প্রতি মূল্য × বিক্রয়ের পরিমাণ)

জাতীয় আয়/উপকরণ মূল্যে নীট জাতীয় আয় (NNP_{FC})

= GDP_{MP} (বাজার মূল্যে স্থূল দেশীয় আয়)

—অবচয় + নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় – নীট অপ্রত্যক্ষকর।

উৎপাদন পদ্ধতিতে অনুসৃত সতর্কতা :

a) শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও পরিষেবার মূল্যই GDPতে অন্তর্ভুক্ত হবে, কোন প্রকার অন্তর্বর্তী পণ্যের মূল্য যুক্ত হবে না। তা না হলে দ্বৈতগণনার (Double Counting) সমস্যা দেখা দেবে।

b) হাত বদল হওয়া পণ্য (Second hand good), শেয়ার ও বন্ডের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ এতে শুধুমাত্র মালিকানার পরিবর্তন ঘটে, কোন নতুন পণ্য উৎপাদন হয় না। কিন্তু এই বিক্রয়ে নিযুক্ত দালালকে প্রদত্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয় কারণ সে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান করছে।

c) নিজস্ব ভোগের জন্য উৎপাদিত পরিষেবা (যেমন— গৃহকর্তীর বিভিন্ন গৃহস্থলীয় কাজ) অন্তর্ভুক্ত হয় না কারণ এর প্রকৃত বাজার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়।

d) ব্যক্তিগত উদ্দেশে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে, এর জন্য আরোপিত আনুমানিক মূল্য ধরা হয় (imputed value)

e) অবৈধ উপায়ে উৎপাদনের মূল্য GDPতে ধরা হয় না (যেমন— জুয়া খেলা, কালোবাজারী ইত্যাদি)।

2.8.2 আয় পদ্ধতিতে একটি বছরে একটি দেশের স্বাভাবিক বাসিন্দাদের দ্বারা উৎপাদিত/উপার্জিত উপাদান (শ্রম, জমি, মূলধন, উদ্যোগ) এর আয়ের (মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা) সমষ্টির সাথে নীট বৈদেশিক উপকরণ আয়কে যোগ করে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়।

জাতীয় আয় (NNP_{FC})

= শ্রমের আয়/কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ

(নগদ মজুরি ও বেতন + পণ্যের আকারে মজুরি + বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নিয়োগকারীর প্রদত্ত অর্থ)

+ কার্যকর উবৃত্ত (খাজনা + সুদ + রয়েলটি + মুনাফা)

+ মিশ্র আয় (স্বউদ্যোগীদের)

+ নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় (NFIA)

(বিদেশ হতে প্রাপ্ত উপকরণ আয়— বিদেশের উপকরণ সমূহকে প্রদত্ত আয়)

আয় পদ্ধতিতে অনুসৃত সতর্কতা :

(a) অবৈধ উপায়ে উপার্জিত আয় (যেমন— কালোবাজারী, ডাকাতি, জুয়া) জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ এই আয়ের সাথে উৎপাদনশীলতার কোনো সম্পর্ক থাকে না।

(b) হস্তান্তরিত আয় (যেমন— বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ এইসব আয়ের ক্ষেত্রে কোন পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন হয় না।

(c) অবসরকালীন ভাতা জাতীয় আয়ের হিসাবে যুক্ত হবে কারণ তা কর্মচারীর ক্ষতিপূরণের অংশ (Compensation of employees)

(d) আকস্মিক আয় (যেমন—লটারি) জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ এর জন্য কোন পণ্য বা পরিষেবা দিতে হয় না।

(e) শেয়ার, বন্ড, পুরাতন দ্রব্যাদি বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মালিকানার হস্তান্তর হয়, নতুন কিছু উৎপাদন হয় না। কিন্তু এর জন্য দালালের প্রাপ্ত কমিশন অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ সে বিক্রয় করতে পরিষেবা প্রদান করছে।

2.8.3 ব্যয় পদ্ধতিতে একটি আর্থিক বছরে কোন দেশের উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করার উদ্দেশে ব্যয়িত অর্থের সমষ্টির মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। জাতীয় আয় নির্ধারণের জন্য এর সাথে নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় যোগ করা হয় এবং অবচয় ও নীট অপ্রত্যক্ষকর বিয়োগ করা হয়।

বাজার দামে দেশীয় স্থূল উৎপাদন (GDP_{MP})

= ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়

+ সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়

+ স্থূল বিনিয়োগ ব্যয় (স্থূল দেশীয় স্থির বিনিয়োগ + মজুতের পরিবর্তন)

+ নীট রপ্তানি (রপ্তানি – আমদানির মূল্য)

জাতীয় আয় (উপকরণ মূল্যে নীট জাতীয় আয় (NNN_{FC})

= GDP_{MP}

— অবচয় + নীট বৈদেশিক উপকরণ আয়-নীট অপ্রত্যক্ষ কর।

ব্যয় পদ্ধতিতে অনুসৃত সতর্কতা :

a) হস্তান্তরিত ব্যয় (যেমন পেনসন, বার্ধক্য ভাতা, ভিক্ষুককে দান) GDPতে অন্তর্ভুক্ত হয় না কারণ এর পরিবর্তে কোন পণ্য বা পরিসেবা পাওয়া যায় না।

b) পুরাতন দ্রব্যে ব্যয়, শেয়ার ও বন্ডে ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না কারণ তা নতুন কোন পণ্য বা পরিসেবা প্রদান করে না। কিন্তু এই কাজের জন্য দালালকে দেওয়া কমিশন অন্তর্ভুক্ত হয় কারণ সে পরিষেবা প্রদান করেছে।

c) অন্তবর্তীকালীন পণ্যে ব্যয়কে ধরা হবে না, শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্যের উপর ব্যয়কে ধরা হবে। অন্যথায় দ্বৈতগণনার সমস্যা দেখা দেবে।

2.9 আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয় (Nominal and Real National Income) :

জাতীয় আয়কে বর্তমান বাজার মূল্য (Current Price) বা ভিত্তি বছরের দামের (Constant price) এর উপর নির্ভর করে নির্ধারন করা যায়। যখন বর্তমান বছরের বাজার মূল্যে জাতীয় আয় নির্ধারন করা হয় তখন তাকে বলে আর্থিক জাতীয় আয় (Nominal National Income)। আবার যখন কোন একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি বছরের উপর নির্ভর করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়, তাকে বলে প্রকৃত জাতীয় আয় (Real National Income)। আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় আয়কে অপেক্ষাকৃত ভাল সূচক (Indicatiar) হিসাবে গণ্য করা হয় কারণ এই পদ্ধতিতে দামের পরিবর্তনের প্রভাবকে পরিমাণ করা যায়, যা আর্থিক জাতীয় আয়ের মাধ্যমে সম্ভব হয় না।

দামসূচক বা GDP ডিফ্লেটর :

GDP পরিমাপের ক্ষেত্রে নেওয়া সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার মূল্যগুলির গড় স্তরের পরিমাণ পরিমাপ করার পদ্ধতিটিই হল GDP ডিফ্লেটর।

$$\text{দামসূচক/GDP ডিফ্লেটর} = \frac{\text{আর্থিক GDP}}{\text{প্রকৃত GDP}} \times 100$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{\text{বর্তমান মূল্যে GDP}}{\text{ভিত্তি বছরের মূল্যে GDP}} \times 100 = \text{GDP ডিফ্লেটর}$$

2.10 GDP ও কল্যাণ :

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন কারণে শুধুমাত্র জাতীয় আয়/আয়/GDP একটি দেশের জনকল্যাণের উত্তম সূচক হয় না, কারণ—

(1) জাতীয় আয়ের হিসাবে দেশের জনসংখ্যা, সম্পদ, মেধা, দারিদ্র, বেকারত্ব এই বিষয়গুলির কোন ইঙ্গিত নেই। যদি

জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় তবে মাথাপিছু আয় হ্রাস পাবে এবং তখন জনকল্যাণও হ্রাস পাবে।

(2) জাতীয় আয়ের হিসাবে দেশের দামস্তর বা ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার উল্লেখ থাকে না। জনগণের আয়স্তর বেশি বা জাতীয় আয় বেশি থাকলেও যদি দামস্তর বেশি থাকে তবে জনগণের জীবনযাত্রা মান হ্রাস পাবে।

(3) জাতীয় আয়ের হিসাবে আয় বণ্টন বা মাথাপিছু আয়ের কোন ইঙ্গিত নেই। যদি দেখা যায় একাংশ জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তা কখনোই সমাজ কল্যাণকে নির্দেশ করে না, বরং আয় বৈশম্য বৃদ্ধি পায়।

(4) জাতীয় আয়ের হিসাবে দেশের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর কোন উল্লেখ থাকে না। যদি ধ্বংসাত্মক পণ্য (যুদ্ধ সামগ্রী, নেশাপণ্য ইত্যাদি) উৎপাদন করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তবে তা কখনোই কল্যাণকর নয়। বিপরীত দিকে যদি সামাজিকভাবে কাঙ্খিত পণ্য (ওষুধ, ভোজ্যপণ্য ইত্যাদি) উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে মানব কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে।

(5) জাতীয় আয়ের হিসাবে ব্যাহ্যিকতাকে (externalities) উপেক্ষা করা হয়। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ঋণাত্মক বাহ্যিকতা যেমন পরিবেশ দূষণ, বৃদ্ধি পায় বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় তবে তা কখনোই কল্যাণকর হবে না।

2.11 ব্যাহ্যিকতা (Externalities) :

বাহ্যিকতা হল তৃতীয়পক্ষ দ্বারা উৎপাদিত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যা জনগণকে ভোগ করতে হয় যারা ভোক্তাও নয়,উৎপাদকও নয়। ইহা দুই প্রকারের হয়—

- ধনাত্মক বাহ্যিকতা : যে বাহ্যিকতা বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য জনকল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাকে বলে ধনাত্মক বাহ্যিকতা। যেমন— যদি কোন ব্যক্তি CNG ব্যবহার করে তবে বায়ুদূষণ হ্রাস পায়, যদি কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীতে না ফেলা হয় তবে জলদূষণ হ্রাস পায়।
- ঋণাত্মক বাহ্যিকতা : যে বাহ্যিকতা বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য জনকল্যাণ হ্রাস পায় তাকে বলে ঋণাত্মক বাহ্যিকতা (Negative Externalities). যেমন— কারখানার দ্বারা জলদূষণ মৎস্যজীবিদের উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে, ধুমপায়ীদের জন্য শিশু বা বৃদ্ধের স্বাস্থ্যহানি হয়।

পাঠ সহায়িকা

বর্হিগমণ (Leakage)	**অনুপ্রবেশ (Injection)**
(1) বর্হিগমন হল সেইসব চলক যা আয়ের বৃত্তস্রোতে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। যেমন— সঞ্চয়, কর, আমদানি ব্যয় ইত্যাদি।	(1) অনুপ্রবেশ হল সেইসব চলক যা আয়ের বৃত্তস্রোতে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। যেমন— ঋণ, সরকারি ব্যয়, রপ্তানি আয় ইত্যাদি।
(2) ইহা আয় ও উৎপাদনের স্রোত কমিয়ে দেয় এবং পণ্য ও পরিসেবার চাহিদা হ্রাস করে।	(2) ইহা আয় ও উৎপাদনের স্রোত বৃদ্ধি করে এবং পণ্য ও পরিসেবার চাহিদা বৃদ্ধি করে।
(3) এইগুলি হল আয়ের বৃত্তস্রোত হতে প্রত্যাহার/উত্তোলন (Withdrawls).	(3) এইগুলি হল আয়ের বৃত্তস্রোতে যোগদান (Addition).
আর্থিক GDP	**প্রকৃত GDP**
(1) যখন বর্তমান বাজার মূল্যে GDPকে নির্ধারন করা হয়, তাকে বলে আর্থিক GDP.	(1) যখন কোন ভিত্তি বছরের উপর নির্ভর করে GDPকে নির্ণয় করা হয়, তাকে বলে প্রকৃত GDP.

(2) ইহা কল্যাণের উত্তম সূচক নয়। (3) দামস্তর বৃদ্ধিতে তা বৃদ্ধি পায়।	(2) ইহা কল্যাণের উত্তম সূচক। (3) যখন পণ্য ও পরিসেবার প্রবাহ বৃদ্ধি পায় তখনই শুধু তা বেশি হয়।
মজুত বা স্টক (Stock)	**প্রবাহ (Flow)**
(1) ইহা হল একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিমাণ যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাপ করা হয়। যেমন— সম্পদ, ব্যাঙ্কে জমা অর্থ, মূলধন, 100 টাকার নোট, একটি কারখানার শ্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি। (2) ইহা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাপ হওয়ায় এর কোন সময় মাত্রা নেই। (3) এটি একটি স্থির (static) ধারণা।	(1) ইহা এমন একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল পরিমাণ যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে পরিমাপ করা হয়। যেমন— আয়, বিনিয়োগ মূলধন গঠন, মূলধনের সূদ, মাসিক ব্যয় ইত্যাদি। (2) ইহার সময়মাত্রা রয়েছে, যেমন— প্রতিদিন, প্রতি বছর, প্রতি মাস ইত্যাদি। (3) এটি একটি গতিশীল (dinamic) ধারণা।
অন্তবর্তী দ্রব্য (Intermediate good)	**চূড়ান্ত দ্রব্য (Final good)**
(1) এইগুলি অন্যান্য পণ্য ও পরিসেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ব্যবহার হয়। অর্থাৎ এইগুলি পুনঃবিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন— মিষ্টি উৎপাদকের ক্রয় করা দুধ, চিনি ইত্যাদি, বেকারিতে ক্রয় করা ময়দা, ডিম ইত্যাদি। (2) এইগুলো উৎপাদন সীমানার মধ্যে থাকে এবং চূড়ান্ত ব্যবহারকারীর দ্বারা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে না। (3) এই দ্রব্যগুলিতে মান যুক্ত করা হয়। (4) জাতীয় আয়ের গণনায় এই দ্রব্যগুলিকে ধরা হয় না (দ্বৈতগণনা সমস্যা এড়ানোর জন্য)। (5) এই পণ্যের চাহিদাকে বলে উদ্বুদ্ধ চাহিদা, কারণ এর চাহিদা নির্ভর করে চূড়ান্ত পণ্যের চাহিদার উপর।	(1) চূড়ান্ত দ্রব্য দুই প্রকারের হয়— a) ভোজ্য পণ্য— যখন চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য গ্রাহক কিনে থাকেন। যেমন— একজন গৃহবধূ যখন চিনি, দুধ, মাছ ইত্যাদি কিনে। b) মুলধনী পণ্য— যখন বিনিয়োগের জন্য উৎপাদক কিনে থাকে। যেমন— হোটেল মালিক যখন ফ্রিজ কিনে, টেক্সি হিসাবে যদি গাড়ি কেনা হয়। (2) এইগুলি উৎপাদন সীমানার বাইরে থাকে এবং চূড়ান্ত ব্যবহারকারীর জন্য প্রস্তুত হয়। (3) এই দ্রব্যগুলোতে মান যুক্ত করা হয় না। (4) জাতীয় আয়ের গণনায় এই দ্রব্যগুলিকে ধরা হয়। (5) এর চাহিদাকে বলে সরাসরি (direct) চাহিদা, যেহেতু এইগুলি সরাসরি ভোক্তার চাহিদা পূরণ করে।
ভোগ্যপণ্য (Consomption good)	**মূলধনী পণ্য (Capital good)**
(1) এই পণ্যগুলো সরাসরি ভোক্তার চাহিদা পূরণ করে। (2) এই পণ্যগুলো ভোক্তার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। (3) বেশিরভাগ ভোজ্য পণ্যের সীমিত প্রত্যাশিত জীবন সময় রয়েছে।	(1) এই পণ্যগুলো পরোক্ষভাবে ভোক্তার চাহিদা পূরণ করে। (2) এই পণ্যগুলো উৎপাদকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। (3) মূলধনী পণ্যের সাধারণত ১ বছরের বেশি প্রত্যাশিত জীবন সময় রয়েছে।

(4) উদাহরণ— ভোজ্য তেল, দুধ, চিনি, কাপড়, ওষুধ ইত্যাদি যখন একজন ভোক্তা ক্রয় করে।	(4) উদাহরণ— মেশিন, তুলা, ফ্রিজ, গাড়ি ইত্যাদি যখন একজন উৎপাদক ক্রয় করে।
অবচয় (Depreciation)	**মূলধন ক্ষতি (Capital loss)**
(1) স্থায়ী মূলধনের স্বাাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির জন্য যে মূল্য হ্রাস হয় তাকে বলে অবচয়। (2) সম্পদের এইরূপ মূল্য হ্রাস হল প্রত্যাশিত। (3) অবমূল্যায়নের রিজার্ভ তহবিল বজায় রেখে অবচয়ের ক্ষতিপূরণ করা হয়।	(1) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অপ্রত্যাশিত কারণে স্থায়ী সম্পদের মূল হ্রাসকে বলে মূলধন ক্ষতি। (2) সম্পদের এইরূপ মূল্য হ্রাস হল অপ্রত্যাশিত। (3) এই ধরনের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য বিমা করা হয়।
উপাদান আয় (Factor Income)	**হস্তান্তর আয় (Transfer Income)**
(1) উৎপাদনের উপকরণগুলির (জমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন) হতে যে পরিসেবা পাওয়া যায় তার মূল্যই হল উপাদান সমূহের আয়। (2) এটি একটি উপার্জনের ধারণা। (3) ইহা জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়, কারণ এর সাথে পণ্য ও পরিসেবার সচলতা রয়েছে। যেমন— খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা।	(1) কোন প্রকার পণ্য বা পরিসেবার বিনিময় ছাড়াই যে আয় হয় তাকে বলে হস্তান্তর আয়। (2) এটি একটি অন-উপার্জনের ধারণা। (3) ইহা জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না, কারণ এর সাথে পণ্য ও পরিসেবার কোন বিনিয়োগ সম্পর্ক নেই। যেমন— বার্ধক্য ভাতা, উপহার, দান, ভর্তুকি।
একটি দেশের স্বাভাবিক বাসিন্দা	**একটি দেশের অনাবাসী**
(1) স্বাভাবিক বাসিন্দা তাদেরই বলা হয় যারা ঐদেশে এক বছর/বেশি সময় ধরে বাস করছে এবং যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি (উৎপাদন, ভোগ ও বিনিয়োগ) ঐ দেশেই রয়েছে। **উদাহরণ—** a) ভারতীয় দূতাবাসে নিয়োজিত ভারতীয়। b) ভারতে অবস্থিত IMF/WTO দপ্তরে কর্মরত ভারতীয়। c) বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের অধিকর্তা। d) চিকিৎসা, শিক্ষার জন্য এক বছরের বেশি সময় কোন বিদেশির অবস্থান।	(1) অনাবাসী তাদেরই বলা হয় যারা এক দেশের নাগরিক কিন্তু সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য অন্য দেশে বাসিন্দা হয়ে থাকে। **উদাহরণ—** a) বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত বিদেশি। b) ভারতে অবস্থিত WTO/IMF এর দপ্তরে কর্মরত বিদেশি নাগরিক। c) ভারতে এক বছরের কম সময়ের জন্য কর্মরত ডাক্তার, প্রকৌশলী। d) ভারতে বিদেশি দূতাবাসের অধিকর্তা।
স্থূল দেশীয় উৎপাদন (GDP)	**স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GNP)**
(1) ইহা একটি আঞ্চলিক (Territorial) ধারণা।	(1) ইহা একটি জাতীয় ধারণা।

(2) GDP হল দেশীয় স্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার সমষ্টি। (3) এতে নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না। (4) এতে শুধুমাত্র দেশীয় উৎপাদকদের ধরা হয়।	(2) GNP হল দেশীয় ও বহির্বিশ্ব হতে উৎপাাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার সমষ্টি। (3) এতে নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। (4) এতে শুধুমাত্র দেশের সকল উৎপাদকদের ধরা হয় যারা দেশের স্বাভাবিক বাসিন্দা।
বাজার দামে স্থূল দেশীয় উৎপাদন (GDP_{MP})	**উপকরণ মূল্যে নীট দেশীয় উৎপাদন (NDP_{FC})**
(1) ইহা একটি আঞ্চলিক ধারণা। (2) GDP_{MP} হল দেশীয় আভ্যন্তরীণস্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার সমষ্টি। (3) এতে অবচয় ও নীট অপ্রত্যক্ষ কর অন্তর্ভুক্ত থাকে। $GDP_{MP} = NDP_{FC}$ + অবচয় + নীট অপ্রত্যক্ষ কর।	(1) ইহা একটি জাতীয় ধারণা। (2) NDP_{FC} হল দেশের স্বাভাবিক বাসিন্দাদের দ্বারা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার সমষ্টি। (3) এতে অবচয় ও নীট অপ্রত্যক্ষ কর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। $NDP_{FC} = GDP_{MP}$ – অবচয় – নীট অপ্রত্যক্ষ কর।

1. বিভিন্ন পদের মধ্যে পার্থক্য :

2. দ্বিগণনা/দ্বৈতগণনার (Double Counting) সমস্যা :

জাতীয় আয়ের গণনায় যখন একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার গণনা করা হয়, তখন জাতীয় আয়ের একটি অতিরঞ্জিত পরিমাপ পাওয়া যায়, যা দেশের উৎপাদন পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্রকে বিকৃত করতে পারে। এই সমস্যাকে বলে দ্বিগণনার সমস্যা। উদাহরণ— ধরাযাক্ একজন কৃষক গম উৎপাদন করে তা গম ভাঙানোর মিলের মালিকের কাছে 100 টাকায় বিক্রয় করে। মিল মালিক এই গম হতে ময়দা তৈরি করে বেকারি মালিকের কাছে তা 120 টাকায় বিক্রয় করে। বেকারি মালিক ঐ ময়দা হতে বিস্কুট তৈরি করে 150 টাকায় চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে বিক্রয় করে।

এখন জাতীয় আয়ের হিসাবে যদি বিস্কুটের আগের স্তরের অন্তবর্তী দ্রব্যগুলির মূল্যও ধরা হয় তবে মোট উৎপাদন মূল্য হবে =100+120+130=350 টাকা। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত উৎপাদন হল চূড়ান্ত দ্রব্য অর্থাৎ বিস্কুটের দাম অর্থাৎ 150 টাকা। এক্ষেত্রে অন্তবর্তী দ্রব্যগুলির দাম বারবার গণনা করায় দ্বিগণনার সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দুটি পদ্ধতি এই সমস্যার সমাধান করা যায়—

a) চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য গণনা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যটির মূল্য ধরা হয়। ফলে অন্তর্বর্তী দ্রব্যগুলির মূল্য না ধরায় দ্বিগণনার সমস্যা দেখা দেয় না। উপরের উদাহরণে যেমন শুধুমাত্র বিস্কুটের মূল্য (150 টাকাকে) জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হবে।

b) মূল্য সংযোজন পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে দ্রব্যের উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে যে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন হয় তা যোগ

করে জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে অন্তর্বর্তী দ্রব্যের মূল্য বাদ যায় এবং দ্বিগণনার সমস্যা দূর হয়। উপরের উদাহরণে মোট মূল্য সংযোজন = 100+20+30=150 টাকা।

অনুশীলনী

1.1 সত্য/মিথ্যা লিখো :

1) কোন দেশের দেশীয় আয়, জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে।
2) জাতীয় আয় উপকরণ আয় ও হস্তান্তর আয় উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
3) এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করলে তা স্থূল দেশীয় বিনিয়োগে অন্তর্ভুক্ত হবে।
4) "নিজের জামাকাপড় পরিষ্কার করা"— জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।
5) কোন কর্মচারী তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে 5000 টাকা জমা করলো— এটা তার কর্মচারীর ক্ষতিপূরণের (Compensation of employee) এর অংশ।
6) নিজের ভোগের জন্য উৎপাদিত পরিসেবা জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না।
7) প্রকৃত GDP ও আর্থিক (Nomial) GDP-সমান হতে পারে।
8) নিজের মালিকানাধীন বাড়ির ভাড়া জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।
9) স্থূল দেশীয় বিনিয়োগ হল স্থূল দেশীয় স্থির বিনিয়োগ ও মজুত বা ইনভেন্টরির পরিকল্পিত পরিবর্তনের সমষ্টি।
10) কর্পোরেট কর হল মুনাফার অংশ।
11) নীট রপ্তানি হল রপ্তানি ও আমদানির যোগ ফল।
12) খাজনা হল কার্যকর উদ্বৃত্তের অংশ।
13) মজুত বা ইনভেন্টরির পরিবর্তন হল অন্তিম মজুত ও প্রারম্ভিক মজুতের অন্তর ফল।
14) কোন কারখানার দ্বারা সৃষ্টি পরিবেশ দূষণ হল ঋণাত্মক বাহ্যিকতার উদাহরণ।
15) বিশ্রাম স্থূলজাতীয় আয়ে (GNP) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

1.2 MCQ :

1) নীচের প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোনটি জাতীয় আয়ের পরিমাপক—
   a) NNP_{MP} b) NNP_{FC} c) NDP_{MP} d) GDP_{MP}.
2) নীচের পরিমাপকগুলির মধ্যে কোনটি কার্যকর উদ্বৃত্তের অংশ নয়—
   a) সুদ b) খাজনা c) রয়েলিটি d) কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ।
3) কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় দেশিয় আয় ও জাতীয় আয় পরস্পর সমান থাকে।
   a) মুক্ত অর্থ ব্যবস্থা b) বন্ধ অর্থ ব্যবস্থা c) (a) ও (b) উভয়ই d) কোনটিই নয়।

4) নিচের কোনটি জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়—

a) লটারি হতে আয় b) একটি ডায়েরি ফার্মের দুধ ক্রয় c) সুদ, d) কোনটিই নয়।

5) নীচের কোনটি জাতীয় আয় নির্ধারনের ব্যয় পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে—

a) খাজনা ও রয়েলটি b) মিশ্র আয় c) নীট রপ্তানি d) বিক্রয়।

6) কার্যকর উদ্বৃত্ত হল—

a) সম্পদ হতে আয়, b) উদ্যোগ (entrepreneurship) হতে আয়, c) (a) ও (b) উভয়ই d) কোনটিই নয়।

7) যখন কোন একটি আর্থিক বছরে সমস্ত উৎপাদন/পণ্য বিক্রয় হয় না, তখন উৎপাদন মূল্য (value of output) হল—

a) বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন b) বিক্রয় – মজুতের পরিবর্তন c) বিক্রয় d) মজুতের পরিবর্তন।

8) নিচের কোনটি জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়—

a) হস্তান্তর আয় b) উপকরণ আয় c) (a) ও (b) উভয়ই d) কোনটিই নয়।

9) ভিত্তি বছরের দামের ভিত্তিতে জাতীয় আয় হল—

a) আর্থিক মূল্য b) প্রকৃত মূল্য c) (a) ও (b) উভয়ই d) কোনটিই নয়।

10) একটি ফার্মের মূল্য সংযোজন হল—

a) বিক্রয়, b) মুনাফা c) বিক্রয় – অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয় d) বিক্রয় + অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়।

11) নীচের কোন বিবৃতিটি সঠিক—

a) $\text{প্রকৃত GDP} = \frac{\text{দামসূচক}}{\text{আর্থিক GDP}} \times 100,$ b) $\text{প্রকৃত GDP} = \frac{\text{আর্থিক GDP}}{\text{দামসূচক}} \times 100$

c) $\text{আর্থিক GDP} = \frac{\text{প্রকৃত GDP}}{\text{দামসূচক}} \times 100$ d) $\text{আর্থিক GDP} = \frac{\text{দামসূচক}}{\text{প্রকৃত GDP}} \times 100$

12) নীচের কোনটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয় এবং জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না—

a) ডাক্তারের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান b) একজন উকিলের পরিসেবা প্রদান

c) একজন গৃহবধূর পরিবারের লোকেদের জন্য রান্না করা d) একটি গৃহপরিচারিকার পরিসেবা।

13) প্রকৃতি জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জনকল্যাণ—

a) বৃদ্ধি পায় b) হ্রাস পায় c) একইরকম থাকে d) কোনটিই নয়।

14) যদি NDP_{FC} = ₹ 1500 এবং বৈদেশিক নীট উপকরণ আয় = ₹ 500 তবে NNP_{FC} হবে—

a) 1500 b) 1200 c) 1000 d) 2500.

15) যদি কাচামালে ব্যয় = ₹ 1200, আমদানি ব্যয় = ₹ 300 এবং রপ্তানি = ₹ 250 হয় তবে অন্তবর্তীকালীন ব্যয়ের মূল্য

হয়—

a) 1200, b) 1500, c) 1700, d) 700.

1.3 শূন্যস্থান পূরণ করো :

1) উৎপাদনের মোট মূল্য ও মূল্য সংযোজনের অন্তর্ফল হল _____।

2) যদি বাজার দামে নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP_{MP}) দেওয়া থাকে, তবে আমরা নীট পরোক্ষ কর _____ করে ও ভর্তুকি (Subsidy) _____ করে দেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করি।

3) চূড়ান্ত দ্রব্য হল সেইগুলো যা হয় _____ বা _____ এর জন্য ব্যবহার হয়।

4) GDP_{MP} = ₹ 1000, ভর্তুকি = ₹ 50 হলে GDP_{FC} = _____।

5) নীট রপ্তানি হল রপ্তানি ও আমদানির _____।

6) কার্যকর উদ্বৃত্ত হল _____ হতে প্রাপ্ত আয় ও উদ্যোগ হতে প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি।

7) প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ধারন হয় _____ বছরের দামের ভিত্তিতে।

8) মজুতের পরিবর্তন _____ হয় যখন প্রারম্ভিক মজুত ও চূড়ান্ত মজুত পরস্পর সমান হয়।

9) _____ ক্ষেত্রটি টার্শিয়ারি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

10) GST হল _____ কর।

1.4 সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1) নীট দেশীয় আয়/উৎপাদন (NDP_{FC}) কি?

2) জাতীয় আয় (NNP_{FC}) এর সংজ্ঞা লিখো।

3) দ্বৈতগণনার সমস্যা সমাধানের দুটি পদ্ধতি কি কি?

4) কার্যকর উদ্বৃত্ত কি?

5) মিশ্র আয় কি?

6) GNP এর গণনায় বিশ্রামকে কেন ধরা হয় না।

7) আর্থিক (Nominal) GDP কি?

8) প্রকৃত GDP কি?

9) GDP ডিফ্লেটর কি?

10) ধনাত্মক বার্হ্যিকতার উদাহরণ দাও।

11) ঋণাত্মক বাহ্যিকতার উদাহরণ দাও।

12) বাহ্যিকতা (exteernalities) কি?

13) অন্তবর্তীকালীন ব্যয় কি?

14) উপকরণ আয় কি?

15) হস্তান্তর ব্যয় কি?

16) বাজার বহির্ভুত কার্যকলাপ কি?

17) আয়ের বৃত্ত স্রোতে বহির্গমন কি?

18) আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ কি?

19) দ্বৈতগণনার সমস্যাটি কি?

20) মূল্য সংযোজন কি?

1.5 সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন : (3/4 Marks)

1. জাতীয় আয়ের প্রকৃত স্রোত ও আর্থিক স্রোতের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।
2. আয়ের বৃত্তস্রোতের দ্বৈতমডেলটি (অর্থের বাজার সহ) ব্যাখ্যা করো।
3. প্রকৃত ও আর্থিক স্রোতের ব্যাখ্যা করো।
4. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারনের চারটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উল্লেখ করো।
5. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণের চারটি সতর্কতার উল্লেখ করো।
6. উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণের চারটি সতর্কতার উল্লেখ করো।
7. দ্বিগণনার সমস্যাটি কি? উদাহরণ দাও।
8. জাতীয় আয় গণনার উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপন্ন 'দ্বিগণনার সমস্যা' দূর করার পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করো।
9. GDP কে কল্যাণের সূচক হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন 'GDP এর বণ্টন' একটি সীমাবদ্ধতা?
10. 'বাহ্যিকতা' কি? উদাহরণ সহ এর প্রকারভেদ উল্লেখ করো।

11. **পার্থক্য লিখো :**
    a) আয়ের বৃত্তস্রোতের বহির্গমন ও অনুপ্রবেশ।
    b) অন্তবর্তীকালীন দ্রব্য ও চূড়ান্ত দ্রব্য।
    c) ভোগ্য পণ্য ও মূলধনী পণ্য।
    d) মজুত (Stock) ও প্রবাহ (flow)।
    e) অপচয় ও মূলধনের ক্ষতি।
    f) স্থূল বিনিয়োগ ও নীট বিনিয়োগ।
    g) GDP ও GNP।
    h) উপকরণ আয় ও হস্তান্তর আয়।

i) প্রকৃত GDP ও আর্থিক GDP।

12. বিনিয়োগ কি? উদাহরণ সহ এর প্রকারভেদ উল্লেখ করো।

13. **বাজারমূল্যে স্থূল মূল্য সংযোজন (GVAMP) নির্ণয় করো :**

বিষয়	**টাকা (লক্ষ)**
a) বিক্রয়	50,000
b) মজুতভাণ্ডারের পরিবর্তন (change in stock)	15,000
c) অন্তবর্তীকালীন ব্যয়	10,000
d) অবচয় (depreciation)	9,000
e) ভর্তুকি	12,000
f) অপ্রত্যক্ষ কর	14,000

14. উপকরণ মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVAFC) নির্ণয় করো :

বিষয়	**টাকা**
a) অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়	10,000
b) বিক্রয়ের পরিমান	750
c) একক প্রতি উৎপাদনে মূল্য	40
d) অবচয়	3,000
e) মজুতের পরিবর্তন	10,000
f) অপ্রত্যক্ষ কর	2,000

15. উপকরণ মূল্যে স্থূল মূল্য (GVAFC) নির্ণয় করো :

বিষয়	**টাকা**
a) বিক্রয়ের পরিমাণ	2000 একক
b) একক প্রতি দাম	20
c) অবচয়	2000
d) মজুতের পরিবর্তন	(–) 500
e) অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়	5000
f) ভর্তুকি	3000

16. বাজার মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVAMP) নির্ণয় করো :

বিষয়	**টাকা (লক্ষ)**

a) বিক্রয়	8000
b) মজুতের পরিবর্তন	100
c) ভর্তুকি	200
d) অবচয়	300
e) অন্তবর্তীকালীন ব্যয়	5500
f) খাজনা	500

17. উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের মূল্য (value of output) ও উপকরণ মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVA_{FC}) নির্ণয় করো :

বিষয়	**টাকা (লক্ষ)**
a) বিক্রয়	1000
b) অপ্রত্যক্ষ কর	100
c) ভর্তুকি	40
d) মজুতের পরিবর্তন	00
e) অবচয়	50
f) অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়	600
g) কার্যকর উদ্বৃত্ত	60

18. উৎপাদন পদ্ধতিতে উপকরণ ব্যয়ে নীট আভ্যন্তরীন উৎপাদন (NVA_{FC}) নির্ণয় করো :

বিষয়	**টাকা (কোটি)**
a) ভর্তুকি	1
b) বিক্রয়	100
c) মজুতের পরিবর্তন	(–) 10
d) অপ্রত্যক্ষ কর	5
e) অন্তবর্তীকালীন ব্যয়	20
f) অবচয় জনিত ব্যয় (depreciation)	15

19. বাজার মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVA_{MP}) নির্ণয় করো :

বিষয়	**টাকা**
a) অবচয়	700
b) বিক্রয়	36000
c) মজুতের পরিবর্তন	200

d) বিক্রয় কর (অপ্রত্যক্ষ কর) 3000

e) অর্ন্তবর্তীকালীন ব্যয় 2000

1.6 দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন (6 Marks)

1. একটি দেশের GDP কে কল্যাণের সূচক হিসাবে ব্যবহারের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করো।
2. জাতীয় আয়ের গণনায় নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হয় কি? কারণ লিখ।
   a) একটি পুরাতন বাড়ি বিক্রয়ের থেকে আয়।
   b) একটি পরিবারের বাড়ি ক্রয়ে ব্যয়।
   c) একজন উৎপাদকের কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়।
   d) ছাত্রছাত্রীদের স্কলারসিপ খাতে সরকারের ব্যয়।
3. নিচের বিষয়গুলি কি জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়? কারণ সহ লিখো।
   a) একজন কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমানো।
   b) ডাকাতির থেকে আয়।
   c) একজন লটারি বিক্রেতার কমিশন।
   d) শেয়ার ক্রয়ে ব্যয়।
4. নীচের বিষয়গুলো কি জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়? কারণ দাও।
   a) ভারতে একটি বৈদেশিক ব্যাঙ্কের মুনাফা অর্জন।
   b) একটি বিদেশি ব্যাঙ্কের থেকে বাড়ি ভাড়া বাবদ একজন ভারতীয়ের আয়।
   c) বিদেশে SBI এর একটি শাখার অর্জিত মুনাফা।
   d) লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করা একজন বিদেশির বেতন।
   e) দিল্লিতে একটি বিদেশি দূতাবাসে কাজ করা একজন ভারতীয়ের বেতন।
   f) ভারতে SBI এর একটি শাখায় কাজ করা একজন বিদেশির বেতন।

গাণিতিক প্রশ্নাবলি : (6 Marks)

বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করো—

1. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে উৎপাদান মূল্যে নীট জাতীয় আয় (NNP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয়	টাকা (কোটির অংকে)
সুদ	250
নীট বৈদেশিক উপাদান আয়	(–) 50
সরকারের চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়	1400
মিশ্র আয়	1500
কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ/শ্রমের আয়	3000

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 4500

মুনাফা 1000

অবচয় (depreciation) 60

খাজনা 300

নীট বিনিয়োগ ব্যয় 600

নীট রপ্তানি (–) 30

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 420 (**Ans :** 6000 কোটি টাকা)

2. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে উপাদান মূল্যে নীট জাতীয় আয় নির্ণয় কর(NNP_{FC})।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ 1000

কার্যকর উদ্বৃত্ত (operating surplus) 500

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত অর্থ 120

নীট রপ্তানি (–) 30

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 40

মিশ্র আয় 600

নীট বৈদেশিক উপাদান আয় (–) 20

অবচয় (স্থায়ী বিনিয়োগে ক্ষয়ক্ষতি) 40

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1400

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 490

নীট স্থায়ী (fixed) বিনিয়োগ 250

মজুত ভাণ্ডারের পরিবর্তন (change in stock) 30 (**Ans :** ₹ 2080 crs.)

3. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে বাজার মূল্যে মোট জাতীয় আয় (GNP_{MP}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 400

নীট রপ্তানি 20

কার্যকর উদ্ধৃত্ত 320

নীট বিনিয়োগ ব্যয় 250

সামাজিক সুরক্ষায় নিয়োগকারীর ব্যয় 100

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1200

মজুরি ও বেতন 1300

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 150

নীট বৈদেশিক উৎপাদন আয় (–) 20

খাজনা 100

অবচয় 50 (**Ans :** ₹ 1900 crs.)

4. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে বাজার মূল্যে মোট জাতীয় আয় (GNP_{MP}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

নীট বিনিয়োগ (Investment or capitalformation) 200

ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় 1000

খাজনা, সুদ ও মুনাফা (উদ্বৃত্ত আয়) 360

মজুরি ও বেতন 900

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 300

অবচয় 50

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 200

নীট বৈদেশিক উপাদান আয় (NFIA) (–) 10

নিয়োগ কর্তার দ্বারা সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় 50

নীট রপ্তানি 10 (**Ans :** ₹ 1550 crs.)

5. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয়/ নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1000

মজুরি ও বেতন 3800

ডিভিডেন্ট 500

খাজনা 200

সুদ 150

নীট দেশীয় স্থায়ী বিনিয়োগ 500

মুনাফা 800

নিয়োগকর্তার সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় 200

নীট রপ্তানি (–) 50

নীট বৈদেশিক উপাদান আয় (–) 30

অবচয় 40

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 4000

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 300 (**Ans :** ₹ 5120 crs.)

6. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় (NNP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

সুদ 150 (কোটি টাকায়)

খাজনা 250

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 600

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1200

মুনাফা 640

কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ (Compensation of employees) 1000

নীট বৈদেশিক উপাদান আয় (–) 30

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 60

নীট রপ্তানি (–) 40

অবচয় 60

নীট স্থায়ী বিনিয়োগ ব্যয় 340 (**Ans :** ₹ 2010 crs.)

7. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় (NNP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ 2000

সুদ 500

খাজনা 700

মুনাফা 800

সামাজিক সুরক্ষায় নিয়োগকারীর ব্যয় 200

ডিভিডেন্ট 300

অবচয় 100

নীট প্রত্যক্ষ কর 250

নীট রপ্তানি 70

নীট বৈদেশিক উপাদান আয় 150

মিশ্র আয় 1500 (**Ans :** ₹ 6200 crs.)

8. আয় পদ্ধতিতে বাজার মূল্যে স্থূল দেশীয় আয় (GDP_{MP}) এবং ব্যয় পদ্ধতিতে উপাদান মূল্যে জাতীয় আয় (NNP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

মিশ্র আয় 260

খাজনা, সুদ ও মুনাফা 290

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 220

আমদানী 170

রপ্তানি 140

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1530

মজুতের পরিবর্তন (change in stock) 100

কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ 730

বৈদেশিক নীট উপাদান আয় 120

ভর্তুকি 30

অবচয় 120

মোট স্থায়ী বিনিয়োগ 400

অপ্রত্যক্ষ কর 850 (**Ans :** ₹ 2220 crs, 1400 crs.)

9. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে বাজার মূল্যে স্থূল আভ্যন্তরীণ বা দেশীয় আয় (GDP_{MP}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ 1300

অপ্রত্যক্ষ কর 3700

স্থূল স্থির/স্থায়ী বিনিয়োগ 8100 (gross fixed capital formation)

সুদ, মুনাফা ও খাজনা 5000

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 3600

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 2700

মিশ্র আয় 16000

মজুতের পরিবর্তন 1000

পণ্য ও পরিষেবার আমদানী 1800

ভর্তুকি 300

পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি 1700

বৈদেশিক নীট উপাদান আয় (–) 250

অবচয় 2200 (**Ans :** ₹ 39600 crs.)

10. আয় পদ্ধতিতে বাজার মূল্যে স্থূল দেশীয় আয় (GDP_{MP}) ও ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ 490

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1120

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 150

বৈদেশিক নীট উপাদান আয় (–) 10

অবচয় 80

অপ্রত্যক্ষ কর 180

মজুত ভাণ্ডারের পরিবর্তন 60

স্বনির্ভরদের মিশ্র আয় 560

নীট স্থায়ী বিনিয়োগ 180

ভর্তুকি 20

নীট রপ্তানি (–) 10

খাজনা, সুদ ও মুনাফা 290 (**Ans :** 1580 crs, ₹ 1330 crs.)

11. আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে উপাদান ব্যয়ে স্থূল দেশীয় আয় (GDP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় 620

মজুরি ও বেতন 700

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নিয়োগকারীর ব্যয় 100

স্থূল স্থির বিনিয়োগ 180

মুনাফা 100

সরকারি ভোগ ব্যয় 200

খাজনা 50

সুদ 50

নীট রপ্তানি 30

বৈদেশিক নীট উপাদান আয় (–) 10

অবচয় 20

ভর্তুকি 10

অপ্রত্যক্ষ কর 20 (**Ans :** ₹ 1020 crs.)

12. আয় ও উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় (NNP_{FC}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

প্রাথমিক ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন 300

মাধ্যমিক ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন 200

সেবা ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন 100

প্রাথমিক ক্ষেত্রের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয় 100

মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয় 50

সেবা ক্ষেত্রের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয় 50

কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ 150

বৈদেশিক নীট উপাদান আয় (–) 10

কার্যকর উদ্বৃত্ত 140

অবচয় 40

নীট অপ্রত্যক্ষ কর 20

সুদ 20

মিশ্র আয় 50

খাজনা 10 (**Ans : ₹** 330 crs.)

13. আয় ও উৎপাদন পদ্ধতিতে বাজার মূল্যে স্থূল দেশীয়/আভ্যন্তরীণ আয় (GDP_{MP}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অন্তবর্তীকালীন ব্যয় 90

পরিষেবা ক্ষেত্রের অন্তবর্তীকালীন ব্যয় 300

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন 1900

পরিষেবা ক্ষেত্রের মোট উৎপাদনে 700

খাজনা সুদ ও মুনাফা 290

অবচয় 40

মিশ্র আয় 100

বৈদেশিক নীট উপাদান আয় (–) 20

কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ 950

নীট পরোক্ষকর 20 (**Ans : ₹** 1400 crs.)

14. বাজার মূল্যে স্থূল জাতীয় আয় (GNP_{MP}) নির্ণয় কর।

বিষয় টাকা (কোটির অংকে)

মজুত ভাণ্ডারের পরিবর্তন (–) 10

ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 1000

নীট স্থির/স্থায়ী বিনিয়োগ ব্যয় 150

নীট বৈদেশিক উপাদান আয় 10

সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় 300

অবচয় জনিত ব্যয় 30

নীট-আমদানি 20 (**Ans :** 1460 crs.)

সংংক্ষিপ্ত উত্তর

1.1

1) সত্য, যখন বিদেশ হতে প্রাপ্ত উকরণ আয়, বিদেশ প্রদত্ত উপকরণ আয়ের চেয়ে বেশি হয়।
2) মিথ্যা, শুধুমাত্র উপকরণ আয় দ্বারা প্রভাবিত হয়।
3) মিথ্যা, ইহা হল ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়ের অংশ।
4) মিথ্যা, ইহা হল একটি বাজার বহির্ভুক্ত কার্যকলাপ।
5) মিথ্যা, কারণ তা মালিক দ্বারা প্রদত্ত নয়।
6) সত্য, যখন এর সঠিক বাজার মুল্যায়ন সম্ভব নয়।
7) সত্য, যখন উভয় বছরের দামস্তর সমান হয়।
8) সত্য, কারণ এর আনুমানিক বাজার দাম অন্তর্ভুক্ত হয় জাতীয় আয়ে।
9) সত্য।
10) সত্য, মুনাফা হল কর্পোরেট কর, ডিভিডেন্ট ও অবণ্টিত মুনাফার যোগফল।
11) মিথ্যা, নীট রপ্তানি = রপ্তানি – আমদানি
12) সত্য, কার্যকর উর্দ্বৃত্ত = খাজনা + সুদ + রয়েলটি + মুনাফা।
13) সত্য।
14) সথ্য
15) মিথ্যা, কারণ বিশ্রামের সঠিক বাজার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

1.2 MCQ

1) b) $NNP_{FC.}$
2) d) কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ।
3) b) বন্ধ অর্থ ব্যবস্থা।
4) d) কোনটিই নয়।
5) c) নীট রপ্তানি।
6) c) (a) ও (b) উভয়ই।
7) a) বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন।
8) b) উপকরণ আয়।
9) b) প্রকৃত মূল্য।
10) c) বিক্রয় – অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়।
11) b) প্রকৃত $GDP = \frac{\text{আর্থিক GDP}}{\text{দামসূচক}} \times 100$
12) c) একজন গৃহবধূর পরিবারের লোকেদের জন্য রান্না করা।

13) a) বৃদ্ধি পায়।

14) b) 1200.

15) a) 1200.

1.3 শূন্যস্থান পূরণ করো (উত্তর মালা) :

1) অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়।
2) বিয়োগ, যোগ।
3) ভোগ, বিনিয়োগ।
4) ₹1050.
5) অন্তরফল।
6) সম্পদ।
7) ভিত্তি।
8) শূন্য।
9) পরিষেবা।
10) পরোক্ষ।

1.4 সংক্ষিপ্ত উত্তর :

1) একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশের অভ্যন্তরীন সমস্ত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার মূল্য।
2) একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশের সাধারণ বাসিন্দাদের দ্বারা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার মূল্য।
3) চূড়ান্ত পণ্যের মূল্য গণনা পদ্ধতি ও মূল্য সংযোজন পদ্ধতি।
4) সম্পদ (খাজনা, সুদ, রয়েলটি) ও উদ্যোগ (মুনাফা) হতে প্রাপ্ত মোট আয়।
5) স্বমালিকানাধীন ও স্বনির্ভর উপকরণ এর থেকে প্রাপ্ত আয়। যেমন— কৃষক, নাপিতের আয়।
6) এর সঠিক মূল্য নির্ধারন খুবই কঠিন।
7) যখন কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি বছরের দামের উপর GDP গণনা করা হয়।
8) যখন বর্তমান বছরের দামের উপর নির্ভর করে GDP গণনা করা হয়।
9) আর্থিক GDP ও প্রকৃত GDP এর অনুপাতের সাথে 100 এর গুণফল।
10) সরকারি পার্ক, রাস্তাঘাট ব্যবহার করা।
11) কোন কারখানার সৃষ্ট দূষণ।
12) কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সৃষ্ট কোন সুবিধা বা অসুবিধা যা অন্যকেও ভোগ করতে হয় যার জন্য তাকে কোন ব্যয় করতে হয় না বা সে কোন ক্ষতিপূরণ পায় না।
13) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অন্তবর্তীকালীন দ্রব্যে ব্যয়।
14) উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, উৎপাদনের উপকরণের উপর যে আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা) হয়।
15) যে ব্যয়ের পরিবর্তে কোন পণ্য বা পরিষেবা পাওয়া যায় নাা। উপহার, ভাতা ইত্যাদি।
16) বাজার বহির্ভুত পণ্য ও পরিষেবার লেনদেন।
17) সেইসব চলক যা আয়ের বৃত্তস্রোতে আয়/অর্থের প্রবাহের হ্রাস ঘটায়। যেমন— কর, আমদানি।
18) সেইসব চলক যা আয়ের বৃত্তস্রোতে আয়/অর্থের প্রবাহের বৃদ্ধি ঘটায়। যেমন— রপ্তানি, ধার করা।

19) যখন একই পণ্যের গণনা GDP তে একের অধিকবার করা হয়।

20) মোট উৎপাদনের মূল্য ও অন্তবর্তীকালীন ব্যয় এর বিয়োগ ফল। GVA_{MP} = মোট উৎপাদনের মূল্য— অন্তবর্তীকালীন ব্যয়।

গাণিতিক প্রশ্নাবলি

উত্তর সংকেত (3/4 Marks)

13) স্থূলমূল্য সংযোজন (GVA_{MP})

(grossvalue added at worket price)

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= 50000 + 15000 – 10000

= 55000 লক্ষ

14) স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{MP})

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= (750 × 40) + 10000 – 10000 [বিক্রয় = বিক্রয়ের পরিমাণ × একক প্রতি দাম]

= 30000 টাকা

উপকরণ মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVA_{FC})

= GVA_{MP} – অবচয় – নীট অপ্রত্যক্ষ কর (অপ্রত্যক্ষ কর – ভর্তুকি)

= 30000 – 3000 – (2000 – 0)

= 25000 টাকা

15) স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{MP})

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= (2000 × 20) + (–500) – 5000

= 34500 টাকা

উপকরণ মূল্যে স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{FC})

= GVA_{MP} – নীট অপ্রত্যক্ষ কর (অপ্রত্যক্ষ কর – ভর্তুকি)

= 34500 – (0 – 3000) = 37000 টাকা

16) বাজার মূল্যে স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{MP})

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= 8000 + 100 – 5500

= 2600 টাকা

বাজার মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন

= GVA_{MP} – অবচয়

= 2600 – 300 = 2300 লক্ষ টাকা

17) উৎপাদনের মূল্য (value of output)

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন

= 1000 + 00 =1000 লক্ষ টাকা

স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{MP})

= উৎপাদনের মূল্য – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= 1000 – 600 = 400 লক্ষ টাকা

উপকরণ মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVA_{FC})

= GVA_{MP} – অবচয় – নীট অপ্রত্যক্ষ কর

= 400 – 50 – (100 – 40)

= 290 লক্ষ টাকা

18) স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{MP} / GDP_{MP})

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= 100 + 5 – 20= 85 কোটি টাকা

উপকরণ ব্যয়ে নীট আভ্যন্তরীন উপাদান (NDP_{FC}/NVA_{FC})

= GVA_{MP} – অবচয় – নীট অপ্রত্যক্ষ কর

= 85 – 15 – (5 – 1) = 76 কোটি টাকা

19) উপকরণ মূল্যে স্থূল মূল্য সংযোজন (GVA_{MP})

= বিক্রয় + মজুতের পরিবর্তন – অন্তবর্তীকালীন ব্যয়

= 36000 + 200 – 2000 = 34200 টাকা

বাজার মূল্যে নীট মূল্য সংযোজন (NVA_{FC})

= GVA_{MP} – অবচয় = 34200 – 700 = 33500 টাকা

গাণিতিক প্রশ্নাবলি

উত্তর সংকেত 6 Marks

1. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ Compensation of employees)

+ মিশ্র আয়

+ কার্যকর উদ্ধৃত্ত

+ নীট বৈদেশিক উপকরণ আয়

= 3000 + 1500 + (250 + 1000 + 300) + (–50)

= 6000 কোটি টাকা

ব্যয় পদ্ধতি :

বাজার দামে স্থূল দেশিয় উৎপাদন (GDP_{MP})

= সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়

+ ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়

+ স্থূল বিনিয়োগ ব্যয় (নীট বিনিয়োগ ব্যয় + অবচয়)

+ নীট রপ্তানি

= 1400 + 4500 + (600 + 60) + (–30)

= 6530 কোটি

জাতীয় আয় (উপকরণ মূল্যে নীট জাতীয় উৎপাদনে (NNP_{FC}))

=GDP_{MP} – অবচয় + নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় – নীট পরোক্ষ কর

= 6530 – 60 + (–50) – 420

= 6000 কোটি

2. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = 1000 + 600 + 500 + (–20) = 2080 কোটি টাকা

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 490 + 1400 (স্থূল বিনিয়োগ = নীট স্থির বিনিয়োগ + অবচয় + মজুত ভাণ্ডারের পরিবর্তন)

(250 + 40 + 30) + (–30) = 2180 কোটি

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = 2180 – 40 + (–20) – (40) = 2080 কোটি টাকা

3. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = (1300 + 100) + 320 + (–20) = 1700 কোটি

বাজার মূল্য মোট জাতীয় আয় (GDP_{MP})

= NNP_{FC} + অবচয় + নীট পরোক্ষ কর = 1700 + 50 + 150 = 1900 কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 400 + 1200 + (250 + 50) + 20 = 1900 কোটি

GNP_{MP} = GDP_{MP} + নীট বৈদেশিক উপকরণ আয়

= 1920 + (–20) = 1900 কোটি

4. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = (900 + 50) + 360 + (–10) = 1300 কোটি

বাজার মূল্যে মোট জাতীয় আয় (GNP_{MP})

= NNP_{FC} + অবচয় + নীট পরোক্ষ কর

= 1300 + 50 + 200 = 1550 কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 300 + 1000 + (200 + 50) + 10 = 1560 কোটি

GNP_{MP} = GDP_{MP} + নীট বৈদেশিক উপকরণ আয়

= 1560 + (–10) = 1550 কোটি

5. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = (3800 + 200) + (200 + 150 + 800) + (–30)

= 5120 কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 1000 + 4000 + (500 + 40) + (–50) = 5490 কোটি

NNP_{FC} (জাতীয় আয়) = GDP_{MP} – 40 + (–30) – 300

= 5490 – 40 – 30 – 300 = 5120 কোটি

6. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = 1000 + (250 + 150 + 640) + (–30) = 2010 কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 600 + 1200 + (340 + 60) + (–40) = 2160 কোটি

NNP_{FC} (জাতীয় আয়) = 2160 – 60 + (–30) – 60 = 2010 কোটি

7. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = 2000 + 1500 + (700 + 500 + 800 + 300) + 150 = 5950 কোটি

NNP_{FC} = নীট অপ্রত্যক্ষ কর = 5950 + 250 = 6200 কোটি

8. **আয় পদ্ধতি :**

NNP_{FC} = 730 + 260 + 290 + 120 = 1400 কোটি

GDP_{MP} = 1400 + 120 – (120) + (850 – 30) = 2200 কোটি

(নীট অপ্রত্যক্ষ কর = অপ্রত্যক্ষ কর – ভর্তুকি)

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 220 + 1530 + (400 + 100) + (140 – 170) = 2200 কোটি

NNP_{FC} = GDP_{MP} – অবচয় + নীট বৈদেশিক উপকরণ আয় – পরোক্ষ কর

= 2200 – 120 + 120 – (850 – 30) = 1400 কোটি

9. **আয় পদ্ধতি :**

জাতীয় আয় (NNP_{FC}) = 13000 + 16000 + 5000 + (–250) = 34750 কোটি

GDP_{MP} = 34750 + 2200 – (–250) + (3700 – 300) = 39600 কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 3600 + 27000 + (8100 + 1000) + (1700 – 1800) = 39600 কোটি

10. **আয় পদ্ধতি :**

NNP_{FC} = (490 + 560 + 290) + (–10) = 1330 কোটি

GDP_{MP} = 1330 + 80 + (–10) + (180 – 20) = 1580 কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

GDP_{MP} = 150 + 1120 + (180 + 80 + 60) + (–10) = 1580 কোটি

NNP_{FC} = 1580 – 80 + (–10) – (180 – 20) = 1330 কোটি

11. **আয় পদ্ধতি :**

$NNP_{FC} = (700 + 100) + (50 + 50 + 100) + (-10) = 990$

$GDP_{FC} = 990 + 20 - (-10) = 1020$ কোটি

ব্যয় পদ্ধতি :

$GDP_{MP} = 200 + 620 + (180) + 30 = 1030$ কোটি

$GDP_{FC} = 1030 - (20 - 10) = 1020$ কোটি

12. **আয় পদ্ধতি :**

$NNP_{FC} = 150 + 50 + 140 + (-10) = 330$ কোটি

উৎপাদন পদ্ধতি :

GDP_{MP} = (প্রাথমিক + মাধ্যমিক + সেভাক্ষেত্রের) মোট উৎপাদন

– (প্রাঃ + মাঃ + সেঃ) মোট অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়

= (300 + 200 + 100) – (100 + 50 + 50) = 400 কোটি

NNP_{FC} (জাতীয় আয়) = 400 – 40 + (–10) –20 = 330 কোটি

13. **আয় পদ্ধতি :**

$NNP_{FC} = 950 + 100 + 290 + (-20) = 1320$ কোটি

$GDP_{MP} = 1320 + 40 - (-20) = 1400$ কোটি

উৎপাদন পদ্ধতি :

$GDP_{MP} = (1900 + 700) - (900 + 300) = 1400$ কোটি

14. **ব্যয় পদ্ধতি :**

$GDP_{MP} = 300 + 1000 + \{150 + 30\ (-10)\} + (-20) = 1450$ কোটি

$GNP_{MP} = 1450 + 10 = 1460$ কোটি

অধ্যায়-3

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

অর্থ ছাড়া বর্তমান যুগের আধুনিক অর্থনীতির কথা ভাবা যায় না। অর্থ হল বর্তমানের সবচেয়ে বড় মৌলিক চাহিদা। এটি সর্বজনগৃহীত বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থনৈতিক প্রতিনিধিরা যদি বাজারে লেনদেন সম্পন্ন করতে চায় তাহলে অর্থের বিকল্প আর কিছু নেই।

৩.১ অর্থের বিবর্তন :- অর্থের আবির্ভাবের পূর্বে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের লেনদেন হত। এই পদ্ধতিতে লেনদেন করতে গিয়ে কিছু বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হত, যেমন— প্রয়োজনীয়তার দ্বৈত সমাপণের সমস্যা, দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারনের কোন মানদণ্ড ছিল না, ঋণ প্রদান এবং গ্রহণের সমস্যা, সঞ্চয়ের অসুবিধা ইত্যাদি।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার পর মূল্যবান ধাতু যেমন— সোনা, রূপো ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেন শুরু হল। কিন্তু এইসব ধাতুর যোগান সীমিত হওয়ার কারণে এগুলির ব্যবহার অসুবিধা হয়ে পড়ল। ধাতু মুদ্রার ব্যবহার তখন কাগজী মুদ্রাতে পরিবর্তিত হল এবং ভারতে এই কাগজী মুদ্রার নিয়ন্ত্রক হল RBI বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এরপর থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও লেনদেন শুরু হল। ক্রেতা এবং বিক্রেতার বিশ্বাসের উপর ভর করে চালু হল চেক, ড্রাফট ইত্যাদি।

বর্তমানে এ.টি.এম কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির প্রচলন নগদ লেনদেনের ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে।

৩.২ অর্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা :- অর্থ হল যে কোন দ্রব্য যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, এটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং মূল্য পরিমাপ ও সঞ্চয়ের বাহক হিসাবে কাজ করে।

- **আদিষ্ট মুদ্রা :-** সরকারি আদেশে যে মুদ্রা প্রচলিত হয় তাকে আদিষ্ট মুদ্রা বলে। সমস্ত মুদ্রা ও কারেন্সিকে আদিষ্ট মুদ্রা বলে গণ্য করা হয়।
- **বিহিত মুদ্রা :-** আইন অনুযায়ী যে মুদ্রা স্বীকৃতি লাভ করে এবং ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। একে ঐচ্ছিক মুদ্রাও বলা হয়। যেমন— চেক, ড্রাফট।
- **সংকীর্ণ অর্থে অর্থের সংজ্ঞা :-** যে কোন দ্রব্য যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থ (সংকীর্ণ অর্থে) বলে। এক্ষেত্রে, M= C+DD, যেখানে C হল জনগণের হাতে রক্ষিত মুদ্রা এবং DD হল চাহিদা আমানত।
- **বিস্তীর্ণ অর্থে অর্থের সংজ্ঞা :-** যে কোন দ্রব্য যাহা সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে তাকে অর্থ (বিস্তৃর্ণ অর্থে) বলে। এক্ষেত্রে, M= C+DD+TD, যেখানে TD = সময় আমানত।

৩.৩ অর্থের কার্যাবলি :-

অর্থের বিভিন্ন কার্যাবলিগুলো নিম্নরূপ—

ক) বিনিময়ের মাধ্যম :- অর্থ সর্বজন গৃহীত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের এটি সাহায্য করে থাকে।

খ) **পরিমাপের মাপদণ্ড :-** অর্থ যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে। ইহা সকল দ্রব্যাদিকে একটি এককে পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

গ) **সঞ্চয়ের বাহক :-** অর্থের পূর্ণ তারল্য থাকায় ইহা সঞ্চয়ের প্রধান বাহক হিসাবে কাজ করে।

ঘ) **সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যম :-** যাবতীয় সম্পতির স্থানান্তর ঘটাতে অর্থ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ঙ) **ঋণ পরিশোধের উপায় :-** ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে অর্থ কাজ করে থাকে। পণ্য বিনিময়ের যুগে এই ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল।

৩.৪ অর্থের প্রকারভেদ :-

ক) **প্রামানিক মুদ্রা :-** যে সমস্ত মুদ্রার ধাতব মুল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য মুদ্রার লিখিত মুল্যের সমান তাদের প্রামানিক মূল্য বলে।

খ) **প্রতিনিধিত্বমূলক প্রামাণিক মুদ্রা :** যেসব মুদ্রার ধাতব মূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য মুদ্রার লিখিত মূল্যের চেয়ে কম হয় তাকে বলে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রামাণিক মুদ্রা। ইহা 100% স্বর্ণ বা রৌপ্যের রিজার্ভ দ্বারা সমর্থিত।

গ) **প্রতীক মুদ্রা :** এর দৃশ্যমান মূল্য মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্যের তুলনায় বেশি হয়। এর প্রকারভেদগুলো হলো— টোকেন মুদ্রা, প্রচলিত কাগজী নোট, ব্যাংকের জমা রাশি।

৩.৫ অর্থের যোগান ও তার প্রকারভেদ :-

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমানকে অর্থের যোগান বলে।

অর্থের যোগান বোঝানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক চারটি প্রতীক ব্যবহার করে :- M_1, M_2, M_3 এবং M_4

ক) একে সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান বলে যার তারল্য হচ্ছে সর্বোচ্চ।

M_1= C+D+OD যেখানে, C = জনগণের হাতে রক্ষিত মুদ্রা

DD = বাণিজ্যিক ব্যাংকের চাহিদা আমানত

OD = বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত।

খ) ইহা M_1 এর তুলনায় প্রশস্ত।

$M_2 = M_1$ + ডাকঘর সঞ্চয়ে ব্যাংকের আমানত।

গ) এটিও M_1 এর তুলনায় প্রশস্ত।

$M_3 = M_1$ + বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্থায়ী আমানত।

ঘ) M_4 কে সর্বনিম্ন তারল্য অর্থ বলা হয়। এটি একটি বিস্তৃত ধারনা।

M_4 = M3 + ডাকঘরের মোট আমানত।

৩.৬ অর্থের উপাদান সমূহ :-

(ক) জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ :- সমস্ত ধরনের কাগজী মুদ্রা এবং সকল ধাতব মুদ্রার যে পরিমান জনগণের হাতে গচ্ছিত থাকে তাকেই জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থ বলে। এক্ষেত্রে উপাদান মূল্য মূদ্রিত মূলের চেয়ে কম হয়।

(খ) চাহিদা আমানত :- গ্রাহকের চাহিদামাত্র আমানতের সম্পূর্ণ বা আংশিক উত্তোলন সম্ভব এবং উক্ত ব্যাংক এই অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে, তাকে চাহিদা আমানত বলে। চেক বা ড্রাফ্টের মাধ্যমে এই লেনদেন হয়ে থাকে।

৩.৭ অর্থ যোগানের নির্ধারক সমূহ :-

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক :- অর্থ যোগানের প্রধান কারিগর হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সমস্ত ধরনের নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার হল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। অর্থের যোগানের হ্রাস বৃদ্ধির চাবিকাঠিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে।

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক :- সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো অর্থের যোগানে তারতম্য এনে থাকে।

(গ) সরকার :- সরকারের কার্যকলাপ অর্থের যোগানের উপর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ধরনের করের হার বৃদ্ধি করে বা নতুন কোন কর আরোপ করে সরকার নিজের আয় বৃদ্ধি করে। ফলে অর্থব্যবস্থায় অর্থের যোগান হ্রাস পায়। যদিও এই আয় দিয়ে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

(ঘ) বাণিজ্যের পরিমান :- অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যত বৃদ্ধি পাবে দেশের ক্রয় বিক্রয়ের পরিমানও তত বৃদ্ধি পাবে। ফলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

৩.৮ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং তার কার্যাবলি :-

যে সংস্থা চাহিদামাত্র আমানত ফেরত দেবার শর্তে এবং ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলে। যেমন— SBI, PNB, TGB ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কার্যাবলি :-

(ক) আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ— বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মৌলিক কাজ হল সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষ থেকে আমানত (সঞ্চয়) সংগ্রহ করা। জনগণকে আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন ধরনের আমানত সৃষ্টি করে অর্থ সংগ্রহ করে, যেমন— চলতি অমানত, সঞ্চয়ী আমানত, মেয়াদি আমানত ইত্যাদি।

(খ) ঋণের যোগানদাতা— দ্বিতীয় মৌলিক কাজটি হল ঋনদান। জনগণের অর্থের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্নভাবে ঋণ দেওয়া হয়, যেমন— নগদ ঋণ, চাহিদা ঋণ, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। ঋণের সময়ের উপর নির্ভর করে সুদের হার নির্ধারিত করা হয়।

(গ) ঋণ সৃষ্টি— আমানত গ্রহণ এবং ঋণ দানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে থাকে। "প্রতিটি ঋণই আমানত সৃষ্টি করে"— এই ভাবনায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংস্থাগত কার্যকলাপ :

ক) চেক, ড্রাফ্ট, বৈদ্যুতিক প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ একস্থান থেকে অন্যস্থান প্রেরন করতে সাহায্য করে।

খ) গ্রাহকদের সুবিধার্থে শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করে ও এবং ডিভিডেন্ট সংগ্রহ করে।

গ) সরকারের বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করে।

ঘ) মক্কেলের প্রতিনিধিরূপে বিমার প্রিমিয়াম, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি দেওয়া, সার্টিফিকেট বিক্রয় ইত্যাদি করে থাকে।

ঙ) আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা করে এই বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিবিধ কার্যাবলি :-

ক) বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়।

খ) ভ্রমণকারী চেক, উপহার চেক চালু রাখা।

গ) মূল্যবান সামগ্রীর সুরক্ষায় লকারের ব্যবস্থা করা।

ঘ) দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ করে দেওয়া।

ঙ) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা করে গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান, ইত্যাদি।

৩.৯ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও এর কার্যাবলী :-

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বধায়ক হিসাবে এর ভূমিকা অপরিসীম। 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' হল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এর প্রধান কার্যাবলীগুলি নিম্নরূপ।

ক) **অর্থ প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার—** এক টাকার ধাতব মুদ্রা ছাড়া যাবতীয় কাগজী মুদ্রা প্রচলনকারী একমাত্র সংস্থা হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এর ফলে দেশের অর্থ সঞ্চালনের সুবিধা হয়, অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রনে থাকে এবং জনগনের বিশ্বাস বজায় থাকে। অর্থের অভাব দেখা দিলে সরকার বিভিন্ন সিকিউরিটি বিল বিক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নিয়ে থাকে, যাকে বলে ঘাটতি ব্যয়।

খ) **সরকারের ব্যাঙ্ক :-** কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে। প্রয়োজনে ঋন দিয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

গ) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার :-** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে, যাকে CRR বলে। ব্যবসা — বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয় আবার কোন কোন সময় ঋণদান ক্ষমতা সংকুচিত করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সর্বশেষ আশ্রয়দাতা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রক। এটি সকল আর্থিক গতিবিধির নিয়ন্ত্রক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদান, লাইসেন্স প্রদান, তারল্যের পরিমান সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ঘ) **অর্থের যোগান ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ —**

অর্থের যোগান ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রধানত দুই ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে —

- পরিমানগত হাতিয়ার :- ব্যাঙ্ক রেট, খেলাবাজারী কার্যকলাপ, নগদ সংরক্ষিত অনুপাত, বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত, পুনঃ ক্রয় চুক্তি (Repo rate), বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি (Reverse Repo Rate)
- গুণগত হাতিয়ার :- প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (Margin Requirment), ঋণের নির্দিষ্টকরণ (Rationing of credit) এবং নৈতিক যুক্তি প্রদান (Moral suasion)

ঙ) **স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষক —** বৈদেশিক মুদ্রা,স্বর্ণ প্রভৃতি মূলবান ধাতুর তহবলি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় হার স্থির রাখাও এই ব্যাঙ্কের কাজ। এইভাবে অর্থের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখে।

পাঠ সহায়িকা

১) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ধরনের ঋণ**

ক) **নগদ ঋণ :** পণ্য অথবা অস্থাবর সম্পতি জামানত রেখে ব্যাঙ্ক চলতি হিসাবের (current account) মাধ্যমে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

খ) **স্বল্প মেয়াদী ঋণ :** খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের যে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ বলে। এক্ষেত্রে সময়সীমা সর্বোচ্চ ১ বছরের হতে পারে।

গ) **জমাতিরিক্ত ঋণ (Overdraft) :** ব্যাঙ্ক কোন মক্কলকে চলতি হিসাবে তার জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দিলে তাকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।

গ) **চাহিদা ঋণ (Demand Credit) :** ব্যাঙ্ক যে কোন সময় ঋণ দেওয়া টাকা যদি ফেরত চায় এবং সম্পূর্ণ ঋণের উপর সুদ চাপায়, তখন তাকে চাহিদা ঋণ বলে।

গ) **বাণিজ্যিক হুন্ডির বাট্টা (Discounting bill of exchange) :** মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার আগেই টাকার প্রয়োজণে হুন্ডির মালিক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে হুন্ডি ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা পেতে পারেন। এই পদ্ধতিকে হুন্ডির বাট্টাকরন বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির পদ্ধতি :-

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে সক্ষম থাকে, কেননা সে অনুমান করে নেয় যে, তার সমস্ত আমানতকারী তাদের সমস্ত আমানত একসাথে তুলে নিতে আসবে না। যখন ব্যাঙ্ক কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয় তখন সেই ব্যক্তির নামে নতুন আমানত খুলে নেয়। কাজেই পুরনো সেই আমানত ও নতুন আমানত মিলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা করা হল — ধরা যাক একজন ব্যক্তি ১০০০ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখলেন, তাকে বলা হয় প্রাথমিক আমানত (PD)।

আবার ধরা যাক, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাঙ্ক ধরে নিয়েছে যে জনগণের নগদ চাহিদা মেটানোর জন্য মোট আমানতের 20% অর্থ প্রয়োজণ। আইন অনুযায়ী এই 20% নগদ সংরক্ষিত অনুপাত হিসাবে আলাদা জমা রাখতে হবে। একে CRR বলা হয়।

এখন মোট ঋণ সৃষ্টির পদ্ধতিটি নিম্নরূপ —

প্রাথমিক আমানত (PD) ১০০০ টাকা পাওয়ার পর 20% অর্থ অর্থাৎ ২০০ টাকা নগদ সংরক্ষিত অনুপাত হিসাবে (CRR) হাতে রেখে বাকি ৮০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করবে। ঋণ গ্রহীতা এই ৮০০ টাকা সবটাই নিজ ব্যাঙ্কে জমা দেয়। এই ৮০০ টাকার 20% অর্থাৎ ১৬০ টাকা ব্যাঙ্ক CRR হিসবে নিজের কাছে রেখে দেবে এবং বাকি ৬৪০ টাকা আরেক ব্যক্তিকে ঋণ হিসাবে দিয়ে দেবে। এই পদ্ধতি চলতে থাকবে যতক্ষন মোট আমানত ৫০০০ টাকা পর্যন্ত না হবে। কারন —

$$\text{মোট ঋণ সৃষ্টি} = \text{প্রাথমিক আমানত} \times \frac{1}{\text{CRR}} = 1000 \times \frac{1}{20\%} = 1000 \times \frac{100}{20} = ₹\ 5000$$

লেনদেন চক্র	আমানত	নগদ সংরক্ষণ	ঋণ
1	1000	200	800
2	800	160	640
3	640	128	512
⋮	⋮	⋮	⋮
মোট	₹ 5000	₹ 1000	₹ 4000

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাণিজ্যিক ব্যাংক
1) এটি অর্থব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা।	1) এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে কাজ করে।
2) সাধারণত একটি দেশে একটিই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে।	2) দেশে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে।
3) এটি সাধারণ জনগণের সহিত লেনদেন করে না।	3) এগুলি জনগণের সঙ্গে লেনদেন করে।
4) মুদ্রা প্রচলনের একছত্র অধিকারি।	4) মুদ্রা প্রচলনের অধিকার নেই।
5) মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নেই।	5) মুনাফা অর্জন একটি প্রধান লক্ষ্য।
6) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।	6) ঋণ সৃষ্টি করে।
7) সরকারের পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে।	7) এই ধরনের কোন ক্ষমতা নেই।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ধরনের আমানত গ্রহণ :

ক) **চলতি জমা আমানত :** যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারীকে চাওয়ামাত্র তার টাকা পরিশোধ করা হয় তাকে চলতি জমা আমানত (current account) বলে।

খ) **সঞ্চয়ী আমানত :** সাধারণত নির্দিষ্ট ও স্থির আয়ের লোকজন সঞ্চয়ের উদ্দেশে ব্যাঙ্কে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী আমানত (saving account) বলে। এক্ষেত্রে স্বল্পহারে সুদ প্রদান করা হয়। সপ্তাহে দুবারের বেশি এই টাকা তোলা যায় না।

গ) **স্থায়ী আমানত** (fixed deposit) **:** আমানকারীরা ব্যাঙ্কের যে হিসাব একসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা করে এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ের আগে না তোলার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে স্থায়ী আমানত বলে।

ঘ) **পৌনঃপুনিক আমানত :** যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমানত করা হয় তাকে পৌনঃপুনিক আমানত বলে (Recurring deposite).

প্রশ্নমালা

সত্য/মিথ্যা লিখ :

ক) দ্রব্য বিনিময় প্রথায়, ঋণ পরিশোধ করা হয় দ্রব্যের মাধ্যমে।

খ) ঋণ ভিত্তিক অর্থের ক্ষেত্রে, অর্থের মূল্য দ্রব্যমূল্যের চেয়ে কম হয়।

গ) অর্থের জোগানের মধ্যে সরকার দ্বারা সংগৃহীত অর্থও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক চাহিদা আমানতের মাধ্যমে অর্থের জোগান দিয়ে থাকে।

ঙ) অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে শুধু নিট চাহিদা আমানতকে ধরা হয়।

চ) ভারতবর্ষে নগদ সংরক্ষিত অনুপাত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ছ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত অর্থের চেয়ে অনেকগুণ টাকা ঋণ দিয়ে থাকে।

জ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতির বিকাশ ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

ঝ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হল আমানত সৃষ্টি।

ঞ) মুদ্রা প্রচলন করা হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি আইন স্বীকৃত কাজ।

সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১) যে অর্থ সরকারের নির্দেশে প্রচলন করা হয় তাকে বলে—

ক) প্রামাণিক মুদ্রা, খ) প্রতীক মুদ্রা, গ) আদিষ্ট মুদ্রা, ঘ) আইনগ্রাহ্য মুদ্রা।

২) নীচের কোনটি অর্থের জোগানের M_1 এর একটি উপাদান—

ক) স্থায়ী আমানত, খ) চাহিদা আমানত, গ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ, ঘ) কোনটিই নয়।

৩) ব্যাঙ্ক মুদ্রা হল সেই অর্থ যা—

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা মুদ্রিত হয়, খ) সরকার কর্তৃক মুদ্রিত হয়, গ) ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়,
ঘ) কোনটিই নয়।

৪) ভারতে অর্থের যোগানদাতা হল—

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, গ) সরকার, ঘ) সবগুলি।

৫) ভারতে ধাতব মুদ্রা প্রচলন করে—

ক) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, খ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, গ) অর্থমন্ত্রক, ঘ) নগর উন্নয়ন মন্ত্রক।

৬) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ হল—

ক) সামাজিক কল্যাণ, খ) মুনাফা অর্জন, গ) জনগণকে সেবা প্রদান, ঘ) কোনটি নয়।

৭) দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক সংস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হল—

ক) সমস্ত দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, খ) মুদ্রা প্রচলন, গ) সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা,
ঘ) উপরের সবগুলি।

৮) নীচের কোনটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়—

ক) নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (CRR), খ) বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত (SLR), গ) ব্যাঙ্ক রেট,
ঘ) নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ (managed floating)।

৯) অর্থগুণক (K) = ...?

ক) $\frac{1}{\text{CRR}}$, খ) $\frac{1}{\text{SLR}}$, গ) $\frac{1}{\text{Bank rate}}$, ঘ) কোনটিই নয়।

১০) বিপরীত পুনঃ ক্রয় চুক্তি—

ক) সুদের আয় সৃষ্টি করে, খ) বদ্ধ মুদ্রস্ফিতি বৃদ্ধি করে, গ) এর কোন নির্দিষ্ট হার থাকেনা,
ঘ) (ক) এবং (খ)।

শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) সর্বজন গৃহীত বিনিময় মাধ্যমকে বলা হয় ———।

খ) 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এই প্রক্রিয়াকে বলে———।

গ) অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট হল———।

ঘ) ——— মান কাগজী মুদ্রার ওপর লেখা থাকে।

ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো ——— মাধ্যমে অর্থের জোগান দিয়ে থাকে।

চ) চাহিদা আমানত = প্রাথমিক আমানত + ———।

ছ) খোলা বাজারে বণ্ড বিক্রির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনীতি থেকে নগদ অর্থ ———করে নেয়।

জ) অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঋণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল একটি ——— পদ্ধতি।

ঝ) ——— হল সমস্ত ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যাঙ্ক।

ঞ) ——— ব্যাঙ্ক মুদ্রা প্রচলনের অধিকারী নয়।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক) অর্থ কাকে বলে?

খ) বার্টার বা বিনিময় নিয়ম কি?

গ) আদিষ্ট মুদ্রা কাকে বলে?

ঘ) আইনগ্রাহ্য মুদ্রা কি?

ঙ) প্রামাণিক মুদ্রা কি?

চ) প্রতীক মুদ্রা বলতে কি বুঝ?

ছ) অর্থের যোগান কাকে বলে?

জ) ব্যাংক অর্থ কাকে বলে?

ঝ) ব্যাংক কাকে বলে?

ঞ) অর্থগুণক কাকে বলে?

ট) প্রাথমিক আমানত কি?

ঠ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাকে বলে?

ড) নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (CRR) কি?

ঢ) বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত (SLR) কি?

ণ) ব্যাংক হার কাকে বলে?

ত) পুনঃ ক্রয়ের হার (Repo rate) কাকে বলে?

থ) বিপরীত পুনঃক্রয় হার (Reverse Repo rate) কি?

দ) প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (margin requirement)/ মার্জিন অর্থ (Margin money) কাকে বলে?

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : 3/4 Marks

ক) বার্টার বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

খ) প্রয়োজনীয়তার দ্বৈত সমাপন কাকে বলে?

গ) অর্থের প্রধান প্রকারভেদগুলি কি কি?

ঘ) M_1 অর্থ যোগানের ব্যাখ্যা দাও।

ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অর্থসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আলোচনা কর।

চ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজগুলি উল্লখ কর।

ছ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

জ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির হাতিয়ার সমুহগুলি কি কি?

ঝ) "খোলা বাজারী কার্যকলাপ"— টিকা লিখ।

ঞ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংস্থাগত কাজগুলি আলোচনা কর।

ট) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কাজগুলি উল্লেখ কর।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা :

(ক) সত্য, (খ) মিথ্যা, (গ) মিথ্যা, (ঘ) সত্য, (ঙ) সত্য, (চ) মিথ্যা, (ছ) সত্য, (জ) সত্য, (ঝ) মিথ্যা, (ঞ) সত্য।

সঠিক উত্তর বাছাই :

১. (গ), ২. (খ), ৩. (গ), ৪. (ঘ), ৫. (গ), ৬. (খ), ৭. (ঘ), ৮. (ঘ), ৯. (ক), ১০. (ঘ)।

শূন্যস্থান পূরণ :

ক) অর্থ, খ) বার্টার বিনিময় নিয়ম, গ) তারল্যতা,
ঘ) অর্থের, ঙ) ঋণ ও চাহিদা আমানতের, চ) মাধ্যমিক আমানত,
ছ) শোষণ, জ) গুণগত, ঝ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক,
ঞ) বাণিজ্যিক।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

ক) অর্থ হল সর্বজনস্বীকৃত বিনিময়ের মাধ্যম।

খ) দ্রব্যের বদলে দ্রব্যের বিনিময় ব্যবস্থাকে বার্টার বা বিনিময় নিয়ম বলে।

গ) সরকারি নির্দেশে বিহীত অর্থকে আদিষ্ট মুদ্রা বলে।

ঘ) বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে গ্রহণযোগ্য মুদ্রাকে আইনগ্রাহ্য মুদ্রা বলে।

ঙ) যে মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য ও অন্তর্নিহীত মূল্য সমান তাকে প্রামানিক মুদ্রা বলে।

চ) যার দৃশ্যমান মূল্য তার আন্তর্নিহীত বা ধাতব মূল্যের চেয়ে বেশি তাকে প্রতীক মুদ্রা বলা হয়।

ছ) একটি অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত সকল প্রকার মুদ্রার সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে।

জ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক জনগণের চাহিদা আমানতের উপর ভিত্তি করে যে অর্থের সৃষ্টি হয় তাকে ব্যাঙ্ক অর্থ বলে।

ঝ) যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণ সহজে অর্থ জমা রাখতে পারে, প্রয়োজন অনুসারে তুলতে পারে এবং ঋণ নিতে পারে তাকে ব্যাঙ্ক বলে।

ঞ) নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের (CRR) অনন্যককে অর্থগুণকে বলে $\left(\frac{1}{\text{CRR}}\right)$।

ট) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে জনগণ কর্তৃক জমাকৃত নগদ অর্থকে প্রাথমিক আমানত বলা হয়।

ঠ) যে ব্যাঙ্ক একটি দেশের অর্থ সরবরাহ এবং আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে।

ড) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট নগদ অর্থ মজুতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়, তাকে নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (Cash Reserve ratio) বলে।

ঢ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের মজুত অর্থের একটি সর্বনিম্ন শতাংশ পরিমাণ অর্থ সবসময় নিজেদের কাছে জমা রাখতে হয়, তাকে বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত (Statutory Liquidity ratio) বলে।

ণ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে ব্যাঙ্ক হার বলে।

ত) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ঋণপত্র ক্রয় করে তখন সেই চুক্তিপত্রে তার পরবর্তী বিক্রয়মূল্য এবং সময় উল্লেখ থাকে। যে সুদের হারে এই পদ্ধতিতে ঋণ দেওয়া হয় তাকে পুন:ক্রয় হার বলে।

থ) যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের অতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বিপরীত পুন:ক্রয় হার বলে।

দ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য যে নিরাপত্তা আমানত ব্যাঙ্ককে প্রদান করা হয় তার বাজার মূল্য এবং ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ ঋণ দিয়ে থাকে, এই দুইয়ের পার্থক্যকে বলে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা।

অধ্যায়-4

আয় ও নিয়োগ নির্ধারণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তা শিখেছি। এখন আমরা জানবো ঐ পরিমিত জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় আছে কি না। জে. এম. কেইনসের মতে, সামগ্রিক চাহিদা এবং পূর্ণ নিয়োগের মধ্যে সমতা স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তিনি বলেছেন যে, পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতি কদাচিৎ সম্ভব। যদি সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা কম হয় তবে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় বাধা আসে। তাঁর মতে, ইহা হল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের পরিস্থিতি বা ঘটনা। কেইনসীয় বেকারত্ব অন্যান্য সব বেকারত্বের তুলনায় আলাদা। এখন আমরা কেইনসীয় উৎপাদন ও নিয়োগ গঠনকারী (নির্ধারণকারী) সামগ্রিক চাহিদা (AD) এবং সামগ্রিক যোগান (AS) নিয়ে আলোচনা করব।

4.1 সামগ্রিক চাহিদা (AD) এবং তার উপাদান :

সামগ্রিক চাহিদা হল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর জন্য অর্থনীতিতে মোট চাহিদা। সামগ্রিক চাহিদাকে i) দামস্তর এবং ii) আয়— এই দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অধ্যয়ন করা যায়। আমাদের এই অধ্যায়ে সামগ্রিক চাহিদা ও আয়ের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এবং দামস্তরকে স্থির ধরা হয়েছে। তাই সামগ্রিক চাহিদাকে এইভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে—

দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য পরিকল্পিত ব্যয়ের সমষ্টি হল সামগ্রিক চাহিদা (ex-ante ব্যয়)।

সামগ্রিক চাহিদা ও আয়ের মধ্যে সরল (সরাসরি) সম্পর্ক তবে দামস্তরের সঙ্গে ব্যস্ত (বিপরীত) সম্পর্ক।

প্রধানত, সামগ্রিক চাহিদার চারটি উপাদান। যথা—

a) ভোগ ব্যয় (C)

b) বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I)

c) সরকারি ব্যয় (G)

d) নিট রপ্তানি (X-M)

সুতরাং, $AD = C + I + G + (X - M)$

কেইনস ধরেছেন, $AD = C + I$

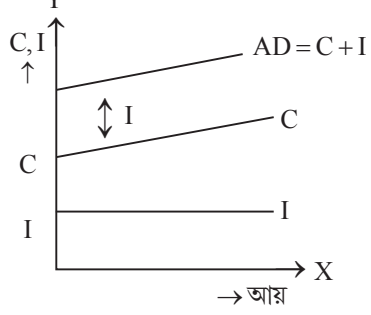

চিত্র : সামগ্রিক চাহিদা

ভোগ অপেক্ষক (Consumption function) :

সামগ্রিক চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভোগ বা ভোগ ব্যয়। একটি ভোগ অপেক্ষক ভোগ (C) এবং আয়ের (Y) মধ্যে কার্যকরি সম্পর্ক ব্যক্ত করে। $C = f(Y)$।

কেইনস বলেছেন যে, আয় বাড়লে ভোগ ব্যয়ও বাড়ে কিন্তু কম হারে বাড়ে, ইহা ভোগ প্রবণতার উপর নির্ভর করে এবং আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করা হয়।

ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ হল—

$C = \bar{C} + bY$

যেখানে, C হল— ভোগব্যয়, $\bar{C}$ = স্বয়ংভূত ভোগ, ($\bar{C} > 0$, যা আয়ের উপর নির্ভর করে না), b = MPC (প্রান্তিক প্রবণতা), $(0 < b < 1)$, Y = আয়-এর পরিমাণ। bY হল প্ররোচিত ভোগ যা আয় নির্ভর।

ভোগ প্রবণতা : ইহা আয় ও ভোগ-এর সম্পর্ক প্রকাশ করে। এর দুইটি বিষয় হল—

a) **গড় ভোগ প্রবণতা** (APC)— ইহা হল আয় (Y) ও ভোগের (C) অনুপাত।

$$APC = \frac{C}{Y},\ APC > 0$$

b) **প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা** (MPC)— ইহা হল পরিবর্তিত আয়(ΔY) -এর সঙ্গে পরিবর্তিত ভোগের (ΔC)অনুপাত।

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y},\ 0 > MPC > 1$$

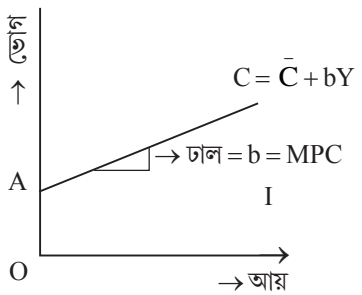

চিত্র : পরিবারের ভোগ ব্যয় রেখা বা ভোগ অপেক্ষক

4.1.2 সঞ্চয় অপেক্ষক : সঞ্চয় হল আয়ের ঐ অংশ যা ভোগ করা হয় না। একটি সঞ্চয় অপেক্ষক হল সঞ্চয় (S) এবং আয়ের (Y)র মধ্যে কার্যকারি সম্পর্ক। S = f (Y)।

সঞ্চয় অপেক্ষকের বীজগাণিতিক রূপ হল—

$S = -\bar{S} + sY$

যেখানে, S = সঞ্চয়, $\bar{S}$ = আয় শূন্য হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ অর্থাৎ, ঋণাত্মক সঞ্চয়, s = MPS, $(0 < s < 1)$, Y = আয়, এখানে, $-\bar{S} = \bar{C}$ এর অর্থ হল যখন আয় শূন্য বা ভোগ ব্যয় অপেক্ষা কম তখন স্বয়ংভূত ভোগ-এর জন্য ব্যয় ঋণাত্মক সঞ্চয়ের (Dissaving) মাধ্যমে করা হয়।

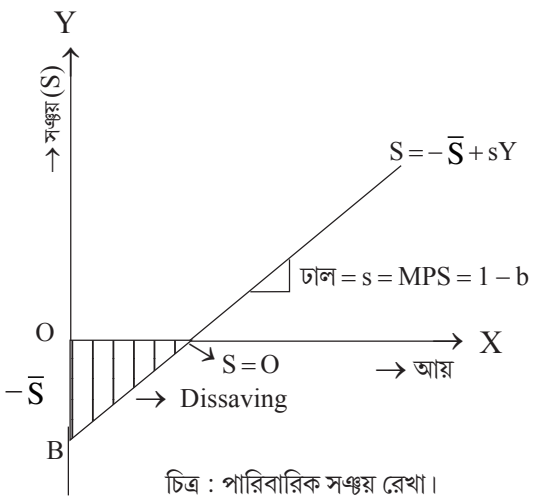

চিত্র : পারিবারিক সঞ্চয় রেখা।

সঞ্চয় প্রবণতা : ইহা সঞ্চয় ও আয়-এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। ইহার দুইটি বিষয় হল—

গড় সঞ্চয় প্রবণতা (APS)— $APS = \frac{S}{Y}$

APS-এর মান ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয়টি হতে পারে।

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS)— $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$, $O < MPS < 1$

APC ও APS-এর সম্পর্ক :

যেহেতু, $Y = C + S$

বা, $\frac{Y}{Y} = \frac{C}{Y} + \frac{S}{Y}$

বা, $APC + APS = 1$

MPC ও MPS-এর মধ্যে সম্পর্ক :

যেহেতু, $Y = C + S$

বা, $\Delta Y = \Delta C + \Delta S$

বা, $\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y}$

বা, $MPC + MPS = 1$

অর্থাৎ, $MPC = 1 - MPS$

$MPS = 1 - MPC$

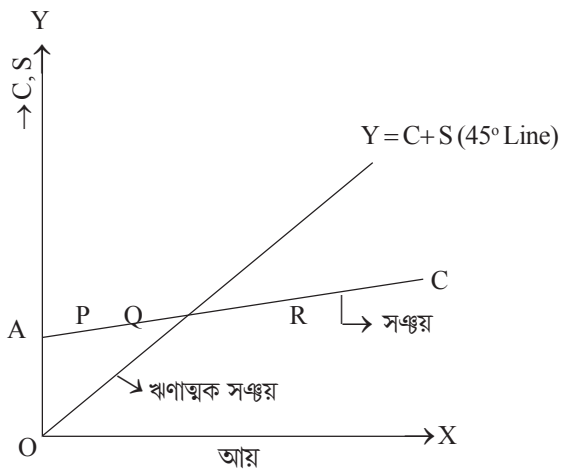

নোট : MPC হল ভোগ ব্যয় রেখার ঢাল এবং MPS হল সঞ্চয় রেখার ঢাল। রেখা বরাবর তাদের মান ধ্রুবক।

Q বিন্দুতে, APC = 1, APS = 0 যেখানে, C = Y এবং S = 0. এই বিন্দুকে Break even বিন্দু বলে।

R বিন্দুতে, $0 < APC < 1$ এবং $O < APS < 1$ যেখানে $Y > C$ এবং S = ধনাত্মক।

P বিন্দুতে, $APC > 1$ এবং $APS < 0$, যেখানে $C > Y$ এবং S = ঋণাত্মক।

4.1.3 বিনিয়োগ : অর্থব্যবস্থার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বিদ্যমান মজুত ভাণ্ডারে সংযোজনকে বলা হয় বিনিয়োগ বা বিনিয়োগ ব্যয়। বিনিয়োগ অপেক্ষক হল বিনিয়োগ ও সুদের হারের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক। ভারসাম্য অবস্থায় অর্থব্যবস্থা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়। বিনিয়োগ এর ভাগগুলো হল—

স্বয়ংভূত বিনিয়োগ : যে বিনিয়োগ প্রত্যাশিত মুনাফা বা আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, তাকে বলা হয় স্বয়ংভূত বিনিয়োগ।

প্ররোচিত বিনিয়োগ : যে বিনিয়োগ মুনাফার উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে বলা হয় প্ররোচিত বিনিয়োগ। ইহা আয়ের পরিমাণের সাথে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

কেইনেসিয়ান কাঠামোতে স্বল্পকালে বিনিয়োগ স্থির বলে ধরা হয়। তাই পরিকল্পিত বিনিয়োগ (ex-ante investment) চাহিদা বা ব্যয় (I) = $\bar{I}$, যেখানে $\bar{I}$ হল স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, যা ধনাত্মক ও ধ্রুবক।

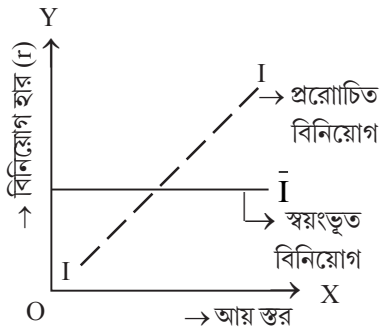

চিত্র : স্বয়ংভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগ রেখা।

4.2 সামগ্রিক যোগান Aggregate supply (AS) :

কোনো এক বছরে চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবার কাঙ্ক্ষিত স্তর যা উৎপাদকেরা উৎপাদন করার পরিকল্পনা করে তার আর্থিক মূল্যকে বলে সামগ্রিক যোগান। বন্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহা হল সেই বছরের GDP (Y)-এর স্তর। তাই, সামগ্রিক যোগান (AS) = GDP বা জাতীয় আয় (Y)।

স্বল্পকালে, দামস্তর স্থির ধরলে উৎপাদনের স্তর সরাসরি বা একান্তভাবে কর্মসংস্থান বা নিয়োগ স্তর দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেহেতু, সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার বা নিয়োগ করা হয় না (অপূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য), তাই GDP-এর প্রতিটি স্তরে, AS= GDP (Y)। সামগ্রিক যোগানরেখা হল 45^{o} রেখা যেখানে AS, X-অক্ষ ও Y-অক্ষ থেকে সমদূরবর্তী। যার অর্থ হল মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। যেহেতু, আয় ভোগ ব্যায় (C) ও সঞ্চয়ের (S) সমষ্টি, সুতরাং, AS(Y) = C + S।

নোট : স্বল্পকালে প্রযুক্তিকে স্থির ধরা হয়।

3. ভারসাম্য আয়, উৎপাদনে এবং নিয়োগ স্তর নির্ধারণ :

কেইনসিয়ান অর্থনীতি প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে, স্বল্পকালে ভারসাম্য অবস্থায় আয় বা উৎপাদনের স্তর বলতে নিয়োগ স্তরকেই বোঝায়। এই তিনটি চলকই পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। সামগ্রিক চাহিদার স্তর দ্বারা এগুলো নির্ধরিত হয় এবং তাদের মধ্যে সরল বা সমানুপাতিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্ধমান।

ভারসাম্য আয় স্তর নির্ধারণের দুইটি পদ্ধতি আছে।

4.3.1 AD = AS পদ্ধতি : কেইনসের মতে, সরকারবিহীন একটি বন্ধ অর্থনীতিতে, যখন AD = AS হয়, তখন অর্থ ব্যবস্থা ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছে, যেখানে পরিকল্পিত উৎপাদন এবং পরিকল্পিত ব্যয় (উৎপাদনের জন্য) সমান হয়।

যেহেতু, AD = AS .....

সুতরাং, $\bar{C} + \bar{I} + bY = Y$

$$Y = \frac{\bar{C} + \bar{I}}{1 - b}$$

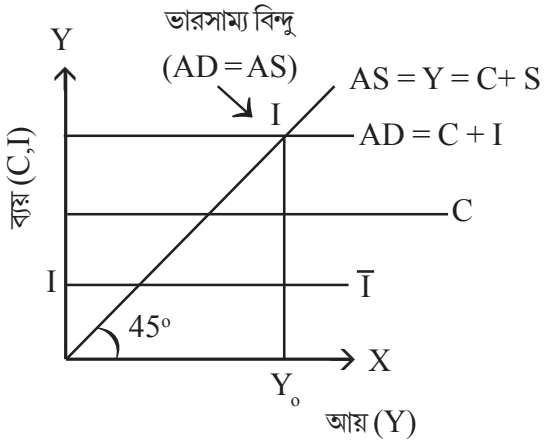

চিত্র : ভারসাম্য আয়/আয় (Y) উৎপাদন/নিয়োগ।

ভারসাম্য অবস্থায় স্থানান্তর : অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশনের প্রভাব

অনুপ্রবেশ (যেমন— বিনিয়োগ/সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি) এবং নিষ্কাশন (যেমন— বিনিয়োগ/সরকারি ব্যয় হ্রাস) সামগ্রিক চাহিদার স্তরে পরিবর্তন আনে এবং এর ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা যথাক্রমে উপরের দিকে এবং নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়। সামগ্রিক চাহিদা রেখায় এই স্থানান্তরের ফলস্বরূপ আয় বা উৎপাদনের স্তরে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণক প্রভাব দেখা দেয়।

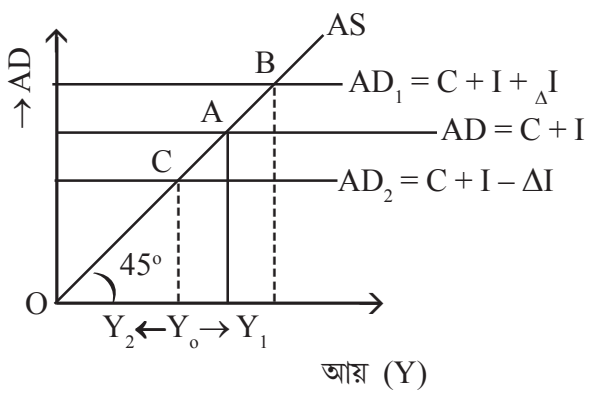

চিত্র : অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশনের প্রভাব এবং ভারসাম্য অবস্থায় পরিবর্তন।

সমন্বয় কৌশল (Adjustment Mechanism), যখন AD ও AS সমান নয় :
ভারসাম্যাবস্থায় পুন:স্থাপন (Restore of Equilibrium) :

AS > AD	AD > AS
এটা বোঝাচ্ছে যে অতিরিক্ত যোগান রয়েছে ↓ অবিক্রিত মজুতের উপস্থিতি ↓ উৎপাদন হ্রাস ↓ উৎপাদনের উপকরণের ব্যবহার হ্রাস ↓ আয়ের হ্রাস (AD-এর সমান হতে AS কমবে)	এটা বোঝাচ্ছে যে অতিরিক্ত চাহিদা রয়েছে ↓ বিদ্যমান মজুতের সম্পূর্ণ বিক্রি ↓ উৎপাদন বৃদ্ধি ↓ অধিক উপকরণের ব্যবহার ↓ আয়ের বৃদ্ধি (AD-এর সমান হতে AS কমবে)

4.3.2 সঞ্চয়-বিনিয়োগ পদ্ধতি :

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের বিকল্প পদ্ধতিটি হল সঞ্চয়-বিনিয়োগ পদ্ধতি। যে বিন্দুতে পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং পরিকল্পিত সঞ্চয় সমান ঐ বিন্দুতেই ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যখন আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন সমান তখনই অর্থব্যবস্থা ভারসাম্য আয়স্তরে পৌঁছে।

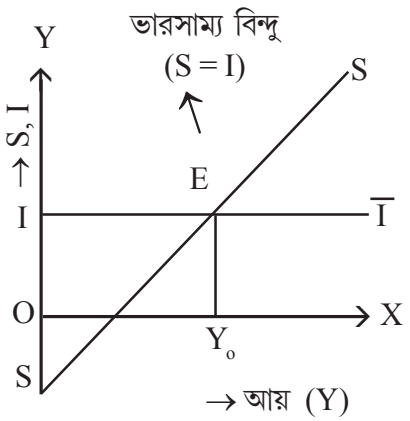

চিত্র : Y_o ভারসাম্য আয় বা উৎপাদন

দুটি অবস্থা যখন $S \neq I$:

S > I	I > S
এটা বোঝাচ্ছে অতিরিক্ত সঞ্চয়	এটা বোঝাচ্ছে অতিরিক্ত বিনিয়োগ
↓	↓
বাস্তব অপরিকল্পিত বিনিয়োগ বেশি	বাস্তব অপরিকল্পিত বিনিয়োগ কম
↓	↓
বিনিয়োগ হ্রাস পাবে	বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে
↓	↓
উপকরণের ব্যবহার হ্রাস ও কর্মী ছাঁটাই	উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কর্মী নিয়োগ
↓	↓
উৎপাদন হ্রাস	উৎপাদন বৃদ্ধি
↓	↓
আয় হ্রাস	আয় বৃদ্ধি

Note :

a. বাস্তব অপরিকল্পিত বিনিয়োগ বেশি অর্থাৎ অবিক্রিত মজুত বৃদ্ধি যেহেতু পরিকল্পিত সঞ্চয় বেশি ও ভোগ ব্যয় কম। (যখন $S > I$)

b. বাস্তব অপরিকল্পিত বিনিয়োগ হ্রাস অর্থাৎ মজুতের সম্পূর্ণ বিক্রি যেহেতু পরিকল্পিত সঞ্চয় কম ও ভোগ ব্যয় বেশি। (যখন $I > S$)

4.4 গুণক (Multiplier) : কেইনসের বিনিয়োগ গুণক বা আয় গুণক বলতে বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে আয়ের যে গুণিতক হারে পরিবর্তন হয় তার মানকে বোঝায়। অর্থাৎ ,

$$\text{গুণক (K)} = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$$

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় কতগুণ বৃদ্ধি পাবে তা নির্ভর করে বিনিয়োগ গুণকের সঙ্গে ভোগ ব্যয়ের সম্পর্কের উপর বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার (MPC) মানের উপর। MPC ও গুণকের মধ্যে সরল সম্পর্ক বর্তমান।

$$K = \frac{1}{1-MPC} \quad \text{যেহেতু} \quad \frac{\Delta C}{\Delta Y} = MPC$$

এবং MPS ও গুণকের সম্পর্ক ঋণাত্মক।

$$K = \frac{1}{MPC} \quad \text{যেহেতু } MPC + MPS = 1$$

যেহেতু, $0 < MPC < 1$, তাই গুণকের মান 1 থেকে বড় হবে। অর্থাৎ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে আয় এর চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে।

গুণকের কার্যপ্রণালী (Working of Multiplier) : প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয়ের কারণে আয়ের প্রাথমিক বৃদ্ধি এবং ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি করে যা আবার কারও আয়ে পরিণত হয়। তাই বর্ধিত আয়ের ফলে যে বর্ধিত ভোগ ব্যয় হয়, তা পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন আয়ের সৃষ্টি করে অর্থাৎ MPC বৃদ্ধির ফলে গুণকের মানের বৃদ্ধি ঘটে।

বিনিয়োগ গুণক ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয়ভাবেই কাজ করে। অনুপ্রবেশ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি জাতীয় আয়কে গাণিতিক হারে বৃদ্ধি করে এবং নিষ্কাশন বা বিনিয়োগ হ্রাস পেলে জাতীয় আয় গাণিতিক হারে হ্রাস পায়। যাকে যথাক্রমে গুণকের সম্মুখমুখী ক্রিয়া (Forward action) এবং পশ্চাদমুখী ক্রিয়া (Backward action) বলে।

4.5 পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য (Full Employment Equilibrium) এবং অপূর্ণ বা স্বল্প নিয়োগ ভারসাম্য (Under Employment Equilibrium) :

পূর্ণ নিয়োগ এমন একটি পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে যেখানে দেশের প্রতিটি লোক প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে তারা কাজ পায় অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের অনুপস্থিতি। এখানে, অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে আগ্রহী তবুও কাজ পায় না।

পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য বলতে বোঝায় যে, পূর্ণ নিয়োগ-এর পরিস্থিতিতে অর্থব্যবস্থা সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হয়। ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদদের মতে, অর্থব্যবস্থা এমন একটি নিজস্ব ব্যবস্থা বা শক্তি রয়েছে যার ফলে অর্থ ব্যবস্থায় সর্বদা পূর্ণনিয়োগ থাকে। তাই পূর্ণ নিয়োগ একটি স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র।

অপূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য বলতে এমন পরিস্থিতি বোঝায়, যেখানে অর্থব্যবস্থা সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান কিন্তু সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না (পূর্ণ নিয়োগের নিচের স্তরে)। কেইনসের মতে অপূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য অর্থব্যবস্থা স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা।

4.6 ঘাটতি চাহিদা (Deficient Demand) এবং অতিরিক্ত চাহিদা (Excess Demand) :

ঘাটতি চাহিদা	অতিরিক্ত চাহিদা
অর্থ	**অর্থ**
1. ইহা হল এমন একটি অবস্থা যখন পূর্ণ নিয়োগ স্তরে AD < AS.	1. ইহা হল এমন একটি অবস্থা যখন অপূর্ণ নিয়োগ স্তরে AD > AS.
2. যেহেতু AD হ্রাস পায় তাই AD রেখা নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং মুদ্রাসংকোচনমূলক ফাঁক (Deflationary gap) সৃষ্টি করে।	2. যেহেতু AD বৃদ্ধি পায় তাই AD রেখা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক (Inflationary gap) সৃষ্টি করে।
3. পূর্ণ নিয়োগস্তরে AD এবং অপূর্ণ নিয়োগস্তরে AD মধ্যে পার্থক্য হল মুদ্রাসংকোচমূলক ফাঁকের পরিমাপ।	3. পূর্ণ নিয়োগস্তরের উপরে AD এবং পূর্ণ নিয়োগস্তরে AD-এর মধ্যে পার্থক্য থেকে মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক পরিমাপ করা হয়।

4.

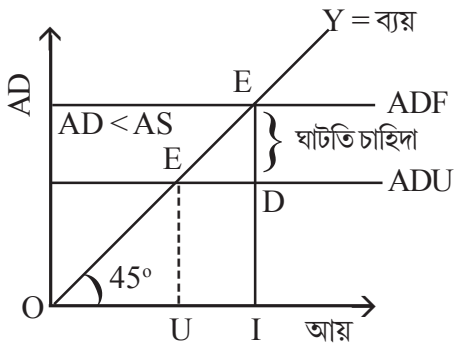

কারণসমূহ

5. ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় বা রপ্তানি হ্রাস এবং আমদানি বা কর বৃদ্ধি ঘাটতি চাহিদার কারণ।

ফলাফল

6. এর ফলে মুদ্রাসংকোচন ও অপূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টি হয়। ইহা অবিক্রিত মজুত সৃষ্টি করে যার ফলে মুনাফা কমতে শুরু করে এবং বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করে, যা নিয়োগ উৎপাদন ও আয়স্তরে হ্রাস করে। অর্থনীতি একটি নিম্ন স্তরের ভারসাম্য চক্রে পরে যায়।

সংশোধন ব্যবস্থা

রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy) :

সরকারি ব্যয়, সরকারি ঋণ, RBI এর কাছ থেকে ঋণ বৃদ্ধি, কর হারে হ্রাস— হল রাজস্ব নীতির অংশ।

আর্থিক নীতি (Monetory Policy) :

ব্যাঙ্ক হার, রেপোরেট, CRR, SLR, প্রয়োজনীয় মার্জিন-এর হ্রাস, খোলাবাজারি কারবার-ঋণপত্র ক্রয়, ঋণের রেশনিং, নৈতিক পাঠদান, ঋণ প্রদান উৎসাহিত করা।

4.

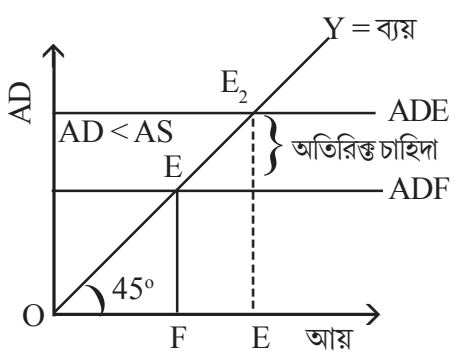

কারণসমূহ

5. মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক সৃষ্টির কারণগুলি মুদ্রা সংকোচনমূলক ফাঁকের ঠিক বিপরীত। (পাশে উল্লেখিত)

ফলাফল

6. অতিরিক্ত চাহিদা মুদ্রাস্ফীতি তথা মূল্যস্তর বৃদ্ধি করে। ইহা পূর্ণনিয়োগের উপরের স্তরে ঘটে তাই উৎপাদন অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পায় না, যা বিদ্যমান যোগানের চাহিদার উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতি মজুরি-দাম পাঁকে/চক্রে রা পরে।

সংশোধন ব্যবস্থা

রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy) :

পাশের পদক্ষেপগুলির বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আর্থিক নীতি :

পাশের পদক্ষেপগুলির বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করে।

অনুশীলনী

1. সত্য বা মিথ্যা নির্বাচন :

i) সামগ্রিক চাহিদা (AD) দামস্তরের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে এবং আয়ের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ii) MPC হল ভোগব্যয় রেখার ঢাল।

iii) APC ≥ MPC।

iv) APS-এর মান ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু MPS-এর মান সর্বদা ধনাত্মক।

v) APC-এর মান সর্বদা ধনাত্মক কিন্তু APS ঋণাত্মকও হতে পারে।

vi) কোনো এক বছরে সামগ্রিক যোগান (AS) হল GDP-এর পরিমাণ।

vii) ভারসাম্য অবস্থায় পরিকল্পিত উৎপাদন পরিকল্পিত ব্যয়ের সমান।

viii) স্বয়ংভূত বিনিয়োগ ধারণা ব্যবহার করে কেইনস ভারসাম্য উৎপাদনের স্তর আলোচনা করেছেন।

ix) কেইনস দামস্তরে স্থির ধরে স্বল্পকালে ভারসাম্য আলোচনা করেছেন যেখানে অর্থনীতিতে অতিরিক্ত সামর্থ থাকায় সামগ্রিক যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়।

x) সামগ্রিক যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ, সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদার সমস্ত স্তরে নিজেকে সামঞ্জস্য করে।

xi) গুণক MPS-এর সাথে ইতিবাচকভাবে এবং MPC-এর সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত।

xii) পূর্ণ নিয়োগ মানে কোনো বেকারত্ব নেই।

xiii) মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

xiv) মজুরি-দাম পাঁক হল ঘাটতি চাহিদার ফল।

xv) মুদ্রাসংকোচনজনিত ফাঁক সংশোধনে CRR কে বাড়ানো উচিত।

2. MCQ :

i) AD রেখার সর্বনিম্নস্তরে, আয়ের পরিমাণ—

a) 0, b) ন্যূনতম, c) সর্বোচ্চ, d) কোনটিই নয়।

ii) যদি ভোগ অপেক্ষক, $C = 100 + 0.8Y$ হয়, তবে সঞ্চয় অপেক্ষক হবে—

a) $S = 100 + 0.2Y$, b) $S = -100 + 0.8Y$, c) $S = -100 + 0.2Y$, d) $S = 100 + 0.2Y$।

iii) বিভিন্ন লোকের ভোগ ব্যয়-এর ধরণ ভিন্ন, তার অর্থ হল তাদের ——— ভিন্ন।

a) mpc, b) mps, c) (a) ও (b) উভয়ই, d) কোনটিই নয়।

iv) যদি MPC = 0.5 এবং আয় 200 টাকা বৃদ্ধি পায় তবে ভোগ-এর পরিবর্তন (ΔC) হল—

a) 50 টাকা, b) 100 টাকা, c) 150 টাকা, d) 200 টাকা।

v) MPC = 0.3 হলে MPS হবে—

a) 0.7, b) 0.3, c) 0, d) 1।

vi) নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক—

a) $Y = C + I$, b) $Y = C + S$, c) $S = I$, d) $C = a + bY$, e) সবগুলো সঠিক।

vii) আয় ও নিয়োগ এর ভারসাম্য অর্জিত হয় কোন পদ্ধতিতে—

a) AS =AD পদ্ধতি, b) S = I পদ্ধতি, c) (a) ও (b) উভয়ই, d) কোনটিই নয়।

viii) সামগ্রিক চাহিদায় অনুপ্রবেশের ফলে, ভারসাম্য আয়—

a) বৃদ্ধি পায়, b) হ্রাস পায়, c) স্থির থাকে, d) সবগুলো সঠিক।

ix) AD বাড়লে, AS ও বাড়বে তার কারণ—

a) অতিরিক্ত সামর্থ, b) বিদ্যমান সম্পদের কম ব্যবহার, c) বিদ্যমান সম্পদের মাত্রাধিক ব্যবহার,
d) (a) ও (b) উভয়ই।

x) ভারসাম্য অবস্থায় নির্মাতারা ——— হতে প্রভাবিত হয় না—

a) অনাবশ্যক যোগানের বোঝা, b) অপরিপূর্ণ চাহিদার ক্ষতি, c) (a) ও (b) উভয়ই, d) কোনটি নয়।

xi) বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, কারণ—

a) AD-এর উপরের দিকে স্থানান্তর, b) AD-এর নিচের দিকে স্থানান্তর, c) AS-এর উপরের দিকে স্থানান্তর,
d) AS-এর নিচের দিকে স্থানান্তর।

xii) বিনিয়োগের বহিষ্করণের ফলে আয়ের কয়েক গুণ হ্রাস হল গুণকের—

a) সম্মুখমুখী ক্রিয়া, b) পশ্চাদমুখী ক্রিয়া, c) (a) ও (b) উভয়ই, d) কোনটি নয়।

xiii) গুণকের পরিমাপক হল—

a) $\frac{1}{1-MPC}$, b) $\frac{1}{MPS}$, c) $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$, d) সবগুলো।

xiv) পূর্ণ নিয়োগ মানে নিচের কোন বেকারত্বে অস্তিত্ব নেই—

a) অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব, b) ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব, c) কাঠামোগত বেকারত্ব, d) সংঘাতজনিত বেকারত্ব।

xv) নিচের কোনটি সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দায়ি—

a) আমদানির হ্রাস, b) বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি, c) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, d) সবগুলো।

3. এক কথায় উত্তর দাও :

i) সামগ্রিক চাহিদার তালিকা বলতে কি বোঝ?

ii) স্বয়ংভূত ভোগ কি?

iii) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কাকে বলে?

iv) ভোক্তারা কখন ঋণাত্মক সঞ্চয়/ঋণ করে?

v) স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলতে কি বোঝ?

vi) সামগ্রিক যোগান 45^{o} রেখা হয় কেন?

vii) ভারসাম্য উৎপাদন বলতে কি বোঝ?

viii) বিনিয়োগ গুণক কাকে বলে?

ix) স্বয়ংভূত ভোগ, প্ররোচিত ভোগ এবং স্বয়ংভূত সঞ্চয় এর মানে কত যখন $C = 100 + 0.5Y$ এবং $Y = 1000$।

x) গুণকের মান নির্ণয় করো যখন a) $MPS = \frac{1}{4}$ এবং b) $MPC = \frac{1}{4}$।

xi) যদি বিনিয়োগ 400 টাকা থেকে 600 টাকা এবং আয় 3000 টাকা থেকে 4000 টাকা বৃদ্ধি পায় তবে
a) গুণক, b) MPC ও c) MPS-এর মান কত?

xii) দুই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অপেক্ষক হল
$S = -10 + 0.3Y$
$I = -5 + 0.1Y$
ভারসাম্য আয় নির্ধারন করো?

xiii) অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব কি?

xiv) মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক বলতে কি বোঝ?

xv) রাজস্বনীতি বলতে কি বোঝ?

4. শূন্যস্থান পূরণ করো :

i) সামগ্রিক চাহিদা রেখা ভোগ ব্যয় রেখার সঙ্গে _____।

ii) ভোগ অপেক্ষক হল ভোগ এবং _____ এর মধ্যে সম্পর্ক।

iii) সরল রৈখিক ভোগ অপেক্ষকে MPC _____ থাকে।

iv) স্বয়ংভূত ভোগ এর সঙ্গে স্বয়ংভূত সঞ্চয় _____ এবং _____ হয়ে থাকে।

v) কেইনসীয়ান অর্থনীতির কাঠামোতে বিনিয়োগ _____।

vi) যখন AD > AS অথবা AS > AD, ভারসাম্য অবস্থা পুন:স্থাপন হয় _____ পরিবর্তনের মাধ্যমে।

vii) অনুপ্রবেশের ফলে আয় _____ পায় যেখানে নিষ্কাশনের ফলে আয়স্তরে _____ ঘটে।

viii) বিনিয়োগ গুণক _____ পরিবর্তনের মাধ্যমে কার্যকরি হয়।

ix) যদি MPC = 0.9 হয়, তবে বিনিয়োগ গুণকের মান _____।

x) যদি MPC = MPS হয়, তবে বিনিয়োগ গুণকের মান _____।

xi) পুন:নিয়োগের পর শুধুমাত্র _____ বৃদ্ধি পায়।

xii) _____ নীতি এবং _____ নীতির মাধ্যমে ঘাটতি বা অতিরিক্ত চাহিদা সংশোধন করা যায়।

xiii) যদি AD বৃদ্ধি পায় তবে AD রেখা _____ দিকে স্থানান্তরিত হয়।

xiv) ঘাটতি চাহিদা _____ মজুত সৃষ্টি করে।

xv) খোলাবাজারী কাজ কারবারের মাধ্যমে ঋণপত্র _____ করে RBI অতিরিক্ত চাহিদার সংশোধন ঘটায়।

5. নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : মান- 3

i) চিত্রসহ সামগ্রিক চাহিদা (AD) সম্বন্ধে আলোচনা করো।

ii) চিত্রসহ ভোগ আপেক্ষক বিষয়ে ব্যাখ্যা করো।

iii) নিম্নের সমীকরণটির উপাদানগুলো লেখ :

$C = 20 + 0.9Y$

এবং ভোগ এর তালিকা তৈরি করো যখন আয় 1000 টাকা, 2000 টাকা, 3000 টাকা এবং 4000 টাকা। যখন আয় 5000 টাকা প্ররোচিত ভোগের পরিমাণ নির্ণয় করো।

iv) ভোগ ও সঞ্চয় নির্ণয় করো যখন $\bar{C} = 100$, MPS = 0.4 এবং আয় (Y) = 5000।

v) MPC এবং MPS-এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

vi) নিচের তালিকাটি সম্পূর্ণ করো

আয়	ভোগ	MPS	APC
0	15	—	—
50	50	—	—
100	85	—	—
150	120	—	—

vii)

আয়	APC	সঞ্চয়	MPS
0	—	–80	—
100	1.6	—	—
200	1	—	—
300	0.8	—	—

viii) MPC এবং MPS-এর মান 0 এবং 1-এর মধ্যবর্তী হয় কেন?

ix) সামগ্রিক চাহিদা কাকে বলে? ইহার উপাদানগুলি লেখ।

x) চিত্রসহ সঞ্চয় অপেক্ষকের বিষয়টি আলোচনা করো।

xi) সামগ্রিক যোগান বলতে কি বোঝ? ইহার উপাদানগুলো লেখ।

xii) পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও বাস্তব বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

xiii) গুণক, MPC এবং MPS-এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

xiv) বিনিয়োগ গুণক-এর মান 1 এর বেশি হয় কেন?

xv) একটি অর্থনীতির সঞ্চয় অপেক্ষক হল $S = -200 + 0.25Y$।

অর্থনীতি-ভারসাম্য অবস্থায় থাকে যখন আয় 2000 টাকা।

তাহলে নিচের চলকগুলোর মান নির্ণয় করো :

(a) ভারসাাম্য অবস্থায় বিনিয়োগ ব্যয়, (b) স্বয়ংভূত ভোগ, (c) বিনিয়োগ গুণক।

xvi) অর্থনীতিতে MPC 0.75 এবং বিনিয়োগ ব্যয় 60 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন নির্ণয় করো।

xvii) বিনিয়োগ 40 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় 160 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। MPC নির্ণয় করো।

xviii) নীচের উপাদানগুলো থেকে জাতীয় আয় নির্ণয় করো— স্বয়ংভূত ভোগ = 100 টাকা, MPC = 0.8 এবং বিনিয়োগ = 50 টাকা।

xix) ভারসাম্য আয় বা উৎপাদন নির্ধারণ এর জন্য অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ প্রয়োজন নয়— ব্যাখ্যা করো।

xx) পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য এবং অপূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

xxi) ঘাটতি চাহিদা কি? উৎপাদন এবং নিয়োগের উপর এর প্রভাব লেখ।

xxii) রাজস্বনীতি বলতে কি বোঝ? ঘাটতি চাহিদা এবং অতিরিক্ত চাহিদা সংশোধন করতে ইহার বিভিন্ন হাতিয়ারগুলো কি কি?

xxiii) রোপো রেট কি? ইহা ঋণের সম্ভাবনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

xxiv) মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক এবং মুদ্রাসংকোচনজনিত ফাঁকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

xxv) স্বয়ংভূত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয় (A) Rs. 50 কোটি, MPS 0.2 এবং আয় (Y) Rs. 4000 কোটি হলে পরিকল্পিত সামগ্রিক চাহিদা নির্ণয় করো। অর্থনীতিটি ভারসাম্য অবস্থায় আছে কি নেই বলো, কারণ দেখাও।

6. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 6 Marks

i) ভোগ ব্যয় রেখা থেকে সঞ্চয় রেখা নির্ণয়ের ধাপগুলো রেখা চিত্র সহ বোঝিয়ে লেখ।

ii) AS-AD পদ্ধতির মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। রেখাচিত্র ব্যবহার করো।

iii) S-I পদ্ধতিতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমান নির্ধারন বোঝিয়ে লেখ। যদি পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগ থেকে বেশি হয়, তবে এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য/সমতা কীভাবে আসে?

iv) সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানের সমান না হলে অর্থনীতিতে কী কী পরিবর্তন আসে ব্যাখ্যা করো।

v) গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে গুণকের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করো।

vi) রেখাচিত্র ও তালিকার মাধ্যমে ভোগ অপেক্ষক বিষয়টি আলোচনা করো।

vii) দুই ক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক মডেলে— a) ভারসাম্য আয়, b) ভারসাম্য অবস্থায় ভোগ ব্যয় ও c) ভারসাম্য অবস্থায় সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো, যখন— $C = 50 + 0.8Y$, $I = 50$, $Y = C + I$.

viii) অর্থনীতির ভারসাম্য শর্ত হল—

$Y = C + I$ এবং $C = C_0 + bY$, $I = I_0$

a) ভারসাম্য আয়, b) স্বয়ংভূত বিনিয়োগের পরিবর্তনে (I_0 থেকে I_1) আয়ের পরিবর্তন,

c) বিনিয়োগ গুণক নির্ণয় করো।

ix) ঘাটতির চাহিদা এবং অতিরিক্ত চাহিদার মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

x) আর্থিক নীতি কী? ঘাটতি চাহিদা এবং অতিরিক্ত চাহিদার পরিস্থিতিতে এই নীতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়?

উত্তরমালা

1. সত্য/মিথ্যা :

i) মিথ্য, ii) সত্য, iii) সত্য, iv) সত্য, v) সত্য, vi) সত্য, vii) সত্য, viii) সত্য, ix) সত্য, x) সত্য, xi) মিথ্যা, xii) মিথ্যা, xiii) মিথ্যা, xiv) মিথ্যা, xv) মিথ্যা।

2. MCQ :

i) a, ii) c, iii) c, iv) b, v) a, vi) e, vii) c, viii) a, ix) d, x) c, xi) a, xii) b, xiii) d, xiv) a, xv) d।

3. শূন্যস্থান পূরণ :

i) সমান্তরাল, ii) আয়, iii) স্থির/ধ্রুবক, iv) সমান, বিপরীত, v) স্থির, vi) সামগ্রিক যোগান, vii) বৃদ্ধি, হ্রাস, viii) ভোগ, ix) 10, x) 2, xi) মূল্য স্তর, xii) রাজস্ব, আর্থিক, xiii) উপরের দিকে, xiv) অবিক্রিত, xv) ক্রয়।

4. 1 Marks

i) যে তালিকা সামগ্রিক চাহিদা ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে তাকে সামগ্রিক চাহিদা তালিকা বলে।

ii) যে ভোগ আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়।

iii) আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলে।

iv) যখন ভোগ ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি হয়।

v) যে বিনিয়োগ ব্যয় আয়ের জন্য বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় না তাকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলে।

vi) যেহেতু অর্থব্যবস্থায় অপূর্ণ নিয়োগে ভারসাম্য থাকে তাই যা চাহিদা করা হয় তাই উৎপাদন করা সম্ভব, তাই AS রেখা 45^o লাইন হয়।

vii) AD = AS অবস্থায় যে উৎপাদন তাকেই অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য উৎপাদন বলে।

viii) বিনিয়োগের পরিবর্তনের সঙ্গে আয়ের পরিবর্তনের অনুপাতকে বিনিয়োগ গুণক বলে।

ix) স্বয়ংভূত ভোগ ($\bar{C}$) = 100

প্ররোচিত ভোগ = $0.5 \times 100 = 500$

স্বয়ংভূত সঞ্চয় ($\bar{S}$) = -100

x) যখন MPS= $\frac{1}{4}$, গুণক $= \frac{1}{\text{MPS}} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$

যখন $\text{MPC} = \frac{1}{4}$, গুণক $= \frac{1}{1-\text{MPC}} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{3}{4} = 1.33$

xi) এখানে, Δ I = Rs. 200

ΔY = Rs. 1000

সুতরাং, গুণক (K) = $\frac{1000}{200} = 5$

xii) যেহেতু, S = I

$-10 + 0.3Y = -5 + 0.1Y$

$0.2Y = 5$

$Y = 25$

xiii) একটি পরিস্থিতি যখন ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে আগ্রহি তবুও কাজ পায় না।

xiv) পূর্ণ নিয়োগ স্তরের উপরের কোনো স্তরের AD এবং পূর্ণনিয়োগ স্তরের AD-এর মধ্যে পার্থক্য হল মুদ্রাস্থনীতিজনিত ফাঁক।

xv) সরকারের আয় এবং ব্যয় নীতিকে রাজস্বনীতি বলে।

অধ্যায়-5

সরকারি বাজেট ও অর্থ ব্যবস্থা

ভারতের মতো মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র ও সরকারি ক্ষেত্র পরস্পর সহাবস্থান করে সেখানে সরকারি ক্ষেত্র অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের লক্ষ্য হল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করা। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও জনকল্যাণমুখী কার্যকলাপের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থরাশির প্রয়োজন হয় এবং সরকার বিভিন্ন উৎস হতে তা সংগ্রহ করে। রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের উপায় সমূহ পরিচালনা করতে সরকার বাজেট তৈরি করে।

5.1 বাজেট হল একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরে (ভারতে ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ) সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এর হিসাব। বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

i) বাজেট হল সরকারের আয় ও ব্যয় যএর সম্ভাব্য বিবরণী, বাস্তবিক বিবরণী নয়।

ii) বৎসরে একবার তৈরি করা হয়।

iii) সংসদে বাজেট পেশ করা সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্য (112 নং ধারার অধীনে)।

iv) উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে সরকার আয়-ব্যয় এর হিসাব কাঠামো তৈরি করে।

5.2 বাজেটের মূল উদ্দেশ্যগুলো হল—

i) কর আরোপন ও ভর্তুকির মাধ্যমে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা।

ii) সম্পদের পুনর্বন্টন করা।

iii) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

iv) রাজকোষনীতি প্রয়োগ করে বাণিজ্যচক্রজনিত অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা।

v) সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর বিকাশ সাধন করা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাস করা।

vi) দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

5.3

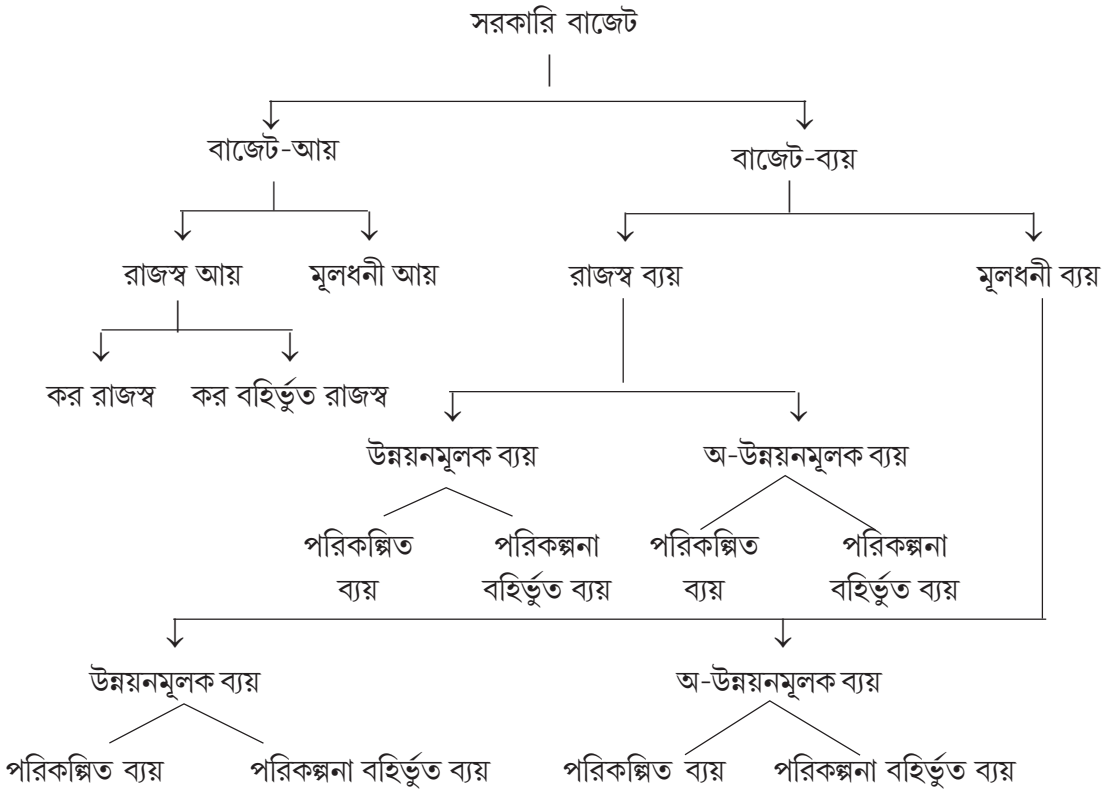

5.4.1 সরকারি বাজেটে আয়ের দিক :

সরকারি বাজেটে আয়ের উৎস দুই ধরনের— রাজস্ব আয় ও মূলধনী আয়। রাজস্ব আয়ে সম্পদ ও দায় কোনটাই সরকারকে প্রভাবিত করে না (যেমন— কর রাজস্ব ও কর বহির্ভুত রাজস্ব)। মূলধনী আয়ে সরকারের দায় বৃদ্ধি পায় (যেমন— ঋণ) বা সম্পদ হ্রাস পায় (যেমন— বিলগ্নীকরণ)।

সরকারি আয়ের ক্ষেত্রে কর হল একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস। কর হল বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদান— দেশের জনগণ সরকারকে কর দিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধ্য থাকে। কর দুই ধরনের— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয় সেই ব্যক্তিকেই কর দিতে হয়। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ কর দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং করদাতা করের বোঝা অন্যের কাঁধে চালান করতে পারে না। উদাহরণ— আয়কর, সম্পদ কর ইত্যাদি।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যার ওপর কর ধার্য করা হয় যে নিজে কর ভার বহন না করে অন্যের ওপর তা সঞ্চালন করে। অর্থাৎ পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা বাধ্য থাকে না এবং করদাতা করের বোঝা অন্যের কাঁধে চালান করতে পারে। যেমন— বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি।

কর রাজস্বের পাশাপাশি সরকার কর বহির্ভুত রাজস্বও সংগ্রহ করে যেমন— ফি, জরিমানা, অনুদান-সাহায্য, শেয়ার বাজেয়াপ্ত করণ, বিশেষ দায় ইত্যাদি।

5.4.2 সরকারি বাজেটে ব্যয়-এর দিক :

সরকারি বাজেটে দুই ধরনের ব্যয় পরিলক্ষিত হয়— রাজস্ব ব্যয় ও মূলধনী ব্যয়। রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পদ ও দায় কোনটাই সরকারকে প্রভাবিত করে না। যেমন— বেতন, পেনশন, ভর্তুকি, বেকার ভাতা ইত্যাদি। মূলধনী ব্যয়-এর ক্ষেত্রে হয় সরকারের দায় কমে (ঋণ পরিশোধ) নয় সম্পদ বাড়ে (যেমন— রাস্তাঘাট, বাঁধ, হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি)। সরকারি ব্যয়কে উপরন্তু উন্নয়নমূলক ও অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় এবং পরিকল্পিত ও পরিকল্পনা বহির্ভুত ব্যয়ে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত ব্যয় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত (যেমন— স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচ ইত্যাদি) সেগুলো হল সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয়। অপরদিকে যে সমস্ত ব্যয় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে না (যেমন— প্রতিরক্ষা, আরক্ষা, প্রশাসনিক ব্যয়) সেগুলো হল অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়। যে সমস্ত ব্যয় বছরের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা অনুসারে করা হয় তা হল পরিকল্পিত ব্যয় যেমন— গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি খাতে ব্যয়। অপরদিকে পরিকল্পনা বহির্ভুত ব্যয় হল সেই সমস্ত ব্যয় যা বছরের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন— ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যয়, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ পুনর্নির্মাণে ব্যয় ইত্যাদি।

5.5

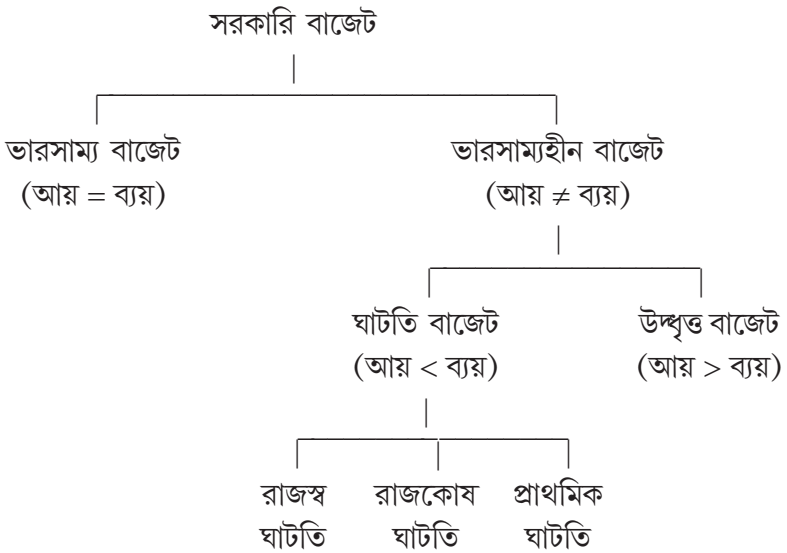

5.6 সরকারি বাজেট ঘাটতি, উদ্বৃত্ত বা ভারসাম্য হতে পারে। যখন ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হয় তখন তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। যখন আয় ব্যয় সমান হয় তখন তাকে ভারসাম্য বাজেট বলে। কিন্তু সমস্যা তখনই হয় যখন ঘাটতি বাজেট অর্থাৎ আয় অপেক্ষা যখন ব্যয় বেশি হয়। এটা সাধারণত সরকারের অ-উৎপাদনশীল বা অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য হয় এবং যখন সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কম হয়।

এই ঘাটতি তিন ধরনের হয়—

1. রাজস্ব ঘাটতি :

রাজস্ব ঘাটতি তখনই হয় যখন সরকারের রাজস্ব আয় অপেক্ষা রাজস্ব ব্যয় বেশি হয়।

রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়।

রাজস্ব ঘাটতির প্রভাব : i) এটা প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের নিয়মিত খরচ ও পুনরাবৃত্ত ব্যয়ভার বহনের অক্ষমতা নির্দেশ করে।

ii) এটা সরকারের সঞ্চয় হ্রাস বোঝায়।

iii) এটা সরকারকে সতর্কতামূলক সংকেত দেয়, যে হয় সরকারের আয় বাড়াতে হবে নয় ব্যয় কমাতে হবে।

2. রাজকোষ ঘাটতি : একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছর সরকারি মোট ব্যয় যখন ঋণ ব্যতিত সরকারি মোট আয় থেকে বেশি হয় তখন তাকে রাজকোষ ঘাটতি বলে।

রাজকোষ ঘাটতি = মোট ব্যয় – ঋণ বহির্ভুত মোট আয়।

= (রাজস্ব ব্যয় + মূলধনী ব্যয়) – (রাজস্ব আয় + ঋণ বহির্ভুত মূলধনী আয়)

অন্য অর্থে রাজকোষ ঘাটতি সরকারি ঋণের পরিমাণ ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজকোষ ঘাটতির প্রভাব :

i) ঋণের ফাঁদ সৃষ্টি হয়।

ii) দেশে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে।

iii) বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বাড়ে।

iv) দেশের ভবিষ্যত বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

v) সরকারের দায়ভার বাড়ায়।

3. প্রাথমিক ঘাটতি : প্রাথমিক ঘাটতি হল চলতি বছরের রাজকোষ ঘাটতি ও আগের বছরের ঋণের জন্য সুদ বাবদ খরচ।

প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

প্রাথমিক ঘাটতির প্রভাব :

i) এটা নির্দেশ করে যে সুদ প্রদান ছাড়া অন্যান্য ব্যয় এর জন্য সরকারকে কি পরিমাণ ঋণ নিতে হচ্ছে।

ii) প্রাথমিক ঘাটতি যদি শূন্য হয় তাহলে এটা ইঙ্গিত করে যে সরকার যা ঋণ নিচ্ছে তার সবটাই সুদ মেটাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

5.7 এই ঘাটতি মেটাতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে—

i) উন্নত প্রশাসন ও পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ব্যয় রুখতে হবে এবং অনুৎপাদনশীল ব্যয় কমাতে হবে।

ii) কর হার বৃদ্ধি করে বা নতুন কর আরোপ করে, কর বহির্ভুত রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে, কর ফাঁকি বন্ধ করে, সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর আয় বাড়িয়ে সরকার তার মোট আয় বাড়াতে পারে।

iii) রাজকোষ ঘাটতি কমানোর জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে সুদ বাবদ খরচের পরিমাণ কমাতে হবে।

5.8 এই ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থসংস্থান করতে পারে।

i) সরকার নতুন কাগজি নোট ছাপিয়ে এই ঘাটতি দূর করতে পারে, যাকে ঘাটতি ব্যয় বলা হয়

ii) সরকার শেয়ার বা বণ্ডের মাধ্যমে জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

iii) সরকার তার নিজস্ব শেয়ার বেসরকারি ক্ষেত্রে বিক্রি করে দিতে পারে যা বেসরকারিকরণ নামে পরিচিত।

iv) সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি সংস্থা হতে ঋণ নিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

অনুশীলনী

1. নিচের বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো :

i) একটি নির্দিষ্ট বছরে (১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় — এই 'বার্ষিক আর্থিক বিবরণী' এর ভিত্তিতেই সরকারের বাজেট দলিল তৈরি হয়।

ii) দান কর হল 'কাগজি কর' এর উদাহরণ।

iii) অতিরিক্ত রাজকোষ ঘাটতির অর্থ হল সরকারের অতিরিক্ত ঋণ।

iv) ভারসাম্য বাজেট বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করে।

v) রাস্তাঘাট নির্মাণ হল সরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয়।

vi) প্রাথমিক ঘাটতির মধ্যে সুদ প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকে।

vii) অধিক রাজস্ব ঘাটতি সবসময় অধিক রাজকোষ ঘাটতির দিকে পরিচালিত করে।

viii) আইন শৃঙ্খলা খাতে ব্যয় হল সরকারের পরিকল্পিত ব্যয়।

ix) রাজস্ব আয় সরকারের দায়ভার কমায়।

x) মুদ্রাস্ফীতি চলাকালীন সময়ে ঘাটতি বাজেট প্রত্যাশিত।

2. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

i) বাজেট হল—

a) বৃত্তীয় বিবরণী (Financial), b) আর্থিক বিবরণী (Monetary), c) রাজনৈতিক বিবরণী, d) উপরের সবগুলো।

ii) নিচের কোনগুলো সরকারি বাজেটের উদ্দেশ্য?

a) আয় ও সম্পদের বণ্টন, b) অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, c) GDP বৃদ্ধি, d) উপরের সবগুলো।

iii) নিচের করগুলোর মধ্যে কোনটি প্রত্যক্ষ কর?

a) ব্যক্তিগত আয়কর, b) অবগারি শুল্ক, c) বিক্রয় কর, d) পরিসেবা কর।

iv) সুদ প্রদান হল—

a) রাজস্ব ব্যয়, b) মূলধনী ব্যয়, c) প্রাথমিক ঘাটতি, d) রাজকোষ ঘাটতি।

v) কোন একটি সরকারের প্রাথমিক ঘাটতি যদি 10,000 কোটি টাকা হয় এবং সুদ প্রদান 5000 কোটি টাকা হয় তবে রাজকোষ ঘাটতি কত হবে?

a) 5000 কোটি, b)10,000 কোটি, c) 15,000 কোটি, d) 20,000 কোটি।

vi) নিচের কোনটি কর বহির্ভুত আয়?

a) দান কর, b) বিক্রয় কর, c) অনুদান, d) অবগারি শুল্ক।

vii) নিচের কোনটি পরোক্ষ কর?

a) সম্পদ কর, b) অবগারি শুল্ক, c) আয়কর, d) উপরের কোনটিই নয়।

viii) প্রগতিশীল কর হল সেই কর যা—

a) ব্যক্তিগত আয় বাড়ার সাথে কর হার কমে।

b) ব্যক্তিগত আয় বাড়ার সাথে কর হার বাড়ে।

c) ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর হার স্থির হয়।

d) উপরের কোনটিই নয়।

ix) রাজস্ব ঘাটতি হল—

a) রাজস্ব আয় — রাজস্ব ব্যয়

b) রাজস্ব ব্যয় — রাজস্ব আয়,

c) রাজস্ব আয় — মূলধনী আয়

d) রাজস্ব ব্যয় — মূলধনী ব্যয়।

x) সমতার বাজেট হল—

a) মোট ব্যয় > মোট আয়

b) মোট ব্যয় = মোট আয়

c) মোট ব্যয় < মোট আয়

d) উপরের কোনটিই নয়।

2. সঠিক উত্তরটি বাছাই করে শূন্যস্থান পূরণ করো :

i) বিলগ্নীকরণ হল _____ বাজেটের একটি অংশ বা খাত। (রাজস্ব / মূলধনী)

ii) GST হল _____ করের একটি উদাহরণ। (প্রত্যক্ষ / পরোক্ষ)

iii) সরকারের ঋণ পরিশোধ হল _____ ব্যয়। (রাজস্ব / মূলধনী)

iv) _____ ব্যয় সরকারের সম্পদ বৃদ্ধি করে বা দায় কমায়। (রাজস্ব / মূলধনী)

v) প্রাথমিক ঘাটতি = _____ – সুদ প্রদান। (রাজকোষ ঘাটতি/রাজস্ব ঘাটতি)

vi) বৃদ্ধভাতা বাবদ খরচ হল _____ ব্যয় এর উদাহরণ। (রাজস্ব / মূলধনী)

vii) সরকারি আয় অপেক্ষা সরকারি ব্যয় বেশি হলে তাকে বলে _____। (ঘাটতি বাজেট / রাজকোষ ঘাটতি)

viii) _____ কর এর ধরণ হল অধোগতিশীল। (প্রত্যক্ষ / পরোক্ষ)

ix) _____ ব্যয় সরকারের না কোন সম্পদ বাড়ায় না দায় হ্রাস করে। (রাজস্ব / মূলধনী)

x) সরকারি বাজেট প্রাথমিক ঘাটতি তখনই শূন্য হবে যখন _____ সুদ প্রদানের সমান হয়।

(ঘাটতি বাজেট / রাজকোষ ঘাটতি)

xi) সরকার অধিগৃহীত সংস্থা হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ হল _____ (কর রাজস্ব / কর বহির্ভুত রাজস্ব)

4. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও :

i) সরকারি বাজেট কি?

ii) ভারতে 'অর্থ বছর' বলতে কি বোঝায়?

iii) রাজস্ব আয় কি?

iv) রাজস্ব ব্যয় কি?

v) প্রত্যক্ষ কর কি?

vi) পরোক্ষ করের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

vii) মূলধনী আয় কি?

viii) মূলধনী ব্যয় কি?

ix) রাজস্ব ঘাটতি কি?

x) মূলধনী বাজেট কি?

xi) প্রাথমিক ঘাটতি কি?

xii) রাজস্ব বাজেট কি?

xiii) মূলধনী বাজেট কি?

xiv) উদ্বৃত্ত বাজেট কি?

xv) পরিকল্পিত ব্যয় কি?

xvi) পরিকল্পনা বহির্ভুত ব্যয় কি?

5. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (3/4 এর মান)

i) বাজেট কি? এর উদ্দেশগুলো কি কি?

ii) **পার্থক্য লেখো :–**

a) রাজস্ব আয় ও মুলধনী আয়।

b) মূলধনী ব্যয় ও রাজস্ব ব্যয়।

c) কর রাজস্ব ও কর বহির্ভুত রাজস্ব।

d) প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর।

e) উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়।

f) পরিকল্পিত ব্যয় ও পরিকল্পনা বহির্ভুত ব্যয়।

iii) রাজস্ব ঘাটতি কি? এই ঘাটতি দূর করার উপায়গুলো কি কি?

iv) রাজকোষ ঘাটতি কি? এই ঘাটতি দূর করার উপায়গুলো কি কি?

v) প্রাথমিক ঘাটতি কি? এই ঘাটতি দূর করার উপায়গুলো কি কি?

vi) বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের উপায়গুলো কি কি?

vii) অর্থনীতিতে রাজস্ব ঘাটতির প্রভাব কি?

viii) অর্থনীতিতে রাজকোষ ঘাটতির প্রভাব কি?

ix) অর্থনীতিতে প্রাথমিক ঘাটতির প্রভাব কি?

x) কারণ সহ নিচে দেওয়া রাজস্ব ও মূলধনী আয়কে শ্রেণিভুক্ত করো।

a) ঋণ পুনরুদ্ধার, b) কর্পোরেট কর, c) সরকার অধিগৃহীত সংস্থার শেয়ার বিক্রয়, d) কর প্রাপ্তি, e) বিলগ্নীকরণ।

xi) কারণ সহ নিচে দেওয়া রাজস্ব ও মূলধনী ব্যয়কে শ্রেণিভুক্ত করো।

a) সরকার অধিগৃহীত সংস্থা হতে আয়।

b) সরকার অধিগৃহীত সংস্থা হতে মুনাফা।

c) সরকারি ঋণ।

d) বাঁধ নির্মাণে সরকারি ব্যয়।

e) কৃষকদের ভর্তুকি বাবদ ব্যয়।

f) সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয়।

xii) বাজেট নীতির মাধম্যে কিভাবে আয় বৈষম্য দূর করা যায়?

xiii) অর্থনীতিতে 'আর্থিক স্থায়ীত্ব' আনতে সরকারি বাজেট কিভাবে সহায়তা করতে পারে তা আলোচনা করো।

xiv) অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারি বাজেটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

xv) 'রাজকোষ ঘাটতি অবশ্যম্ভাবীরূপে মুদ্রাস্ফীতিজনিত'— কথাটি সত্য না মিথ্যা কারণ সহ আলোচনা করো।

xvi) 'সরকারি ঋণ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়'— ব্যাখ্যা করো।

xvii) একটি সরকারি বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি হল 40 কোটি টাকা। যদি রাজস্ব আয় 90 কোটি টাকা এবং মূলধন আয় 60 কোটি টাকা হয়, তবে রাজস্ব ব্যয় কত হবে?

xviii) একটি সরকারি বাজেটে প্রাথমিক ঘাটতি যদি 5000 কোটি টাকা হয় এবং সুদ বাবদ খরচ যদি 4000 কোটি টাকা হয় তবে রাজকোষ ঘাটতি কত হবে?

xix) সরকারি বাজেট অনুসারে সুদ বাবদ সম্ভাব্য খরচ হল 1,60,000 কোটি টাকা। যদি সরকারের প্রয়োজনীয় মোট ঋণের পরিমাণ 2,40,000 কোটি টাকা হয় তখন প্রাথমিক ঘাটতি কত হবে?

xx) একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকারি বাজেটে সুদ বাবদ খরচ হল 13,500 কোটি টাকা যা প্রাথমিক ঘাটতির 30 শতাংশ। রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ নির্ণয় করো।

xxi) নীচের রাশিতথ্য থেকে a) রাজস্ব ঘাটতি b) রাজকোষ ঘাটতি এবং c) প্রাথমিক ঘাটতি নির্ণয় করো।

	বিবরণ	**(টাকা)**
i)	কর রাজস্ব	47
ii)	মূলধনী আয়	34
iii)	কর বহির্ভূত রাজস্ব	10
iv)	ঋণ	32
v)	রাজস্ব ব্যয়	80
vi)	সুদ বাবদ খরচ	20

xxii) নীচির রাশিতথ্য থেকে a) রাজস্ব ঘাটতি b) রাজকোষ ঘাটতি ও c) প্রাথমিক ঘাটতি নির্ণয় করো।

	বিবরণ	**(কোটি টাকায়)**
i)	রাজস্ব ব্যয়	45,000
ii)	ঋণ	12,000
iii)	রাজস্ব আয়	35,000
iv)	সুদ প্রদান	রাজস্ব ঘাটতির 30%

xxiii) নীচির রাশিতথ্য থেকে a) রাজস্ব আয়, b) রাজকোষ ঘাটতি, c) প্রাথমিক ঘাটতি নির্ণয় করো।

	বিবরণ	**(কোটি টাকায়)**
i)	রাজস্ব ঘাটতি	6,000
ii)	রাজস্ব ব্যয়	11,000
iii)	মূলধনী ব্যয়	14,000
iv)	ঋণ বহির্ভূত মূলধনী আয়	8,000
v)	সুদ প্রদান	7,000

xxiv) নীচির তথ্য থেকে a) মূলধনী ব্যয় ও b) সুদ বাবদ খরচ নির্ণয় করো।

	বিবরণ	**(কোটি টাকায়)**
i)	প্রাথমিক ঘাটতি	8,000
ii)	রাজকোষ ঘাটতি	11,000
iii)	ঋণ বহির্ভূত মূলধনী আয়	9,000
iv)	রাজস্ব ঘাটতি	5,000

xxv) যদি সরকারের মোট আয় 7,000 কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় 10,000 কোটি টাকা হয় তবে ঘাটতি বাজেট কত?

xxvi) একটি অর্থব্যবস্থায় রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ নির্ণয় কর, যদি রাজস্ব আয় 400 কোটি টাকা ও রাজস্ব ব্যয় 500 কোটি টাকা হয়।

xxvii) যদি সরকারের মোট ব্যয় 15,000 কোটি টাকা এবং মোট আয় (ঋণ বহির্ভুত) 12,000 কোটি টাকা হয় তবে সরকারের রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ কত হবে?

xxviii) ধরো একটি অর্থনীতিতে রাজকোষ ঘাটতি 7,000 কোটি টাকা এবং সুদ বাবদ খরচ 7,000 কোটি টাকা। প্রাথমিক ঘাটতি কত হবে?

xxix) সরকারের মোট ব্যয় হল 20,000 লক্ষ টাকা এবং মূলধনী ব্যয় হল 12,000 লক্ষ টাকা। রাজস্ব ব্যয় এর পরিমাণ কত হবে?

xxx) নিচে দেওয়াা তথ্য থেকে ঘাটতি বাজেট, রাজস্ব ঘাটতি, রাজকোষ ঘাটতি এবং প্রাথমিক ঘাটতি নির্ণয় করো।

	বিবরণ	**(কোটি টাকায়)**
i)	রাজস্ব ব্যয়	5,000
ii)	রাজস্ব আয়	3,000
iii)	মূলধনী ব্যয়	15,000
iv)	মূলধনী আয়	8,000
v)	ঋণ	3,000
vi)	ঋণ বাবদ সুদ	300

xxxi) যদি কোন একটি অর্থনীতিতে রাজস্ব আয় 200 কোটি টাকা হয় এবং রাজস্ব ব্যয় 250 কোটি টাকা হয়, রাজস্ব ঘাটতি নির্ণয় করো।

xxxii) একটি সরকারি বাজেটে মোট আয় 500 কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় 800 কোটি টাকা। রাজকোষ ঘাটতি কত?

xxxiii) সরকারের মোট আয় 50,000 কোটি টাকা এবং রাজস্ব আয় 20,000 কোটি টাকা। মূলধনী আয়ের পরিমাণ কত?

xxxiv) কোন একটি দেশের রাজস্ব ঘাতটি 4,000 কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় হল 19,000 কোটি টাকা। রাজস্ব আয়ের মান কত হবে?

xxxv) কোন একটি অর্থনীতিতে ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করো, যদি রাজকোষ ঘাটতি 200 কোটি টাকা ও ঘাটতি বাজেট 1200 কোটি টাকা হয়।

xxxvi) যদি রাজকোষ ঘাটতি 5000 কোটি টাকা হয় এবং প্রাথমিক ঘাটতি 4000 কোটি টাকা হয়, তবে ঋণ বাবদ সুদের পরিমাণ কত হবে?

xxxvii) একটি সরকারি বাজেটে প্রাথমিক ঘাটতি হল 4400 কোটি টাকা এবং সুদ বাবদ খরচ হল 400 কোটি টাকা। রাজকোষ ঘাটতি কত হবে?

xxxviii) কোন একটি অর্থনীতিতে রাজকোষ ঘাটতি হল 800 কোটি টাকা এবং সুদ প্রদানে রাজস্ব ব্যয় 50 কোটি টাকা।

প্রাথমিক ঘাটতি নির্ণয় করো।

xxxix) কোন একটি দেশের রাজস্ব ও মূলধনী আয় যথাক্রমে 400 কোটি ও 600 কোটি টাকা এবং রাজস্ব ও মূলধনী ব্যয় হল যথাক্রমে 300 কোটি টাকা ও 400 কোটি টাকা। বাজেট অবস্থা নির্ণয় করো।

xxxx) যদি রাজস্ব ঘাটতি 350 কোটি টাকা এবং রাজস্ব আয় 500 কোটি টাকা হয়, তবে রাজস্ব ব্যয় কত হবে?

উত্তরমালা

1. সত্য/মিথ্যা :

i) সত্য, ii) সত্য, iii) সত্য, iv) মিথ্যা, v) মিথ্যা, vi) মিথ্যা, vii) মিথ্যা, viii) মিথ্যা, ix) মিথ্যা, x) মিথ্যা।

2. সঠিক উত্তর বাছাই :

i) a, ii) d, iii) a, iv) a, v) c, vi) c, vii) b, viii) b, ix) b, x) b।

3. শূন্যস্থান পূরণ :

i) মূলধনী, ii) পরোক্ষ, iii) মূলধনী, iv) মূলধনী, v) রাজকোষ ঘাটতি, vi) রাজস্ব, vii) ঘাটতি বাজেট, viii) পরোক্ষ, ix) রাজস্ব, x) রাজকোষ ঘাটতি, xi) কর-বহির্ভুত রাজস্ব।

4. উত্তর :

i) সরকারি বাজেট হল একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এর হিসাব।

ii) ভারতবর্ষে, 'অর্থ বছর' হল সেই বছর যা ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হয় এবং পরের বছরেরর ৩১শে মার্চ শেষ হয়।

iii) যে সমস্ত আয় বা প্রাপ্তি সরকারের না কোন দায় বাড়ায় না সম্পদ কমায় তা হল রাজস্ব আয়।

iv) সরকারের যে সমস্ত ব্যয় না কোন সম্পদ সৃষ্টি করে না দায় কম করে, তা হল রাজস্ব ব্যয়।

v) যে সমস্ত কর কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির আয় ও সম্পত্তির উপর আরোপ করা হয় এবং যা সরাসরি সরকারকে দিতে হয়— তা হল প্রত্যক্ষ কর।

vi) দ্রব্য ও পরিসেবা কর, আন্ত:শুল্ক, অবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর, পরিসেবা কর ইত্যাদি।

vii) সেই সমস্ত আয় যা সরকারের দায় বৃদ্ধি করে বা দায় হ্রাস করে।

viii) সেই সমস্ত ব্যয় যা সরকারের সম্পত্তি বৃদ্ধি করে বা সম্পদ হ্রাস করে।

ix) একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরে সরকারের রাজস্ব ব্যয় যখন রাজস্ব আয় অপেক্ষা বেশি হয় তখন তাকে রাজস্ব ঘাটতি বলে।

x) একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরে সরকারি মোট ব্যয় যখন ঋণ ব্যতীত সরকারি মোট আয় থেকে বেশি হয় তখন তাকে রাজকোষ ঘাটতি বা ফিসক্যাল ঘাটতি বলে।

xi) প্রাথমিক ঘাটতি হল রাজকোষ ঘাটতি ও সুদ প্রদানের পার্থক্য। প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ প্রদান।

xii) রাজস্ব বাজেট হল সরকারের রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয় এর হিসাব।

xiii) মূলধনী বাজেট হল সরকারের মূলধনী আয় ও মূলধনী ব্যয় এর হিসাব।

xiv) উদ্ধৃত্ত বাজেট হল সেই বাজেট যখন সরকারি আয় বা প্রাপ্তি সরকারি ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়।

xv) পরিকল্পিত ব্যয় হল সেই ব্যয় যা বছরের কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কাজে ব্যয় হয়।

xvi) পরিকল্পনা বহির্ভুত ব্যয় হল সেই সমস্ত ব্যয় যা বছরের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত নয়।

5. উত্তর :

xvii) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

$\Rightarrow$ 40 = রাজস্ব ব্যয় – 90

$\therefore$ রাজস্ব ব্যয় = 40 + 90 = 130 কোটি টাকা।

xviii) উত্তর : রাজকোষ ঘাটতি = প্রাথমিক ঘাটতি + সুদ বাবদ খরচ

= 5,000 + 4,000

= 9,000 কোটি টাকা।

xix) উত্তর : প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

= 2,40,000 – 1,60,000

= 80,000 কোটি টাকা।

xx) উত্তর : সুদ বাবদ খরচ = প্রাথমিক ঘাটতির 30 শতাংশ।

$$\Rightarrow 13,500 = \frac{30}{100} \times \text{প্রাথমিক ঘাটতি}$$

$$\Rightarrow \text{প্রাথমিক ঘাটতি} = \frac{13,500 \times 100}{30} = 45,000$$

$\therefore$ রাজকোষ ঘাটতি = প্রাথমিক ঘাটতি + সুদ বাবদ খরচ

= 45,000 + 13,500

= 58,500 কোটি টাকা।

xxi) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

= 80 – (47 + 10)

= 80 – 57 = 32 কোটি।

রাজকোষ ঘাটতি = ঋণ = 32 কোটি টাকা।

প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

= 32 – 20

= 12 কোটি টাকা।

xxii) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

$= 45,000 - 35,000$

$= 10,000$ কোটি টাকা।

রাজকোষ ঘাটতি = ঋণ = 12,000 কোটি।

সুদ বাবদ খরচ = রাজস্ব ঘাটতির 30%

$= 10,000 \times \frac{30}{100}$

$= 3,000$ কোটি টাকা।

$\therefore$ প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

$= 12,000 - 3,000$

$= 9,000$ কোটি টাকা।

xxiii) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

$\Rightarrow$ 6,000 = 11,000 – রাজস্ব আয়

$\therefore$ রাজস্ব আয় = 11,000 – 6,000 = 5,000 কোটি টাকা।

রাজকোষ ঘাটতি = (রাজস্ব ব্যয় + মূলধনী ব্যয়) – (রাজস্ব আয় – ঋণ বহির্ভুত মূলধনী আয়)

$= (11,000 + 14,000) - (5,000 + 8,000)$

$= 25,000 - 13,000$

$= 12,000$ কোটি টাকা।

প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

$= 12,000 - 7,000$

$= 5,000$ কোটি টাকা।

xxiv) উত্তর : রাজকোষ ঘাটতি = (রাজস্ব ব্যয় + মূলধনী ব্যয়) – (রাজস্ব আয় + ঋণ বহির্ভুত মূলধনী আয়)

$\Rightarrow$ 11,000 = (রাজস্ব ব্যয় – মূলধনী ব্যয়) + রাজস্ব ব্যয় – ঋণ বহির্ভুত মূলধনী আয়

$\Rightarrow$ 11,000 = 5,000 + মূলধনী ব্যয় – 9,000

$\therefore$ মূলধনী ব্যয় = 11,000 + 9,000 – 5,000

$= 15,000$ কোটি টাকা।

প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

$\Rightarrow$ 8,000 = 11,000 – সুদ বাবদ খরচ

$\therefore$ সুদ বাবদ খরচ = 11,000 – 8,000

= 3,000 কোটি টাকা।

xxv) উত্তর : ঘাটতি বাজেট = মোট ব্যয় – মোট আয়

= 10,000 – 7,000 = 3,000 কোটি টাকা।

xxvi) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

= 500 – 400 = 100 কোটি টাকা।

xxvii) উত্তর : রাজকোষ ঘাটতি = মোট ব্যয় – মোট আয় (ঋণ বহির্ভুত)

= 15,000 – 12,000 = 3,000 কোটি টাকা।

xxviii) উত্তর : প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

= 7,000 – 700 = 6,300 কোটি টাকা।

xxix) উত্তর : মোট ব্যয় = রাজস্ব ব্যয় + মূলধনী ব্যয়

$\Rightarrow$ 20,000 = রাজস্ব ব্যয় + 12,000

$\therefore$ রাজস্ব ব্যয় = 20,000 – 12,000 = 8,000 কোটি টাকা।

xxx) উত্তর : ঘাটতি বাজেট = মোট ব্যয় – মোট আয়

= (5,000 + 15,000) – (3,000 + 8,000)

= 20,000 – 11,000 = 9,000 কোটি টাকা।

রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

= 5,000 – 3,000 = 2,000 কোটি টাকা।

রাজকোষ ঘাটতি = (রাজস্ব ব্যয় + মূলধনী ব্যয়) – (রাজস্ব আয় + ঋণ বহির্ভুত মূলধনী আয়)

= (5,000 + 15,000) – {3,000 + (8,000 – 3,000)

= 20,000 – 8,000 = 12,000 কোটি টাকা।

প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

= 12,000 – 300

= 11,700 কোটি টাকা।

xxxi) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

= 250 – 200 = 50 কোটি টাকা।

xxxii) উত্তর : রাজকোষ ঘাটতি = মোট ব্যয় – ঋণ বহির্ভুত মোট আয়

= 800 – 500 = 300 কোটি টাকা।

xxxiii) উত্তর : মোট আয় = রাজস্ব আয় + মূলধনী আয়

$\Rightarrow$ 50,000 = 20,000 + মূলধনী আয়

∴ মূলধনী আয় = 50,000 – 20,000 = 30,000 কোটি টাকা।

xxxiv) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

⇒ 4,000 = 19,000 – রাজস্ব আয়

∴ রাজস্ব আয় = 19,000 – 4,000 = 15,000 কোটি টাকা।

xxxv) উত্তর : ঋণ = রাজকোষ ঘাটতি – ঘাটতি বাজেট

= 2,000 – 1,200 = 800 কোটি টাকা।

xxxvi) উত্তর : প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

⇒ 4,000 = 5,000 – সুদ বাবদ খরচ

∴ সুদ বাবদ খরচ = 5,000 – 4,000 = 1,000 কোটি টাকা।

অর্থাৎ ঋণ বাবদ সুদের পরিমাণ হল 1,000 কোটি টাকা।

xxxvii) উত্তর : প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

⇒ 4,400 = রাজকোষ ঘাটতি – 400

∴ রাজকোষ ঘাটতি = 4,400 + 400 = 4,800 কোটি টাকা।

xxxviii) উত্তর : প্রাথমিক ঘাটতি = রাজকোষ ঘাটতি – সুদ বাবদ খরচ

= 800 – 50 = 750 কোটি টাকা।

xxxix) উত্তর : মোট আয় = রাজস্ব আয় + মূলধনী আয়

= 400 + 600

= 1000 কোটি টাকা।

মোট ব্যয় = রাজস্ব ব্যয় + মূলধনী ব্যয়

= 300 + 400

= 700 কোটি টাকা।

এখানে মোট আয় যেহেতু মোট ব্যয় অপেক্ষা বেশি তাই এটি একটি উদ্বৃত্ত বাজেট এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ হল 300 কোটি টাকা।

xxxx) উত্তর : রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

= 500 – 300

= 200 কোটি টাকা।

অধ্যায়-6

মুক্ত অর্থব্যবস্থায় সমষ্টিগত অর্থনীতি

মুক্ত অর্থব্যবস্থা হল সেই ব্যবস্থা যেখানে একটি দেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে পারস্পরিক আদান প্রদানে লিপ্ত হয়। বর্তমানে বেশিরভাগ আধুনিক অর্থব্যবস্থাই হল মুক্ত অর্থব্যবস্থা।

মূলত তিনটি উপায়ে দেশগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়—

উৎপাদনের বাজার	আর্থিক বাজার	শ্রমের বাজার
এক্ষেত্রে, একটি অর্থব্যবস্থা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্যে আবদ্ধ হতে পারে।	এক্ষেত্রে, একটি অর্থব্যবস্থা অন্য দেশ হতে আর্থিক সম্পদ ক্রয় করতে পারে এবং অন্য দেশকে আর্থিক সম্পদ বিক্রয়ও করতে পারে	শ্রমের বাজার হল এমন একটিস্থান বা মঞ্চ যেখানে শ্রমিক শ্রেণি এবং মালিক পক্ষের মধ্যে আদান-প্রদান হয়।

মুক্ত অর্থব্যবস্থা হল এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্যের সাথে সাথে আর্থিক সম্পদের বাণিজ্যও হয়ে থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্য কোন দেশের সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করে। যখন রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন দেশের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় কিন্তু যখন আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন দেশের সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা বলতে এমন একটি ব্যবস্থা এবং নিয়মাবলীর সহাবস্থানকে বোঝায় যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থের ব্যবহার এবং আদান-প্রদান হয়।

6.1 লেনদেন উদ্বৃত্ত :- কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে, এক দেশের অধিবাসীদের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের ধারাবাহিক হিসাবকে ওই দেশের লেনদেন উদ্বৃত্ত বা লেনদেনের হিসাব (BOP) বলে।

লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল—

i) দৃশ্যমান দ্রব্যসমূহের বাণিজ্য।

ii) অদৃশ্য দ্রব্যের বা বিষয়ের বাণিজ্য (সেবাকার্য সমূহ)।

iii) মূলধনের আদান-প্রদান (প্রাপ্তি এবং প্রদান)।

iv) একমুখী হস্তান্তর/হস্তান্তর আয়সমূহ।

লেনদেন উদ্বৃত্তের দুটি মুখ্য খাত আছে— চলতি খাত এবং মূলধনী খাত।

6.2.1 চলতি খাতের মুখ্য উপাদানসমূহ : চলতি খাতে মূলত দ্রব্য ও সেবার রপ্তানি এবং আমদানির সাথে সাথে হস্তান্তর পাওনার হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয়।

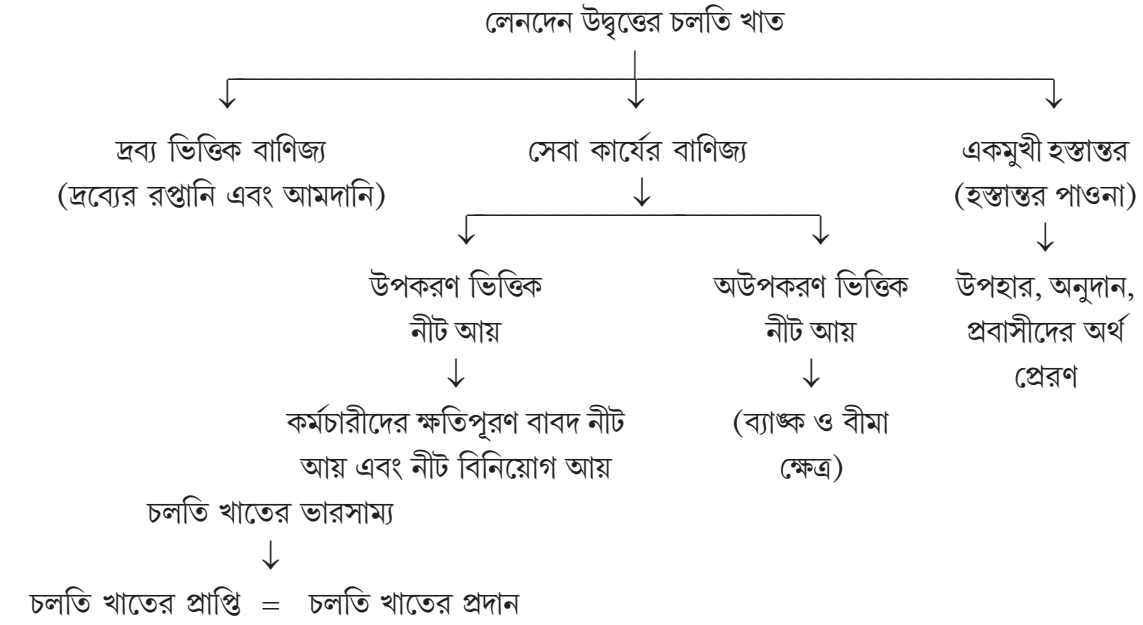

চলতি খাতে ভারসাম্যতার দুটি উপাদান রয়েছে—

i) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত বাণিজ্য। (দৃশ্যমান দ্রব্যের বাণিজ্য)/দ্রব্যের রপ্তানি-আমদানি। উদাহরণ— চাল, আপেল।

ii) অদৃশ্য খাতের উদ্বৃত্ত (সেবাকার্যের রপ্তানি-আমদানি, আয়ের প্রবাহ এবং হস্তান্তর আয়) উদাহরণ : ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজ সংক্রান্ত সেবাকার্য, উপহার, অনুদান ইত্যাদি।

6.2.2 মূলধনী খাতের মুখ্য উপাদানসমূহ :- সম্পদের সকল আন্তর্জাতিক লেনদেনের রেকর্ড (হিসাব) রাখা হয় মূলধনী খাতে।

উদাহরণ— অর্থ, স্টক, বন্ড, সরকারি ঋণপত্র, সম্পদের ক্রয়-বিক্রয়, FDI (বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনোয়োগ), FII (বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ), বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্য।

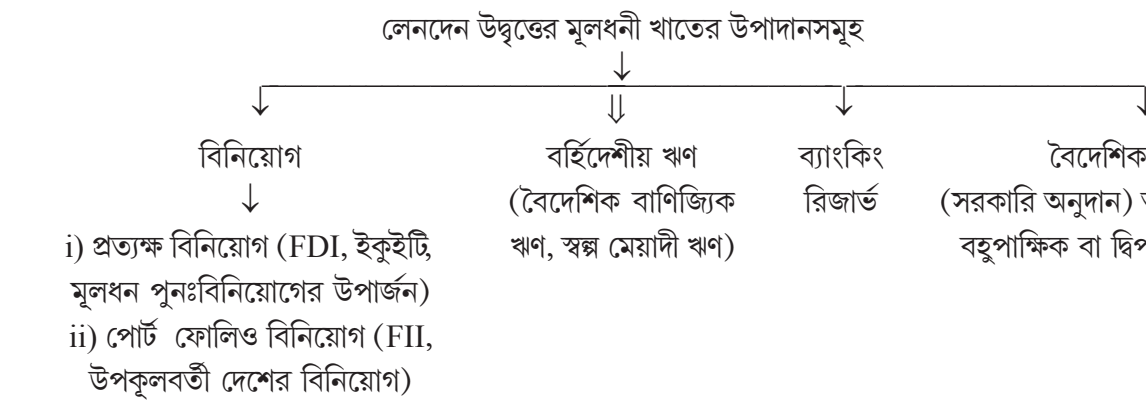

মূলধনী খাতের লেনদেন সরকারের সম্পদ এবং দায়ভারের অবস্থানকে পরিবর্তন করে। কিন্তু চলতি খাতের লেনদেন সরকারে সম্পদ এবং দায়ভারকে পরিবর্তন করে না। (সম্পদ হল সেই সকল দ্রব্য যাদের অর্থমূল্য আছে)

মূলধনীখাতে ভারসাম্য দেখা দেবে যখন মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ এবং মূলধনের বহিঃপ্রবাহ সমান হবে।

মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ > মূলধনের বহিঃপ্রবাহ = মূলধনীখাতে উদ্বৃত্ত।

মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ < মূলধনের বহিঃপ্রবাহ = মূলধনীখাতে ঘাটতি।

6.3 লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যতা : কোন দেশের লেনদেন ব্যালেন্সের ভারসাম্যতা তখনই বোঝা যাবে যখন চলতি খাতের এবং মূলধনী খাতের লেনদেনের সমষ্টি শূন্য হবে।

চলতি খাত + মূলধনী খাত = ০

লেনদেন ব্যালেন্সের ভারসাম্যহীনতা বলতে বোঝায় লেনদেন ব্যালেন্সের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি। সরকারি সঞ্চয়ের হ্রাসকে বলা হয় সামগ্রিকভাবে লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি। অর্থাৎ,

লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি = স্বয়ংভূত লেনদেন থেকে অর্থ প্রাপ্তি < স্বয়ংভূত লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ প্রদান।

সরকারি সঞ্চয়ের বৃদ্ধিকে বলা হয় সামগ্রিক লেনদেন ব্যালেন্সের উদ্বৃত্ত। অর্থাৎ,

লেনদেন ব্যালেন্সের উদ্বৃত্ত = স্বয়ংভূত লেনদেন থেকে অর্থ প্রাপ্তি > স্বয়ংভূত লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ প্রদান।

6.4 স্বয়ংভূত এবং সমতাকারক লেনদেন/ক্রিয়াকলাপ :

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেনগুলোকে স্বয়ংভূত লেনদেন বলা হয় যখন লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ থেকে কেবলমাত্র মুনাফা অর্জনের জন্য লেনদেন করা হয়।

অন্যদিকে সমতাকারক লেনদেনের ক্রিয়াকলাপ লেনদেন উদ্বৃত্তের ব্যবধান দ্বারা নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ লেনদেন উদ্বৃত্তের ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্তের অবস্থান রয়েছে কিনা।

স্বয়ংভূত লেনদেনের বিষয়গুলোকে বলা হয় 'লাইনের উপরের বিষয়' (above the line items)। কিন্তু সমতাকারক লেনদেন ক্রিয়াকলাপের বিষয়গুলোকে বলা হয় 'লাইনের নিচের বিষয়' (below the line items)।

মুখ্য স্বয়ংভূত বিষয়সমূহ	**মুখ্য সমতাকারক লেনদেন বিষয়সমূহ**
i) দ্রব্য ও সেবাকার্যের সকল রপ্তানি এবং আমদানি।	i) IMF এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ঋণ।
ii) হস্তান্তর পাওনা অথবা একমুখী পাওনা।	ii) বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার। (কেবলমাত্র মূলধনী খাত)
iii) মূলধনী খাতের লেনদেনসমূহ (চলতি খাত এবং মূলধনী খাত উভয়ই)।	

ত্রুটি ও বিচ্যুতি মূলত লেনদেন উদ্বৃত্তের খাতে তথ্যের উৎস এবং সংকলনজনিত কারণে সৃষ্ট অসাম্যতাকে প্রকাশ করে। সুতরাং এটিও চলতি ও মূলধনী খাতের সাথে লেনদেন উদ্বৃত্তে (BOP) অন্তর্ভুক্ত হয়।

6.5 লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতা : লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতা (ঘাটতি) বিভিন্ন কারনে ঘটে—

লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতার কারন

অর্থনৈতিক কারণসমূহ	**সামাজিক কারণসমূহ**	**রাজনৈতিক কারণ**
a) মুদ্রাস্ফিতি/মুদ্রাসংকোচন	a) প্রদর্শন প্রভাবসমূহ	a) রাজনৈতিক অস্থিরতা
b) সম্পর্ক উন্নতির জন্য ব্যয়সমূহ	b) পছন্দ, ফ্যাসন এবং চয়নের পরিবর্তন	b) সরকারি নীতি
c) চাহিদার বৃদ্ধি/হ্রাস	c) আন্তঃসীমান্ত প্রভাব	
d) দ্রব্য ও সেবার আমদানি-রপ্তানি		

লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতার (ঘাটতির) কিছু প্রভাব—

i) ইহা দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারকে হ্রাস করে।

ii) ইহা উন্নয়নের গতিকে ধীর করে।

iii) একটি দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতা (ঘাটতি) দূর করতে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে—

i) রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান।

ii) আমদানি পরিবর্ততা এবং প্রতিবন্ধকতা নীতি রূপায়ন

iii) মুদ্রাস্ফিতি হ্রাস।

iv) অবমূল্যায়ণ এবং অবচয়।

তার পাশাপাশি সরকার লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতাকে (ঘাটতি) প্রভাবিত করতে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক নীতি সমূহ (ব্যাঙ্ক রেট, নগদ জমার অনুপাত, খোলা বাজার কারবার) এবং রাজস্বনীতি সমূহের (করের ছাড়, ভর্তুকি) ব্যবহার করতে পারে।

6.6 বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় বাজার :- যে বাজারে জাতীয় মুদ্রাগুলো একে অপরের বিনিময়ে কেনাবেচা হয় তাকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজার বলে।

বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের প্রধান অংশগ্রহণকারীরা হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ডিলাররা, অন্যান্য অনুমোদন প্রাপ্ত ডিলাররা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ।

একটি নির্দিষ্ট দেশের নিজস্ব অভ্যন্তরীন মুদ্রা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার মুদ্রাকে বলা হয় বৈদেশিক মুদ্রা।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (ফোরেক্স হার) হল অন্য কোনো দেশের মুদ্রার নিরিখে কোনো একটি দেশের মুদ্রার দাম। উদাহরণ— যদি এক ডলারের বিনিময়ে 60 টাকা প্রদান করা হয়, তবে বিনিময় হার হল 60 অর্থাৎ প্রতি একক ডলারের জন্য 60 টাকা দিতে হবে।

বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ের বাজারের ধরণ—

1) **স্পট বাজার :** এই বাজারে বিদেশি মুদ্রার কেবলমাত্র স্পট লেনদেন বা চলতি লেনদেনের বিষয়গুলো পরিচালনা করা হয়। যাতে একে স্পট বাজার বা চলতি বাজার বলে।

2) **অগ্রবর্তী বা ফরওয়ার্ড বাজার :** এটি এমন একটি বাজার যেখানে আজকের সময়ের (বর্তমানে) নির্ধারিত হারে ভবিষ্যতে বিদেশি মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

বিদেশি মুদ্রার বাজারের কার্যকারিতা—

i) আন্তর্জাতিক স্তরে বিদেশি মুদ্রার হস্তান্তর।

ii) বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ঋণ প্রদান।

iii) বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ের বিপদকে প্রশমিত করা।

বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি হয়—

1) অন্যান্য দেশ থেকে দ্রব্য ও সেবাকার্যাদি ক্রয় করার জন্য।

2) দেশের বাহিরে উপহার-অনুদান প্রেরণ করার জন্য।

3) দেশের বাহিরের আর্থিক সম্পদ ক্রয় করার জন্য (শেয়ার, বণ্ড)।

4) বিদেশ ভ্রমণের জন্য।

5) বিদেশি কোম্পানিতে সরাসরি বিনিয়োগ করার জন্য।

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান— বৈদেশিক মুদ্রার যোগান সৃষ্টি হয়—

1) নিজের দেশ থেকে দ্রব্য ও সেবাকার্যাদির রপ্তানির জন্য।

2) বিদেশি বিনিয়োগের জন্য (FDI, FII).

3) বিদেশিদের দ্বারা প্রদান করা উপহার এবং হস্তান্তর পাওনার জন্য।

4) নিজের দেশে বিদেশিদের দ্বারা সম্পদ ক্রয়ের জন্য।

5) বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য।

6.7 বিনিময় হার : স্থির বিনিময় হার, নমনীয় বিনিময় হার এবং ভাসমান (floating) বিনিময় হারের মাধ্যমে কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

স্থির বিনিময় হার : দুই বা ততোধিক দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার যা কোনো এক স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং মাঝে মধ্যে পুনঃ নির্ধারিত করা হয়। ইহা সরকারিভাবে স্থির করা হয়, মূলত সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই হার কখনো বাজার শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

স্থির বিনিময় হারের দুটি পদ্ধতি রয়েছে— i) স্বর্ণমান দণ্ড, ii) ব্রেটন উডস মানদণ্ড।

নমনীয় বিনিময় হার : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের চাহিদা এবং যোগান শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে নির্ধারিত হওয়া একটি বিনিময় হার।

ভাসমান বিনিময় ব্যবস্থা : এইটি একটি পদ্ধতি যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারের শক্তির দ্বারা মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণকে

অনুমোদন করে তবে বিনিময় হারকে প্রভাবিত করার জন্য হস্তক্ষেপও করে। এই ধরনের বিনিময় হারকে "dirty floating" ও বলে।

প্রত্যেকটি বিনিময় ব্যবস্থার কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে।

স্থির বিনিময় প্রথা মূলত বিনিময় হারের নিশ্চয়তার কারনে স্থিরতা প্রদান করতে পারে এবং বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ স্বর্ণ এবং বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থায় মুদ্রার অবমূল্যায়ন বা অধিক মূল্যায়ন হতে পারে।

নমনীয় বিনিময় হার সরকারকে অধিক নমনীয় অবস্থানে রাখে এবং এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা হয় না। সাধারণত লেনদেন ব্যালেন্সের উদ্বৃত্তের এবং ঘাটতি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঠিক হয়ে যায়। তবে অনেক সময় বাজারে অস্থিরতা এবং ফাটকা কারবার সৃষ্টি হতে পারে।

বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ— বিদেশি মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমেই বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

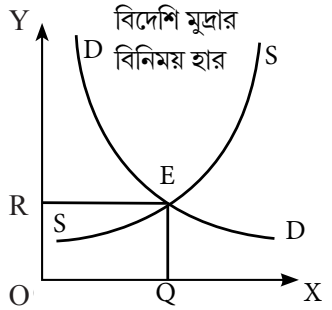

বিদেশি মুদ্রার চাহিদা যোগান

মুদ্রার বিনিময় হারকে তখনই ভারসাম্য বিনিময় হার বলা যায় যখন বিদেশি মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণ সমান হয়।

প্রদত্ত চিত্রে, SS রেখাটি বিদেশি মুদ্রার যোগানকে প্রদর্শন করে (ঊর্ধ্বমুখী রেখা)। DD রেখা মূলত বিদেশি মুদ্রার চাহিদাকে প্রদর্শন করে যা একটি নিম্নমুখী রেখা। E বিন্দুতে DD (চাহিদা) এবং SS (যোগান) সমান হয়। যেখানে ভারসাম্য বিনিময় হারকে সূচিত করে (OR)।

উপরন্তু ফাটকা কারবার, সুদের হার এবং সার্বজনীন দামস্তর এবং আয়স্তর (খরচ) বিনিময় হারকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্থির বিনিময় হারের ব্যবস্থায় সরকার বাণিজ্যের পরিমাণকে (রপ্তানি-আমদানি) প্রভাবিত করার জন্য বিনিময় হারকে নির্দিষ্টভাবে স্থির করে।

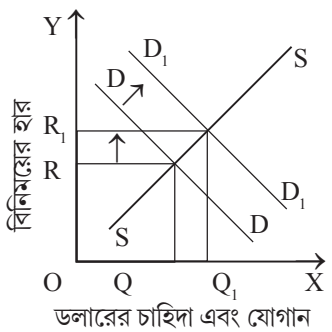

ডলারের চাহিদা এবং যোগান

যখন সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় (দেশিয় মুদ্রা সস্তা হয়) তখন তাকে অবমূল্যায়ন বলে (Devaluation)।

পুনঃ মূল্যায়ন (Revaluation) ঘটবে যখন সরকারের গৃহীত ব্যবস্থায় বিনিময় হার হ্রাস পায় (দেশিয় মুদ্রা মহার্ঘ বা দামি হয়)।

মুদ্রার অবমূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়ন কেবলমাত্র স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থায় ঘটতে পারে।

তাছাড়া নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থার অধীনে বিনিময় হারের পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে। যথা মুদ্রার উপচয় (appreciation) এবং মুদ্রার অবচয় (depreciation)।

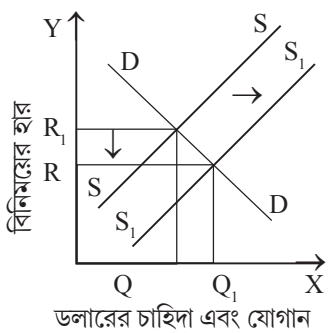

ডলারের চাহিদা এবং যোগান

মুদ্রার অবচয় বলতে বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে দেশীয় মুদ্রার মূল্য (দাম) হ্রাসকে বোঝায়। যদি $1 (এক ডলার) এর দাম 70 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 75 টাকা হয়। তবে একে মুদ্রার (টাকার) অবচয় হয়েছে বলা যায়। এতে বিদেশের মধ্যে দেশীয় জিনিস সস্তা হয়ে যায়। সুতরাং দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রার উপচয় বলতে বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে দেশীয় মুদ্রার মূল্য (দাম) বৃদ্ধিকে বোঝায়।

যদি $1 (এক ডলার) এর দাম 75 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 70 টাকা হয়। তবে একে মুদ্রার (টাকার) উপচয় হয়েছে বলা যায়। এতে দেশের মধ্যে বিদেশি জিনিস সস্তা হয়ে যায়। সুতরাং দেশের আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

যোগান স্থির রেখে যদি বিদেশি মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়।

চাহিদা স্থির রেখে, যদি বিদেশি মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায় তবে বিনিময় হার হ্রাস পায়।

অনুশীলনী

1.1 নিচের উদ্বৃতিগুলো কি সত্য না কি মিথ্যা?

1. চলতি খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত (BOP) এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত একই হয়। (সত্য/মিথ্যা)
2. মূলধনের প্রাপ্তি হল লেনদেন উদ্বৃত্তে (BOP) একটি খরচের (debit) বিষয় (উপাদান)। (সত্য/মিথ্যা)
3. লেনদেন উদ্বৃত্ত সবসময় ভারসাম্যহীন থাকে। (সত্য/মিথ্যা)
4. সেবাকার্যের রপ্তানি মূলত অদৃশ্য রপ্তানির অন্তর্গত একটি বিষয়। (সত্য/মিথ্যা)
5. লেনেদেন উদ্বৃত্তের (BOP) খাতে চলতি এবং মূলধনি উভয় খাতেই অন্তর্ভুক্ত। (সত্য/মিথ্যা)
6. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রদর্শন প্রভাব লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসামহীনতা সৃষ্টি করবে। (সত্য/মিথ্যা)
7. অবমূল্যায়ন নীতি লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতা শোধরাতে সাহায্য করে। (সত্য/মিথ্যা)
8. নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থায় দেশগুলো নিজেদের আর্থিক নীতি রূপায়ণে অধিক স্বাধীনতা পায়। (সত্য/মিথ্যা)
9. নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (সত্য/মিথ্যা)
10. প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) লেনদেন উদ্বৃত্তের মূলধনী খাতের মূল উপাদান। (সত্য/মিথ্যা)
11. 'কোটা' হল আমাদানির ক্ষেত্রে পরিমাণগত সীমা। (সত্য/মিথ্যা)
12. মুদ্রার অবচয় (Depreciation) বলতে দেশিয় মুদ্রার বাহ্যিক মূল্য (বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে) হ্রাস পাওয়াকে বোঝায়। (সত্য/মিথ্যা)
13. স্থির বিনিময় হার ফাটকা কারবারকে উৎসাহিত করে। (সত্য/মিথ্যা)
14. বিদেশি মুদ্রার চাহিদা রেখা হল ঊর্ধ্বমুখী ঢালের। (সত্য/মিথ্যা)
15. দেশে সুদের হার বাড়লে তা দেশিয় মুদ্রার এপ্রিসিয়েশন (উপচয়) ঘটায়। (সত্য/মিথ্যা)

1.2 সঠিক উত্তর বাছাই করো (MCQ) :

1. লেনদেন উদ্বৃত্তের কোন বিষয়গুলোকে লাইনের উপরের বিষয়ও বলা হয়?

   a) স্বয়ংভূত বিষয়সমূহ, b) সমতাকারক বিষয়সমূহ, c) দৃশ্যমান বিষয়সমূহ, d) অদৃশ্য খাতের বিষয়সমূহ।

2. দ্রব্যসমূহের রপ্তানি এবং আমদানির মূল্যায়নের পার্থক্যকে কি বলে?

   a) লেনদেন উদ্বৃত্ত, b) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, c) বিদেশি মুদ্রাসমূহ, d) নোংরা বা ন্যাকারজনক ভাসমানতা (Dirty flow).

3. মুদ্রার উপচয় বা এপ্রিসিয়েশনে, দেশিয় মুদ্রার—

a) মূল্যমান শূন্য হয়, b) মূল্যমান বৃদ্ধি পায়, c) মূল্যমান হ্রাস পায়, d) কোনটাই নয়।

4. অন্য মুদ্রার মূল্যমানের ভিত্তিতে কোন মুদ্রার দাম হল—

a) বাণিজ্য হার, b) সুদের হার, c) বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার, d) লেনদেন উদ্বৃত্ত।

5. কোনটি লেনদেন উদ্বৃত্তের অদৃশ্য খাতের বিষয়?

a) ব্যাঙ্ক পরিষেবা, b) জাহাজ পবিষেবা, c) যোগাযোগ পরিষেবা, d) সবগুলো।

6. প্রতিকূল (ঘাটতি) লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থান দূর করার ব্যবস্থাপনাগুলি হল—

a) মুদ্রার অবমূল্যায়ন, b) রপ্তানি পরিবর্ততা, c) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, d) সবগুলোই।

7. নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার স্থির হয়—

a) সরকার দ্বারা, b) দর কষাকষির ক্ষমতার মাধ্যমে, c) IMF দ্বারা, d) চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহের দ্বারা।

8. এখানে কোথায় অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে—

a) রপ্তানি > আমদানি, b) রপ্তানি < আমদানি, c) রপ্তানি = আমদানি, d) কোনটাই নয়।

9. স্বয়ংভূত লেনদেন সংগঠিত হয়—

a) কেবলমাত্র চলতি খাতে, b) কেবলমাত্র মূলধনী খাতে, c) চলতি এবং মূলধনী উভয় খাতে, d) কোনটাই নয়।

10. যন্ত্রপাতির রপ্তানির বিষয়টি হিসেব করা হয়—

a) চলতি খাতের খরচের দিকে, b) চলতি খাতের জমার দিকে, c) মূলধনী খাতের জমার দিকে,

d) মূলধনী খাতের খরচের দিকে।

11. বিদেশে উপহার এবং অর্থ প্রেরণের বিষয়গুলি হিসেব করা হয়—

a) চলতি খাতের জমার দিকে, b) চলতি খাতের খরচের দিকে, c) মূলধনী খাতের জমার দিকে,

d) মূলধনী খাতের খরচের দিকে।

12. কোন বিদেশি মুদ্রার লেনদেন যখন অন্য কোন ধরনের বিদেশি মুদ্রার লেনদেনের উপর নির্ভর করে, তাকে বলে—

a) চলতি খাতের লেনদেন, b) মূলধনী খাতের লেনদেন, c) স্বয়ংভূত লেনদেন,

d) সমতাকারক লেনদেন/ক্রিয়াকলাপ।

13. লেনদেন উদ্বৃত্ত হল একটি ——— ধারণা।

a) মজুত, b) প্রবাহ, c) উভয়ই, d) কোনটাই নয়।

14. ——— লেনদেন মূলত স্বয়ংভূত লেনদেনের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি মেটানোর জন্য গৃহীত হয়—

a) চলতি খাত, b) মূলধনী খাত, c) সমতাকারক লেনদেন, d) কোনটাই নয়।

15. একমুখী হস্তান্তর (হস্তান্তর পাওনা) হল—

a) মূলধনী খাতের অংশ, b) চলতি খাতের অংশ, c) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত খাতের অংশ,

d) লেনদেন উদ্বৃত্ত এবং চলতি খাতের অংশ।

16. কোন বিনিময় হারটি সরকার দ্বারা প্রশাসনিকভাবে ঘোষিত হয়—

a) স্থির বিনিময় হার, b) নমনীয় বিনিময় হার, c) নিয়ন্ত্রিত বা ভাসমান বিনিময় হার, d) কোনটাই নয়।

17. অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে, যখন কোন দেশে বিদেশি মুদ্রার দাম হ্রাস পায়, তখন জাতীয় আয় সাধারণ—

a) বৃদ্ধি পায়, b) হ্রাস পায়, c) বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, d) কোন প্রভাব পড়ে না।

18. মুদ্রার——— ক্ষেত্রে এক একক মার্কিন ডলারের জন্য কম পরিমাণ টাকা (দেশীয় মুদ্রা) প্রদান করতে হয়।

a) উপচয় (Appreciation), b) অবচয় (Depreciation), c) অবমূল্যায়ন, d) কোনটাই নয়।

19. ভাসমান বিনিময় হার স্থির হয়—

a) বাজার শক্তির দ্বারা, b) সরকারের মাধ্যমে, c) যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা, d) RBI।

20. সরকারে সম্পদ এবং দায়ভারের অবস্থানের পরিবর্তন হয়—

a) চলতি খাতের লেনদেনের মাধ্যমে, b) মূলধনী খাতের লেনদেনের মাধ্যমে, c) (a) এবং (b) উভয়ই,

d) কোনটাই নয়।

1.3 শূন্যস্থান পূরণ :

1. ঘাটতির সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সঞ্চিত বৈদেশিক বিক্রি মুদ্রা করে। যাকে বলে _____।
2. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এর চাহিদা রেখা _____ স্থানান্তরিত হবে।
3. বৈদেশিক মুদ্রার যোগান হ্রাস পেলে এর যোগান রেখা _____ স্থানান্তরিত হবে।
4. _____ হল আমদানির উপর পরিমাণগত সীমা।
5. _____ হল বাণিজ্যিগত করসমূহ।
6. IMF প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল _____ সালে।
7. _____ যা অনেক দেশ গ্রহণ করেছিল যেখানে স্থির দামের অর্থের বিনিময়ে স্বর্ণ গচ্ছিত রাখা হলেও তা কম রাখা হত বা কোনো স্বর্ণ রাখা হত না।
8. বর্হিদেশীয় ঋণ হল লেনদেন উদ্বৃত্তের _____ খাতের উপাদান।
9. পরিষেবা ক্ষেত্রের বাণিজ্য (ব্যাঙ্কিং, বিমা) হল লেনদেন উদ্বৃত্তের _____ খাতের উপাদান।
10. ভারতীয়রা যখন বিদেশের দ্রব্য ক্রয় করে তখন এই বাবদ খরচটা আয়ের চক্রাকার প্রবাহ থেকে _____ হয়ে হারিয়ে যায়।

1.4 অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

1. স্থির বিনিময় হার কি?

2. বিদেশি মুদ্রা কি?
3. মুদ্রার অবমূল্যায়নের সংজ্ঞা দাও।
4. মুদ্রার অবচয় এর সংজ্ঞা দাও।
5. $1 = ₹50$ থেকে $1 = ₹60$ তে পরিবর্তিত হওয়াকে কি বলে?
6. স্পট বিনিময় হার বলতে কি বোঝায়?
7. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার কি?
8. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেখানে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন একটি বাজার (মুদ্রার) বিনিময় হারের নাম করো।
9. বাণিজ্যের দৃশ্যমান বিষয়সমূহ বলতে কি বোঝায়?
10. বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলতে কি বোঝায়?
11. বাণিজ্য উদ্বৃত্তে কখন ঘাটতি দেখা দেয়?
12. মূলধনী খাত বলতে কি বোঝায়?
13. স্বয়ংভূত লেনদেন বলতে কি বোঝায়?
14. আমদানির পরিমাণ হিসেব করো, যখন বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হল (–400) কোটি টাকা এবং রপ্তানির পরিমাণ হল 300 কোটি টাকা।
15. লেনদেন উদ্বৃত্তের চলতি খাতের অন্তর্গত 'পরিষেবা বাণিজ্যের' একটি উদাহরণ দাও।

2. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (3/4 এর মানের)

i) বিদেশি মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি হয় কেন?
ii) কিসের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি মুদ্রার প্রবেশ নির্ধারিত হয়?
iii) লেনদেন উদ্বৃত্তের স্বয়ংভূত এবং সমতাকারক লেনদেন এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো।
iv) লেনদেন উদ্বৃত্ত (BOP) এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (BOT) এর মধ্যে পার্থক্য কি কি?
v) স্থির বিনিময় হার এবং নমনীয় বিনিময় হারের পার্থক্য কি?
vi) স্থির বিনিময় হারের সুবিধাগুলো বর্ণনা করো।
vii) স্থির বিনিময় হারের অসুবিধাগুলো বর্ণনা করো।
viii) মুদ্রার উপচয় (Appreciation) এবং অবচয় (Depreciation) এর পার্থক্য কি কি?
ix) নমনীয় বিনিময় হারের সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করো।
x) 'ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা' বলতে কি বোঝ?
xi) লেনদেন উদ্বৃত্তের চলতি খাতের লেনদেন এবং মূলধনী খাতের লেনদেনের পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
xii) বিদেশি মুদ্রার চাহিদার উপর মুদ্রার উপচয় (appreciation) এর প্রভাব কিরূপ হয়?

3. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (6 এর মানের)

i) লেনদেন উদ্বৃত্তের চলতি খাত বলতে কি বোঝায়? লেনদেন উদ্বৃত্তের চলতি খাতের উপাদানগুলি (বিষয়সমূহ) ব্যাখ্যা করো।

ii) লেনদেন উদ্বৃত্তের মূলধনী খাত বলতে কি বোঝায়? লেনদেন উদ্বৃত্তের মূলধনী খাতের উপাদানগুলো (বিষয়সমূহ) ব্যাখ্যা করো।

iii) লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতার কারনগুলো আলোচনা করো।

iv) লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসামহীনতা দূর করার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।

v) নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিনিময়ের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো)

1.1 সত্য/মিথ্যা প্রশ্নপত্রের উত্তর :

1) মিথ্যা, 2) মিথ্যা, 3) মিথ্যা, 4) সত্য, 5) সত্য, 6) সত্য, 7) সত্য, 8) সত্য, 9) মিথ্যা, 10) সত্য,
11) সত্য, 12) সত্য, 13) মিথ্যা, 14) মিথ্যা, 15) সত্য,

1.2 সঠিক উত্তর বাছাইয়ের উত্তর :

1) (a), 2) (b), 3) (b), 4) (c), 5) (d), 6) (d), 7) (d), 8) (a), 9) (c), 10) (b), 11) (b), 12) (d),
13) (b), 14) (c), 15) (d), 16) (a), 17) (b), 18) (a), 19) (a), 20) (b).

1.3 শূন্যস্থান পূরণে উত্তরসমূহ :

1. সরকারি সঞ্চয় বিক্রি,
2. ডানদিকে,
3. বাঁদিকে,
4. কোটা,
5. বাণিজ্য শুল্ক (Tariff)
6. 1944.
7. স্বর্ণমূল্য মান / স্বর্ণ বিনিময় মান,
8. মূলধনী,
9. চলতি,
10. নির্গত /নির্গমন।

1.4

1. স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থা হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সরকার দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।
2. বৈদেশিক মুদ্রা বলতে কোন দেশের দেশিয় মুদ্রা ব্যতিত অন্য সকল মুদ্রাকেই বোঝানো হয়।
3. মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলতে স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থায় অন্য সকল বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে দেশিয় মুদ্রার মূল্য (দাম) হ্রাসকে বোঝায়।
4. মুদ্রার অবচয় বলতে নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে দেশিয় মুদ্রার মূল্য (দাম) হ্রাসকে বোঝায়।
5. ইহা দেশীয় মুদ্রার অবচয় বা অবমূল্যায়ণকে বোঝায়।
6. স্পট বিনিময় হার হল তাৎক্ষণিকভাবে বা আজকে কোন মুদ্রার বিনিময়ে অন্য মুদ্রার বিনিময়ের পরিমাণ।

7. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হল অন্য কোনো দেশের মুদ্রার নিরিখে কোন একটি দেশের মুদ্রার দাম।

8. নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবর্তনীয় (ভাসমান) হার ব্যবস্থা।

9. বাণিজ্যে দৃশ্যমান বিষয়সমূহ বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যেগুলো কোন দ্রব্য বা বস্তু দিয়ে তৈরি এবং যা চোখে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় এবং পরিমাপ করা যায়। যেমন— কার্পাস, জুট ইত্যাদি।

10. বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলতে কেবলমাত্র দৃশ্যমান বিষয়সমূহের (দ্রব্য) রপ্তানি এবং আমদানি মূল্যের পার্থক্যকে বোঝায়।

11. যখন রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যমান আমদানি দ্রব্যের মূল্যমান অপেক্ষা কম হয়।

12. মূলধনী খাত হল একটি দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তের সেই অংশ, যেখানে দেশের স্বাভাবিক বাসিন্দাদের সাথে অবশিষ্ট বিশ্বের সেই সকল লেনদেনের হিসাব রক্ষা করা হয়, যার ফলে দেশের সম্পদ এবং দায়ভারের পরিবর্তন ঘটে।

13. মুনাফা সর্বাধিকরণ, সুদবাবদ অর্থ উপার্জন প্রভৃতি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অর্থ ব্যবস্থায় যে সকল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেন সংগঠিত হয়, তাদের স্বয়ংভূত লেনদেন বলে।

14. আমরা জানি, বাণিজ্য উদ্বৃত্ত = রপ্তানি – আমদানি
(BOT)

$\Rightarrow$ রপ্তানি = আমদানি – বাণিজ্য উদ্বৃত্ত

= 300 – (–400)

= 300 + 400

= 700 কোটি টাকা।

15. ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, জাহাজ, পরিবহণ, বীমাক্ষেত্র ইত্যাদি।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

দ্বাদশ শ্রেণি

ভাগ-B

অধ্যায়-1

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা

1757 সালের পলাশির যুদ্ধের পর ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয় যা প্রায় দুশো বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং তা আমাদের দেশের ভাগ্য বদলে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতকে পর্যায়ক্রমে তাদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতির মাধ্যমে শোষণ করা। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখা। তাই যখন 1947 সালে তারা ভারত ছাড়ে তখন আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে একটি পঙ্গু, পিছিয়ে পড়া ও স্থবির অর্থনীতি পেয়েছি।

1.1. স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:

a) **স্থবির অর্থব্যবস্থা :** স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্থবীর অবস্থায় যেখানে আয়ের কোন বৃদ্ধি ছিল না। 1860-1945 সময়কালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 0.5% প্রতি বছর। ফলস্বরূপ এখানে ছিল ব্যাপক দারিদ্র্য এবং খুব নিম্নমানের জীবনযাত্রা।

b) **পিছিয়ে পড়া অর্থনীতি :** স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা ছিল প্রাচীন অবস্থায় যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল খুবই কম (1947-48 সালে মাত্র 230 টাকা)। ফলে ব্যাপক অংশের জনগণ ছিল দরিদ্র, বেকার, সাথে ছিল অপর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান।

c) **পিছিয়ে পড়া কৃষিক্ষেত্র :** কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতার হার ছিল খুবই কম, যা ছিল GDP এর মাত্র 50%। এর মূল কারণ ছিল প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার। উৎপাদিত খাদ্যশস্য কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ছিল।

d) **পিছিয়ে পড়া শিল্পক্ষেত্র :** ভারতে মূল ও ভারি শিল্প এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনে তখন প্রচুর ঘাটতি ছিল। এর জন্য ভারতকে সর্বদা ব্রিটেন থেকে আমদানির উপর নির্ভর করতে হতো। ঔপনিবেশিক সরকার ব্রিটেনের পণ্যাদির জন্য ভারতীয় বাজার প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল।

e) **পিছিয়ে পড়া পরিকাঠামো :** পরিকাঠামোগত সুবিধা যেমন যোগাযোগ ও পরিবহণ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ছিল খুবই নগণ্য। এক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে কিছু উন্নয়ন করা হয়েছিল মূলত ঔপনিবেশিক সরকারের নিজ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে।

f) **আধা-সামন্ততান্ত্রীক অর্থব্যবস্থা :** স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থব্যবস্থা ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক যেখানে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদীর মিশ্র একটি উৎপাদন ব্যবস্থা চালু ছিল। ফলে উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম ও তাই ভাবতের অর্থব্যবস্থায় অনেকটা পিছিয়ে ছিল।

1.2. স্বাধীনতার প্রাক্কালে কৃষির অবস্থা :

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা ছিল প্রাচীন ও স্থবির। কৃষিব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্টগুলো ছিল—

a) **জমির বন্দোবস্ত ব্যবস্থা :** কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার প্রায় সবটাই তখন জমিদাররা খাজনা রূপে দখল করতো এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে তারা কোন প্রকার চেষ্টা করতো না।

b) **বাণিজ্যিকীকরণ :** কৃষকদের তখন বাধ্য করা হতো যাতে তারা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল (যেমন তুলা, নীল ইত্যাদি) উৎপাদন করতে, যেগুলো ইংল্যান্ডের শিল্পক্ষেত্রের জন্য কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানি করা হতো।

c) **স্বল্পস্তরের উৎপাদনশীলতা :** কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা তখন খুবই কম ছিল কারণ কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির ব্যবহার হতো, সেচব্যবস্থার স্বল্পতা ছিল, সার ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের অনীহা ছিল, জমির বহুখণ্ডতা ইত্যাদি।

d) **বিনিয়োগ স্বল্পতা :** কৃষিক্ষেত্রে তখন বিনিয়োগ এর স্বল্পতা ছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ, আধুনিক প্রকৌশল (প্রযুক্তি) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রায় নগণ্য ছিল।

1.3. স্বাধীনতার প্রাক্কালে শিল্পক্ষেত্রের অবস্থা :

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রটি খুবই দুর্বল এবং শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শিল্পক্ষেত্রের বৈশিষ্ট ছিল নিম্নরূপ—

a) **অব-শিল্পায়ন :** ব্রিটিশ সরকার ভারতে অবশিল্পায়নের উদ্দেশ্যে 'দ্বৈতমনোভাব' গ্রহণ করেছিল যেখানে একদিকে ভারতকে ব্রিটেনের শিল্পক্ষেত্রের জন্য সস্তায় কাচামাল সরবরাহকারীতে রূপান্তর করেছিল এবং অন্যদিকে ভারতকে ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যের একটি দামি আমদানিকারকে পরিণত করেছিল। ফলে রপ্তানি ও আমদানি উভয় দিকেই ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। ব্রিটেনের উৎপাদিত পণ্যের বাজারকে শক্তিশালী করতে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের পৃথিবী বিখ্যাত হস্তশিল্প কারখানাগুলোকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

b) **মূলধনী পণ্যের শিল্পের ঘাটতি :** ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে খুবই অল্পসংখ্যক মূলধনী শিল্প কারখানা ছিল এবং ব্রিটিশ সরকার কখনোই এই ক্ষেত্রটির উন্নয়নে কোন মনোযোগ দেয়নি।

c) **সরকারি ক্ষেত্রের সীমিত ভূমিকা :** তখনকার সময়ে সরকারি ক্ষেত্র শুধুমাত্র রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর ও অন্যান্য বিভাগীয় উদ্যোগ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।

d) **আধুনিক শিল্পক্ষেত্রের ঘাটতি :** আধুনিক শিল্পক্ষেত্রের নামে তখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কিছু পাটকল, বিহারে টাটা আয়রণ এন্ড স্টিল কোম্পানি (TISCO), মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কিছু কাপড় তৈরির কারখানা ছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ছিল সিমেন্ট, কাগজ, রাসায়নিক ইত্যাদি।

1.4. স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য:

ভারতে পণ্য উৎপাদন, বাণিজ্য ও শুল্কের উপর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন বাধা ও সীমাবদ্ধতার নীতির জন্য ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যিক কাঠামো, গঠন ও পরিমাণের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল নিম্নরূপ—

a) ভারত তখন একটি কাঁচামাল রপ্তানিকারক ও ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছিল।

b) ব্রিটিশ সরকার ভারতের আমদানি ও রপ্তানিতে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। সুয়েজখাল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজগুলোর প্রত্যক্ষ পথ হিসাবে কাজ করেছিল।

c) ব্রিটিশ শাসনকালে ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক দপ্তর স্থাপনে, ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যয়ভার বহণে এবং পরিসেবামূলক অদৃশ্য আমদানি খাতে ভারতের রপ্তানি উদ্বৃত্ত অপচয় হতো।

1.5. স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতে জনতাত্ত্বিক চিত্র : (জনসংখ্যা বিষয়ক চিত্র)

ব্রিটিশ শাসনকালের জনতাত্ত্বিক পরিস্থিতি তখন ভারতীয় অর্থনীতির অচল ও পিছিয়ে পড়া সমস্ত বৈশিষ্টগুলোকে প্রদর্শন

করেছিল। 1881 সালে প্রথম সরকারি আদমসুমারিতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অসমতার প্রকাশ ঘটে। জনতাত্ত্বিক চিত্রটি ছিল এইরূপ—

a) জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিল বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি। জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে 48 এবং মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 40।

b) শিশু মৃত্যুর হার ছিল খুবই চিন্তাজনক— প্রতি হাজারে 218।

c) সার্বিক সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র 16%, যেখানে নারী শিক্ষার হার ছিল নগণ্য মাত্র 7%।

d) মানুষের গড় আয়ুস্কাল ছিল মাত্র 44 বৎসর, যা 2014-15 সালে ছিল 63 বছর।

e) সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার পরিসর খুবই সীমিত ছিল কারণ ব্রিটিশ সরকার স্বাস্থ্যখাতে খুবই কম ব্যয় করতো। ফলে জল ও বায়ুবাহিত রোগে প্রতি বছর প্রচুর মানুষের মৃত্যু হতো।

f) GDP মাথাপিছু আয় কম থাকায়, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের প্রকোপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

1.6. স্বাধীনতার প্রাক্কালে পরিকাঠামোগত অবস্থা :

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক উন্নয়ন হয়েছিল তা হল রেল ব্যবস্থা, জল পরিবহণ ব্যবস্থা, সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ। এর পেছনে ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজ স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

a) সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণ ছিল— ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনী পাঠানো, দুর্গম অঞ্চল হতে কাঁচামাল নিকটবর্তী বন্দর ও রেলস্টেশনে পৌঁছানো যাতে ঐগুলো ইংল্যান্ডে বা অন্য কোন লাভজনক স্থানে পাঠানো যায়।

b) রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল— ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা, বন্দরগুলির সাথে সংযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা মুনাফা অর্জন এবং ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগ করা।

c) ডাক ও তার টেলিগ্রাফ বিভাগকে উন্নত করা হয়েছিল যাতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কায়েম করার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।

1.7. স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের পেশাগত পরিকাঠামো :

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের পেশাগত পরিকাঠামোর অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কারণ তখন কৃষিক্ষেত্রের প্রাধান্য ছিল এবং সর্বত্র আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

a) তখন কৃষিক্ষেত্রে ছিল সর্বাধিক নিযুক্তি, যা মোট কর্মী সংখ্যার প্রায় 72%, কারিগরি (উৎপাদন) ও পরিষেবা ক্ষেত্রে যে হার ছিল যথাক্রমে 10% ও 18% মাত্র।

b) ভারতে তখন পেশাগত ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এই অঞ্চলগুলোতে কৃষিতে কম নিযুক্তির হার লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং কারিগরি (উৎপাদন) ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বেশি নিযুক্তি ছিল। অন্যদিকে ওড়িশা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধিক নিযুক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

উপরের সমস্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে তাদের নিজের দেশ ব্রিটেনের উন্নয়নের জন্য যোগানদাতার অর্থনীতি হিসাবে ব্যবহার করা। তারা যেসব নীতিগুলো গ্রহণ করেছিল তা ছিল মূলত ভারতকে শোষণ করে নিজেদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত ও উন্নত করার জন্য এবং এই নীতিগুলোর ফলে ভারতেও

কিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই ইতিবাচক প্রভাবগুলো হল—

a) ব্রিটিশ সরকার কৃষিতে যে বাণিজ্যিকীকরণ পদ্ধতি চালু করেছিল এর ফলে ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়।

b) সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সমগ্র দেশে পণ্য ও কাচামাল পরিবহণ সহজ ও সস্তা হয়েছিল এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা সহায়তা করেছিল।

c) যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দুর্ভিক্ষ ও খরা প্রবণ অঞ্চলগুলোতে সহজে ও কম সময়ে খাদ্যদ্রব্য পাঠানো সম্ভব হয়েছিল।

d) ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় লেনদেনের পরিবর্তে আর্থিক লেনদেন পদ্ধতি চালু হয়েছিল।

e) ব্রিটিশ সরকার দেশে কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছিল যা জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল এবং এগুলো আমাদের নীতি নির্ধারক পরিকল্পনাবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্দের জন্য সহায়ক হয়েছিল।

অনুশীলনী

1. খুব সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :- (1 Mark)

A. সত্য/মিথ্যা লিখো :

a) স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল উন্নত।

b) স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতে জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ বেশি ছিল।

c) স্বাধীনতার সময় ভারত প্রাথমিক পণ্যের একটি নীট রপ্তানিকারক ছিল।

d) স্বাধীনতার সময়ে ভারতের বেশিরভাগ লোক কৃষিক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ছিল।

e) ‘ জমি বন্দোবস্তো ব্যবস্থা’ ছিল কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতার অন্যতম কারণ।

B. শূন্যস্থান পূরণ করো :

a) দেশ ভাগের পরে ——— স্বল্পতার জন্য ভারতের পাট শিল্প খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল

b) ——— কে মহান বিভাজনের বছর (Year of great divide) রূপে ধরা হয়।

c) ব্রিটিশ শাসনকালে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হল———।

d) ——— সালে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে রেলপথ চালু করেছিল।

e) ——— শিল্পগুলো মূলত বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হতো, যেগুলো বিশেষত বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

C. সঠিক উত্তর নির্বাচন :

a) উচ্চ শিশু মৃত্যু নির্দেশ করে—

(i) চরম দারিদ্র্য (ii) দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবা

(iii) (i) ও (ii) উভয়ই (iv) কোনটিই নয়।

b) স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের জনতাত্ত্বিক (জনসংখ্যাবিষয়ক) চিত্রটি ছিল—

(i) উচ্চ জন্মহার (ii) উচ্চ মৃত্যুহার

(iii) উচ্চ শিশু মৃত্যু হার (iv) উপরের সবগুলোই।

c) স্বাধীনতার প্রাক্কালে সমাজের লিঙ্গ বৈশম্যর নির্দেশক হল—

(i) মৃত্যুর হার (ii) শিক্ষার হার

(iii) শিশু মৃত্যুর হার (iv) আয়ুষ্কাল।

d) ১ম আনুষ্ঠানিক আদমসুমারী হয়েছিল—

(i) 1891 সালে (ii) 1921 সালে

(iii) 1781 সালে (iv) 1881 সালে।

e) ব্রিটিশ শাসনকালে কোন শিল্পটি সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল।

(i) সিমেন্ট, (ii) হস্ততাঁত শিল্প, (iii) কাগজ, (iv) লৌহ ও ইস্পাত।

f) ভারতে অর্ধেকেরও বেশি বৈদেশিক বাণিজ্য সীমিত ছিল—

(i) চিনের সাথে (ii) ব্রিটেনের সাথে

(iii) শ্রীলঙ্কার সাথে (iv) কোরিয়ার সাথে।

g) হস্ততাঁত শিল্পের পতনের ফলে যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল তা হল—

(i) মারাত্মক বেকারত্ব সৃষ্টি (ii) চূড়ান্ত পণ্যের আমদানি

(iii) (i) ও (ii) উভয়ই (iv) কোনটিই নয়।

h) হস্ততাঁত শিল্পের পতনের কারণ হল—

(i) ব্রিটিশের শুল্ক পদ্ধতি (ii) মেশিনজাত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা

(iii) চাহিদার নতুনত্ব (iv) সবগুলোই।

D. এক শব্দ বা লাইনে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

a) স্থবির অর্থব্যবস্থা কি?

b) পেশাগত পরিকাঠামো কি?

c) শিশু মৃত্যু হার কি?

d) আয়ুষ্কাল কি?

e) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কি বোঝায়?

f) দেশ ভাগের পর খাদ্য স্বল্পতার কারণ কি ছিল?

g) ব্রিটিশ শাসনকালে দারিদ্র্য ও পশ্চাদপসরণ এর মূল কারণগুলো কি?

h) ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের মাথাপিছু আয় নির্ধারণকারী কয়েকজন অর্থনীতিবিদের নাম লিখো।

2. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :- (3/4 Marks)

a) ব্রিটিশ শাসনকালে কেন কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনশীলতা লক্ষ্য করা যেত?

b) দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে কিভাবে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কাজে এসেছিল?

c) ব্রিটিশ শাসনকালে দেশের 'মূলধনী শিল্প' কি অবস্থায় ছিল?

d) ব্রিটিশ শাসনকালে 'ভারতের সম্পদের নির্গমন' সম্পর্কে টিকা লিখো।

e) ভারতে রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য লিখো।

f) "হস্ততাঁত শিল্পের ধ্বংসের জন্য ভারতের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল"— মন্তব্য লিখো।

g) ভারতের অবশিল্পায়নের জন্য ব্রিটিশ সরকারের "দ্বৈত মনোভাব নীতির" ব্যাখ্যা করো।

h) কিভাবে রপ্তানি উদ্ধৃত্ত ভারতের জন্য অসুবিধার কারণ হয়েছিল?

3. দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন :- (6 Marks)

a) ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের শিল্প ব্যবস্থার কি পরিস্থিতি ছিল— ব্যাখ্যা করো।

b) ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষিক্ষেত্রের স্থবিরতার মূল কারণগুলো কি কি?

c) ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের পেশাগত পরিকাঠামো কিরূপ ছিল।

d) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতের জনতাত্ত্বিক চিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

e) ভারতে ব্রিটিশ সরকার যেসব ভাল কাজ করেছিল তা উল্লেখ করো।

f) স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিলো।

g) ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কি অবস্থা ছিলো— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর সংকেত

1. A) সত্য/মিথ্যা :

(a) মিথ্যা (b) মিথ্যা (c) সত্য (d) সত্য (e) সত্য

1. B) শূন্যস্থান পূরণ :

(a) কাঁচামাল (b) 1921 (c) রেল (d) 1850 (e) পাট

1.C) সঠিক উত্তর :

(a) iii (b) iv (c) ii (d) iv (e) ii (f) ii (g) iii (h) iv

1.D)

a) যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির হার খুবই কম বা শূন্য হয়।

b) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের মধ্যে কর্মসংস্থানের বন্টন।

c) প্রতি 1000টি শিশুর জন্মের সময় হতে এক বছরের মধ্যে মৃত্যু হার (সংখ্যা)।

d) একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত গড় বছর।

e) নিজস্ব ভোগের জন্য উৎপাদন হতে বাণিজ্যিক কারণে উৎপাদনের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন।

f) বেশিরভাগ উর্বর ও উৎপাদনশীল অঞ্চল (পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধ) পাকিস্তানের হাতে চলে যাওয়ায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

g) উচ্চ মৃত্যু হার ও স্বল্প আয়ুষ্কাল।

h) দাদাভাই নৌরজী, ভি. কে. আর. ভি. রাও, উইলিয়াম ডিগবি, আর.সি. দেশাই প্রমুখ।

অধ্যায়-2

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা (1950-1990)

1947 সালের 15ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। তখন ভারতের নেতৃত্বদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভারতের জন্য উপযুক্ত এবং কার্যকর:— যে ব্যবস্থার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় অংশের পরিবর্তে সার্বিকভাবে সবার কল্যাণ হতে পারে।

প্রতিটি অর্থব্যবস্থায় যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হল—

a) কি উৎপাদন হবে অর্থাৎ, উৎপাদনের পছন্দ।

b) কিভাবে উৎপাদন হবে অর্থাৎ প্রযুক্তির পছন্দ।

c) কাদের জন্য উৎপাদন হবে অর্থাৎ দেশের জনগণের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার বন্টন।

এই তিনটি হচ্ছে কোন অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সমস্যা।

2.1 অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে সেইসব ব্যবস্থাগুলোকে বা উপায়সমূহকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোন অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলোকে সমাধান করা যায়। মূলত তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে—

a) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলোর নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা ও পরিচালনা সরকারের হাতে থাকে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হল সমাজ কল্যাণ এবং উৎপাদন পরিচালিত হয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই অর্থ ব্যবস্থায় কোন প্রতিযোগিতা থাকে না এবং আয়ের বন্টন প্রায় সমান।

b) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলির নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা ও পরিচালনা ব্যক্তিগত হাতে থাকে। উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা এবং উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালিত হয় বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় ফার্ম/উৎপাদকদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা থাকে এবং আয়ের বন্টন খুবই অসম হয়।

c) মিশ্র অর্থব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সরকার ও ব্যক্তিগত উভয়ের হাতেই থাকে। সরকারি ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য হল সামাজিক কল্যাণ কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন। প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে থাকে এবং আয়ের বন্টনে যথেষ্ট বৈষম্য থাকে।

ভারত মিশ্র অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতে শক্তিশালী সরকারি ক্ষেত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হবে এবং এর সাথে সাথে জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো বজায় থাকবে।

2.2 অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ ব্যবস্থায় পরিকল্পনার সমন্বয় ও উপলব্ধ সম্পদের

ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু পূর্ব নির্ধারিত অর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যকে পূরণ করা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে ভারত সরকার 1950 সালে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। কমিশন পরিকল্পনার সময়সীমাকে পাঁচ বছর স্থির করে এবং এর থেকেই শুরু হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমা ছিল 1951 সালে ১লা এপ্রিল হতে 1956 সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। প্রতিটি পরিকল্পনায় ভারতের উন্নয়নের মূল লক্ষ্যগুলোকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। লক্ষ্যগুলো হল:-

a) **প্রবৃদ্ধি/বিকাশ :** প্রবৃদ্ধি হল দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ, দেশের উৎপাদনশীল মূলধনের মজুত বৃদ্ধি বা উৎপাদনে মূলধন ও পরিষেবার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি বা সহায়ক ক্ষেত্রের প্রসার ঘটানো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম সূচক হল দেশের GDP এর ক্রমাগত বৃদ্ধি।

b) **আধুনিকীকরণ :** এর মূল লক্ষ্য হল নতুন ও আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য ও সেবাকার্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যেমন— লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ বা নারীদের সমান অধিকার প্রদান ইত্যাদি।

c) **আত্ম নির্ভরতা :** এর মানে হল বাহ্যিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা। প্রথম সাতটি পরিকল্পনাতেই এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে করে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। বৈদেশিক নির্ভরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য তাই আত্মনির্ভরতার নীতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

d) **সাম্যতা :** এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ভারতবাসীই যাতে করে তার মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) পূরণ করতে পারে এবং আয় ও সম্পদের অসম বন্টন যাতে দূর হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রদানও হল 'সাম্যতা'র একটি অন্যতম লক্ষ্য।

2.3 কৃষি :

যেহেতু কৃষিক্ষেত্রেই বেশিরভাগ লোক জীবিকার জন্য নির্ভরশীল, তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হতেই কৃষির উপর গুরত্ব প্রদান করা হয়েছিল। যে দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরত্ব প্রদান করা হয়েছিল তা হল— ভূমি সংস্কার ও সবুজ বিপ্লব।

2.3.1 ভূমি সংস্কার :

জমির মালিকানার পরিবর্তনই হল ভূমি সংস্কার। কৃষিতে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে তা প্রয়োজন ছিল। এটা নিম্নলিখিত দুটি উপায়ে করা হয়—

a) **মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ :** এর জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যাতে প্রকৃত চাষিকে জমির মালিক করা যায়। মালিকানার অধিকারের ফলে কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী হয়েছিল এবং তা কৃষির বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

b) **জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারন :** একজন ব্যক্তি কত পরিমাণ জমির মালিক হতে পারবে তার উর্ধ্বসীমা নির্ধারন করা হয়েছিল। ঐ সীমার পর বাকি সব জমি সরকারের হাতে চলে আসে যা ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষুদ্র চাষিদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এটি কৃষিক্ষেত্রে সমতা আনতে এবং কিছু মানুষের হাতে জমির মালিকানার কেন্দ্রীকরণ কমাতে সহায়ক হয়েছিল।

2.3.2 সবুজ বিপ্লব :

1960 এর দশকের মাঝামাঝি সময় হতে উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার, পরিমিত জলসেচ, কীটনাশক ইত্যাদির প্রয়োগের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়— যাকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়। প্রাথমিকভাবে তা শুধুমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা,

অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে সীমিত থাকলেও পরবর্তী সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও তা ছড়িয়ে পরে। সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের ভাল প্রভাবগুলো হল—

a) অধিক উৎপাদনের ফলে কৃষকদের নিজস্ব ভোগের পরেও অতিরিক্ত যে খাদ্যশস্য থাকত তা বাজারে বিক্রয় করতে পেরেছিল ফলে বাজারজাত উদ্ধৃত্ত বৃদ্ধি পায়।

b) সরকারের পক্ষেও বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে মজুত (Buffer stock) ভাণ্ডার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়— যাতে খাদ্যাভাবের সময় কাজে লাগানো যায়।

c) উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাজারে খাদ্যশস্যের দাম হ্রাস পায় এবং নিম্ন আয়ের মানুষরা এই দাম হ্রাসের ফলে লাভবান হয়।

d) সবুজ বিপ্লবের ফলে মরসুমী (Seasonal) বেকারত্ব হ্রাস পায়। কারণ একই জমিতে সারা বছর বিভিন্ন চাষাবাদের ফলে প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন হয়।

এইসব ভাল দিকগুলোর সাথে সাথে সবুজ বিপ্লবের কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে—

a) সবুজ বিপ্লবের ফলে মূলত ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়নি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর মত উন্নত রাজ্যগুলোতেই তা সীমিত ছিল।

b) ব্যয় সাপেক্ষ উপকরণের (উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ইত্যাদি) ব্যবহারের জন্য সবুজ বিপ্লব ক্ষুদ্র ও বড় চাষিদের মধ্যে অসাম্যতা সৃষ্টি করেছিল, কারণ অপেক্ষাকৃত ধনি চাষিদের পক্ষেই এইসব ব্যয়বহুল উপকরণ ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

c) কৃষিতে যান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

d) যেহেতু উচ্চ ফলনশীল বীজ এর চারা গাছগুলো সহজেই পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হতো তাই সবুজ বিপ্লবের উৎপাদন পদ্ধতিতে বেশ ঝুঁকি ছিল।

যদিও সরকার এই ঝুঁকি কমাতে স্বল্প সুদের হারে ঋণ ও ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছিল যাতে ক্ষুদ্র চাষিরা সবুজ বিপ্লবের সুফল পেতে পারে। তবে সরকারের প্রদত্ত এই ভর্তুকিকে সমালোচনায় পরতে হয়, কারণ প্রকৃত ভুর্তুকি প্রাপকরা এর থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং বর্ধিষ্ণু চাষিরা এর সুযোগ নিয়েছিল। তার সাথে ভর্তুকির ফলে সরকারের উপর আর্থিক বোঝাও চাপে।

2.4 শিল্পোন্নয়ন :

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতিবস্ত্র শিল্প ও পাট শিল্পে ভারত অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্রকরণের সাথে সাথে এর ভিত্তিকেও বিস্তার করার প্রয়োজন ছিল।

2.4.1 শিল্পোন্নয়নে সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা :

শিল্পোন্নয়নে সরকারি ক্ষেত্রের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে—

a) বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে শিল্পোন্নয়নে বিনিয়োগ করার মতো মূলধন ছিল না।

b) বেসরকারি হাতে মূলধন থাকলেও বিনিয়োগ করার মতো বৃহৎ বাজার এখানে ছিল না।

c) সমাজকল্যাণের লক্ষ্য পূরণ শুধুমাত্র সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পোন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব ছিল।

2.4.2 1956 সালে শিল্পনীতির সিদ্ধান্ত সমূহ (IPR-1956)

শিল্পনীতি হল বিভিন্ন নীতিমালার বিস্তৃত সমন্বয় যা দেশের বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত করে। 1956 সালের 30শে এপ্রিল ভারতে 'শিল্পনীতির সিদ্ধান্তগুলো' (Industrial Policy Resolution) গৃহীত হয়। এই IPR-1956-এ বিভিন্ন শিল্পগুলোতে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

a) **১ম ভাগ :** এই ভাগে সেইসব শিল্পগুলোকে রাখা হয় যেগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানাধীন থাকবে। মোট 17টি শিল্পকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল— অস্ত্র ও গোলাবারুদ, পারমাণবিক শক্তি, ভারি ও মূল শিল্প, বিমান, রেল, খনিজ তেল ইত্যাদি।

b) **২য় ভাগ :** এক্ষেত্রে 12টি শিল্পকে রাখা হয় যেখানে সরকারি ক্ষেত্রের সাথে বেসরকারি ক্ষেত্রও পরিপূরকভাবে কাজ করতে পারবে। এতে অন্তভূক্ত হয় এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য খনিজজাত শিল্প, যন্ত্রাংশ, সার ইত্যাদি।

c) **৩য় ভাগ :** বাদবাকি সব শিল্পকে তৃতীয় ভাগে স্থান দেওয়া হয় যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবে কর্মকাণ্ড করতে পারবে। এই ক্ষেত্রকে সরকার লাইসেন্স পদ্ধতিতে, শিল্প আইন 1951 এর আওতায় নিয়ন্ত্রণ করবে।

শিল্প লাইসেন্স হল একটি লিখিত অনুমতিপত্র যা পণ্য উৎপাদনের জন্য সরকার থেকে শিল্প ইউনিটকে নিতে হয়। শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন 1951, সরকারকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছিল। নতুন শিল্প স্থাপন, বিদ্যমান শিল্প ইউনিটের সম্প্রসারণ ও পণ্যের বিবিধকরণের জন্য সরকার থেকে লাইসেন্স নিতে হতো।

এই লাইসেন্স নীতি অনুসারে, সরকার থেকে লাইসেন্স না নিলে কোন নতুন শিল্পের অনুমতি দেওয়া হত না। যদি শিল্প ইউনিটটি অনগ্রসর অঞ্চলে স্থাপন করা হয়, তবে লাইসেন্স পাওয়া সহজতর ছিল।

2.4.3 ক্ষুদ্র আয়তন শিল্প :

একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা মূলত কোন শিল্প এককের সম্পদের উপর অনুমোদিত সর্বোচ্চ বিনিয়োগের ভিত্তিতে করা হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা 1 কোটি টাকা, কিন্তু উন্নতি ও আধুনিকতা এবং প্রতিযোগীতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা 5 কোটি টাকা করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা হল—

a) ক্ষুদ্রায়তনশিল্প হল শ্রম নিবিড় শিল্প, ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

b) স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

c) রপ্তানি বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হয়।

d) হাল্কা যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হওয়ায় বিদেশি দ্রব্য আমদানি খুবই কম থাকে, ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হ্রাস পায়।

e) ক্ষুদ্রশিল্প আঞ্চলিক উন্নয়নের পক্ষে কাজ করে।

কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না তাই সরকার এই ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য কিছু পণ্যকে সংরক্ষণ করেছে, যা শুধু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমেই উৎপাদিত হবে। এইজন্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ বা ছাড় প্রদান করে, যেমন— কর হার হ্রাস, নিম্ন সুদের হারে ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নেওয়া ইত্যাদি।

2.5 বৈদেশিক বাণিজ্য :

ভারত হতে রপ্তানি ও ভারতে আমদানি এই দুটি বিষয়ই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনাকালের শুরুতেই, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূখ্য বিষয় হচ্ছে 'আমদানি বিকল্প'।

2.5.1 বাণিজ্যনীতি : আমদানি বিকল্প

আমদানি বিকল্প বলতে বোঝায়, আমদানিকৃত পণ্যের বিকল্প পণ্য নিজ দেশে উৎপাদন করা। এর মূল উদ্দেশ্য হল—

a) মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়।

b) স্বনির্ভরতার লক্ষ্য পূরণ।

আমদানি বিকল্পের প্রয়োজনীয়তার কারণ হল—

a) দেশীয় উৎপাদকদের বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হতে সুরক্ষিত করা।

b) বিলাশবহুল বৈদেশিক পণ্যের আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করা।

2.5.2 বাণিজ্যনীতি : 'টারিফ ও কোটা' এর মাধ্যমে আমদানি প্রতিরোধ'

a) টারিফ বা বাণিজ্য শুল্ক হল আমদানিকৃত পণ্যের উপর আরোপিত কর। ফলে ঐ পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় ও ভারতে এর ব্যবহারে মানুষকে অনাগ্রহী করে তোলে।

b) কোটার মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ফলে দেশীয় উৎপাদকেরা লাভবান হয়।

2.6 সহায়ক পাঠ :

2.6.1 কৃষি উন্নয়নের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন (1950-1990) : 1950-1990 সালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের মূল্যায়ন নিম্নরূপ—

a) ভূমিসংস্কার ও সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছিল।

b) ভূমি সংস্কারের ফলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং প্রকৃত কৃষকের হাতে জমির মালিকানা ন্যাস্ত হয়।

c) সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংভর হয়।

d) GDP তে কৃষির অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, তবে জনগণের কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়নি।

2.6.2 শিল্পোন্নয়নের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন (1950-1990) : 1950-1990 সাল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে—

a) GDP এর বৃদ্ধির হার 11.8% হতে বৃদ্ধি পেয়ে 24.6% হয়েছিল।

b) সরকারি ক্ষেত্রের অবদানের জন্য 1990 সালের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়

c) ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের ফলে স্বল্প পুঁজিযুক্ত উৎপাদকদের ব্যবসায় সুবিধা হয়েছিল।

d) আমদানি প্রতিস্থাপনের ফলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হতে দেশীয় শিল্প রক্ষা পায়।

e) লাইসেন্সিং নীতির ফলে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়।

f) একটি শক্তিশালী শিল্প ভিত্তি তৈরিতে, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি ক্ষেত্রগুলো একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও এই ক্ষেত্রটি কাজ করছে।

অনুশীলনী

A. সত্য/মিথ্যা লিখো : **(1 mark)**

1. পরিকল্পনা কমিশন ভারতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
2. ভূমিসংস্থার হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য।
3. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।
4. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন।
5. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকার নেই।
6. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কোন প্রতিযোগিতা থাকে না।
7. 'আমদানি শুল্ক' ও 'কোটা' বৈদেশিক আমদানি রুখতে ব্যবহার করা হয়।
8. ফল ও সবজি উৎপাদনের সাথে সবুজ বিপ্লব জড়িত।
9. ভর্তুকি সরকারি অর্থ ব্যবস্থার উপর একটি ভারি বোঝার সৃষ্টি করে।
10. লাইসেন্স ব্যবস্থা সরকারকে শিল্পোৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে।

B. শূন্যস্থান পূরণ করো :

1. ——— অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা সরকার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
2. ——— হল আমদানি পণ্যের উপর আরোপিত কর।
3. স্বাধীনতার পর ভারত ——— অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
4. ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল হলো ———।
5. একজন দেশীয় উৎপাদকের আমদানির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারককে বলা হয়———।

C. সঠিক উত্তর নির্বাচন :

1. নিচের কোনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য—

   (a) প্রবৃদ্ধি (b) ভূমি সংস্কার

   (c) সবুজ বিপ্লব (d) কোনটিই নয়।

2. আমদানি রুখতে সরকার যে ব্যবস্থার সাহায্য নেয় তা হল—

   (a) কোটা (b) আমদানি শুল্ক

   (c) (a) ও (b) উভয়ই (d) (a) ও (b) কোনটিই নয়।

3. কোন সালে ভারতে পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয়?

   (a) 1947 (b) 1951 (c) 1950 (d) 1949

4. 'জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ' হল—

(a) শিল্পক্ষেত্র সংস্কার (b) বাহ্যিক ক্ষেত্র সংস্কার

(c) ভূমি সংস্কার (d) ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার

5. সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মলিকানাধীন শিল্পগুলোকে রাখা হয়েছে IPR. 1956 এর—

(a) ১ম ধারায় (b) ২য় ধারায়

(c) তৃতীয় ধারায় (d) কোনটিই নয়।

6. কোন বছর ভারতে প্রথমবারের মতো উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার শুরু হয়?

(a) 1977 (b) 1766 (c) 1986 (d) 1956

7. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে—

(a) ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র (b) সরকারি ক্ষেত্র

(c) (a) ও (b) উভয়ই (d) (a) ও (b) কোনটিই নয়।

8. মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে—

(a) ব্যক্তিগত ক্ষেত্র (b) সরকারি ক্ষেত্র

(c) (a) ও (b) উভয়ই (d) (a) ও (b) কোনটিই নয়।

D. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (1 Mark)

1. পরিকল্পনা কি?
2. আমদানি শুল্ক কি?
3. কোটা কি?
4. প্রবৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়?
5. একটি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রগত অবদান (Sectoral Composition) কি?
6. আমদানি বিকল্প কি?
7. 'জমির ঊর্ধ্বসীমা' কি?
8. আধুনিকীকরণ কি?
9. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?
10. ভর্তুকির সংজ্ঞা লিখো।

E. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (3/4 Marks)

1. সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও।
2. সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও।
3. ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও।

4. সবুজ বিপ্লবের যে কোন তিনটি ভাল দিক ব্যাখ্যা করো।
5. সবুজ বিপ্লবের যে কোন তিনটি দুর্বলতা ব্যাখ্যা করো।
6. 'আধুনিকীকরণ' হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য— ব্যাখ্যা করো।
7. 'সাম্যতা' হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য— ব্যাখ্যা করো।
8. 1956 সালের শিল্পনীতির সিদ্ধান্তগুলোতে কিভাবে বিভিন্ন শিল্পকে শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছিল?
9. নিয়োগ/কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
10. মিশ্র অর্থব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য লিখো।
11. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য লিখো।
12. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য লিখো।

F. দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন :- (6 Marks)

1. শিল্প লাইসেন্সসিং নীতির ব্যাখ্যা করো।
2. 1950-1990 পর্যন্ত সময়ে কৃষির উন্নয়নে সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করো।
3. 1950-1990 পর্যন্ত শিল্পোন্নয়নের সমালোচনামূলক মূল্যায়ণ করো।
4. 1956 সালের শিল্পনীতি সিদ্ধান্তগুলো ব্যাখ্যা করো।
5. 1950-1990 পর্যন্ত পরিকল্পনা ব্যবস্থার প্রাপ্তি ও ব্যর্থতার দিকগুলো আলোচনা করো।

উত্তর সংকত

A. সত্য/মিথ্যা :

1. সত্য 2. মিথ্যা 3. মিথ্যা 4. সত্য 5. সত্য 6. মিথ্যা 7. সত্য 8. মিথ্যা 9. সত্য 10. সত্য।

B. শূন্যস্থান পূরণ :

1. সমাজতান্ত্রিক 2. আমদানি শুল্ক 3. মিশ্র 4. 1951-1956 5. কোটা।

C. সঠিক উত্তর নির্বাচন :

1. (a) প্রবৃদ্ধি 2. (c) (a) ও (b) উভয়ই 3. (c) 1950 4. (c) ভূমি সংস্কার 5. (a) ১ম ধারায়

6. (b) 1766 7. (a) ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র 8. (c) (a) ও (b) উভয়ই

D. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

1. পরিকল্পনা হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থব্যবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত প্রকল্পের সমন্বয় যা উপলব্ধ সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে পূরণ করতে হয়।
2. আমদানি দ্রব্যের উপর আরোপিত করই হল আমদানি শুল্ক।
3. কোটা হল কোন দেশীয় উৎপাদকের আমদানির সর্বোচ্চ সীমা।
4. প্রবৃদ্ধি হল কোন দেশের পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা।
5. দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের GDP তে মোট যে অবদান তাকে বলে একটি দেশের ক্ষেত্রগত অবদান।
6. আমদানিজাত পণ্যের বিকল্প নিজ দেশে উৎপাদনের নীতিই হল আমদানি প্রতিস্থাপন।
7. কোন ব্যক্তির জমি ধারণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বা সীমানা।
8. নতুন প্রকৌশল ব্যবহার, নতুন উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।
9. একটি অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা।
10. দেশীয় উৎপাদকদের সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান।

অধ্যায়-3

একক II : অর্থনৈতিক সংস্কার-1991 থেকে

উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ণ : একটি মূল্যায়ণ

3.1 1991 সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বৈদেশিক ঋণের নিরিখে খুবই সংকটে ছিল। অর্থব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পরার মতো অবস্থায় ছিল। সরকার বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণ মেটাতে পারছিল না। পেট্রোল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ঊর্ধ্বমুখী দাম সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছিল। কিন্তু আদতে এই অর্থনৈতিক সংকটের মূলে ছিল 1980-র দশকে ভারতীয় অর্থনীতির অদক্ষ ব্যবস্থাপনা। সবকিছুর পরিণতিতে সরকার নতুন ধরনের নীতিমালা প্রবর্তন করে যা আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির গতিমুখে পরিবর্তন আনে।

অর্থনৈতিক সংকট থেকে রেহাই পেতে এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে সরকার নয়া আর্থিক নীতি চালু করে। নয়া আর্থিক নীতিতে বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কারে, বাণিজ্য, সরকারি ক্ষেত্র, আর্থিক ক্ষেত্র ইত্যাদিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের উপর বড়সর ও সুসম্বনিত নীতিমালার সাহায্যে এই অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল।

3.2 ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করার পশ্চাতে বিষয়সমূহ :

ভারতে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার পেছনে মূল বিষয়গুলো হল—

i) **লেনদেন উদ্ধৃত্তে ঘাটতি :** রপ্তানির তুলনায় আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হওয়ায় ভারতে লেনদেন উদ্ধৃত্তে ঘাটতি দেখা দেয় (বৈদেশিক ব্যয় > বৈদেশিক আয়)। ভারতে 1980-81 সালে লেনদেন উদ্ধৃত্তে ঘাটতির পরিমাণ 2214 কোটি টাকা থেকে বেড়ে 1990-91 সালে 17,367 কোটি টাকা হয়।

ii) **সরকারি ক্ষেত্রের কাজকর্মে শ্লথগতি :** অর্থনৈতিক সংস্কারের পেছনে মূল কারণ ছিল সরকারি ক্ষেত্রের কাজকর্মে শ্লথগতি। সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলোর নিম্ন হারে উন্নয়নের ফলে দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দেখা দিয়েছিল।

iii) **বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ভাণ্ডার হ্রাস :** শিল্পায়নকালে অর্থনীতিতে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ দ্রুত হারে বেড়েছিল। এই আমদানি বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ভান্ডারের পরিমাণ কমে যায়। 1980-81 সালে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ভাণ্ডারের পরিমাণ ছিল প্রায় 8,200 কোটি টাকা এবং 1990-91 সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 6,000 কোটিতে।

iv) **মুদ্রাস্ফীতি :** অর্থনীতিতে দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মোট যোগানে স্বল্পতা দেখা দেয়। 1990-91 সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল 16.7 শতাংশ।

v) **রাজকোষ ঘাটতি :** এটা সরকারের ঋণের পরিমাণকে বোঝায়। সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় এই ঘাটতি দেখা দেয় এবং এই ক্রমবর্ধমান ঘাটতি সরকারকে ব্যাঙ্ক, জনগণ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে বাধ্য করে। এটা দেশের দুর্বল আর্থিক অবস্থাকে বোঝায়।

vi) **পরিচালনগত অদক্ষতা :** ভারতে সরকারি ক্ষেত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথাপি, বেশিরভাগ সরকারি ক্ষেত্রের কাজকর্ম ছিল নিরাশাজনক। পরিচালনাগত অদক্ষতার জন্য সরকারকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

3.3 নয়া আর্থিকনীতি : 1991 সালের জুলাই মাসে এই নয়া আর্থিক নীতি ঘোষিত হয়। এই নয়া আর্থিক নীতি বহুদূর বিস্তৃত অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি। NEP-এর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিতে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং অর্থনীতিতে প্রবেশ ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা দূর করা।

নয়া আর্থিকনীতির ব্যবস্থাসমূহ : এই নয়া আর্থিক নীতি মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থা ও কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা।

স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থা : এই ব্যবস্থাগুলো হল স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থা যা মূলত লেনদেন উদ্ধৃত্তজনিত দুর্বলতা দূর করে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা : কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা হল দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যার মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনমনীয়তা দূর করে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলা।

নয়া আর্থিকনীতির উপাদান সমূহ : ভারত সরকার বিভিন্ন নীতিমালা— উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন চালু করেছিল যেগুলো নয়া আর্থিক নীতির উপাদান হিসাবে পরিচিত।

3.4 উদারীকরণ : উদারীকরণ বলতে বোঝায় বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোর প্রবেশ ও প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা বা বাণিজ্য বাধা দূর করা। আর্থিক কাজকর্মের লাগাম টানতে সরকার যে সমস্ত আইন ও বিধিমালা আরোপ করে তা বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 1991 সালের নীতি অনুসারে নয়া অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিতে সরকার এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চেষ্টা করে। যাতে করে বেসরকারি ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হয়।

উদ্দেশ্য :

i) দেশীয় শিল্পগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা।

ii) সরকারের ঋণের বোঝা হ্রাস করা।

iii) বাজারের পরিধি বিস্তৃত করা।

iv) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎসাহিত করা।

v) বৈদেশিক মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা এবং প্রযুক্তির আমদানি করা।

উদারীকরণ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত সংস্কার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় গৃহীত কর্মসূচি

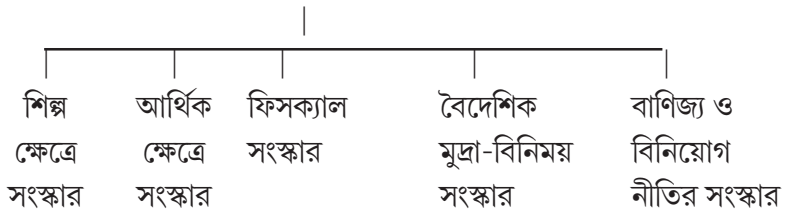

A. শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার : শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সরকার উদারীকরণের যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হল নিম্নরূপ—

শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার

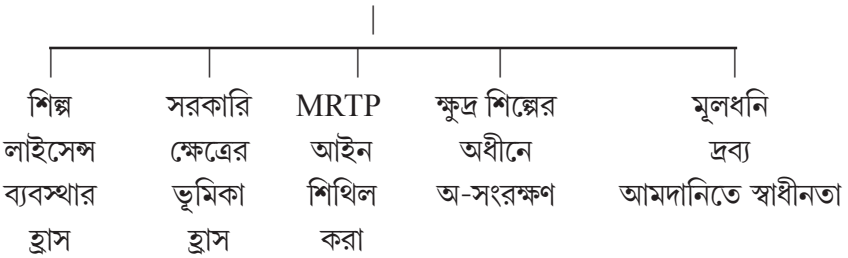

i) শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার হ্রাস : নয়া অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিতে অ্যালকোহল, সিগারেট, বিপদজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্পজাত বিস্ফোরক, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, মহাকাশ ও ঔষধ এগুলো ছাড়া বাদবাকি পণ্য সামগ্রীর জন্য শিল্প লাইসেন্সিং তুলে দেওয়া হয়।

ii) সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা হ্রাস : রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য যেসব শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত রাখা হল সেগুলো হল— প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রেল পরিবহণ।

iii) MRTP আইন শিথিল করা : বৃহৎ শিল্পগুলোকে এখন নতুন করে শিল্প প্রসারের জন্য বা নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার থেকে পূর্ব-অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন থাকছে না।

iv) ক্ষুদ্র শিল্পের অধীনে অসংরক্ষণ : 1991 সালের আগে কিছু কিছু দ্রব্য শুধুমাত্র ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদিত হত, কিন্তু বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্র দ্বারা উৎপাদিত বহু দ্রব্য সামগ্রী অসংরক্ষিত করা হয়।

v) মূলধনী দ্রব্য আমদানিতে স্বাধীনতা : ভারতীয় শিল্পপতিরা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান বিস্তারে বা আধুনিকিকরণে কোন প্রকার বিধিনিষেধ ছাড়াই কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করতে পারে।

B. আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার : আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক , স্টক একচেঞ্জ ও বিদেশি মুদ্রা বিনিময় বাজার। ভারতের আর্থিক ক্ষেত্র ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার

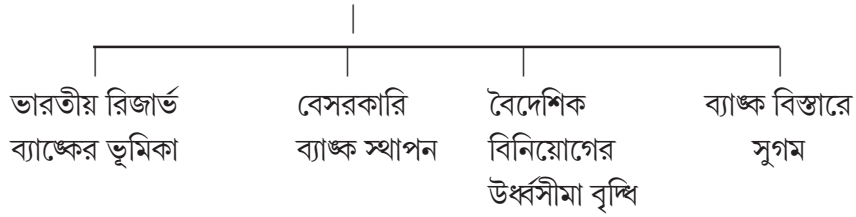

i) **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা পরিবর্তন :** সংস্কারের ফলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা এখন নিয়ন্ত্রক থেকে সহায়তাকারীতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে পরামর্শ ছাড়াই আর্থিক ক্ষেত্রগুলো এখন অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

ii) **বেসরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপন :** সংস্কার নীতির ফলে ভারতীয় এবং বিদেশিরা বেসরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে পারবে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত পরিসেবা প্রদান করা। যদিও ব্যাঙ্কগুলোকে দেশ ও বিদেশ থেকে সম্পদ সৃজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তথাপি পরিচালনগত কিছু বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তদারকি বজায় থাকবে যাতে করে দেশ ও একাউন্টধারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

iii) **বৈদেশিক বিনিয়োগের উর্দ্ধসীমা বৃদ্ধি :** সংস্কার কর্মসূচিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের সীমা বাড়িয়ে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ করা হয়েছে যাতে করে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের আর্থিক বাজারগুলোতে বিনিয়োগ করতে পারে।

iv) **ব্যাঙ্ক বিস্তারে সুগম :** যে সকল ব্যাঙ্ক কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করবে তারা ইচ্ছা করলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন ছাড়াই নতুন শাখা খোলার স্বাধীনতা পাবে।

v) **ফিসক্যাল সংস্কার :** ফিসক্যাল সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হল সরকারের কর কাঠামোর সংস্কার এবং সরকারের ব্যয়নীতির সংস্কার, যাদেরকে সম্মিলিতভাবে ফিসক্যাল পলিসি বা রাজকোষ নীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায় সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

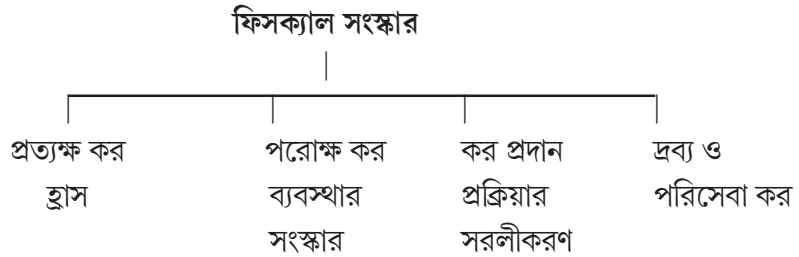

i) **প্রত্যক্ষ কর হ্রাস :** 1991 সালের পর থেকে ব্যক্তিগত আয় করের হার ধারাবাহিকভাবে কমানো হয়েছে। পূর্বে কর্পোরেট করের হারও খুব অধিক ছিল, এই করের হারও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়েছে।

ii) **পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সংস্কার :** সরকার পরোক্ষ করের হারকে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করেছে। যাতে করে দ্রব্য ও পরিসেবার জন্য একটি সার্বজনীন জাতীয় বাজার প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

iii) **কর প্রদান প্রক্রিয়ার সরলীকরণ :** কর দাতাদের কর প্রদানে প্রোৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনেক নিয়মনীতি সরল করা হয়েছে।

iv) **দ্রব্য ও পরিসেবা কর :** পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে সরলীকৃত করা এবং সারাদেশে একই কর হার চালু করার লক্ষ্যে সংসদ একটি আইন পাশ করেছে— পণ্যদ্রব্য ও সেবা কর আইন 2016, যার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি করা, কর ফাঁকি বন্ধ করা এবং 'এক জাতি, এক কর এবং এক বাজার' সৃষ্টি করা।

D. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে সংস্কার : বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচি এই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে করে আমদানি ও রপ্তানিতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং লেনদেন উদ্ধৃত্ত জনিত সংকট থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অন্য কোন একটি দেশের এক একক মুদ্রা বিনিময় করতে নিজ দেশের যে পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন হয়, বৈদেশিক মুদ্রার হার তা পরিমাপ করে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে সংস্কার

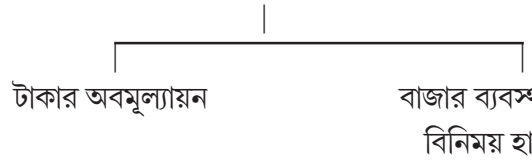

i) **টাকার অবমূল্যায়ন :** অবমূল্যায়ন বলতে সরকার কর্তৃক দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসকে বোঝায়। লেনদেন উদ্বৃত্তের সমস্যা সমাধানে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার (সাপেক্ষে) অঙ্কে টাকার অবমূল্যায়ণ করেছিল, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ii) **বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারন :** নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যে, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে বিভিন্ন মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে যখন বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এখানে সরকার টাকার মূল্যকে তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখে।

E. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির সংস্কার : 1991 সালের পূর্বে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন প্রকার বিধি নিষেধ (শুল্ক ও কোটা) আরোপ করেছিল। কিন্তু এই নীতির ফলে অর্থনীতিতে দক্ষতা ও বিকাশের শ্লথগতি পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সরকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতিতে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির সংস্কার

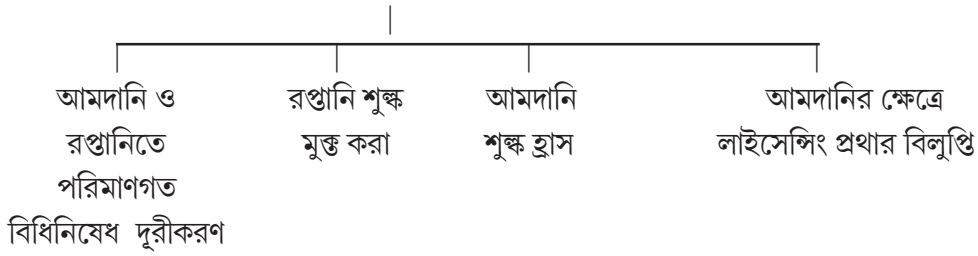

i) **আমদানি ও রপ্তানিতে পরিমানগত বিধিনিষেধ দূরীকরণ :** নয়া আর্থিক কর্মসূচিতে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিমাণগত বাধাগুলো দূর করা হয়েছিল।

ii) **রপ্তানি শুল্ক মুক্ত করা :** পূর্বে সরকার, রপ্তানির ফলে দেশীয় বাজারে যোগানের ঘাটতি যাতে না দেখা দেয় তার জন্য রপ্তানির উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করত। কিন্তু ক্রমে সরকার এই রপ্তানি শুল্ক তুলে দিয়েছে।

iii) **আমদানি শুল্ক হ্রাস :** 1991 সালের পূর্বে সরকার দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে, আমদানির উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করত কিন্তু বর্তমানে এই শুল্ক হার অনেক কমানো হয়েছে।

iv) **আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং প্রথার বিলুপ্তি :** নয়া আর্থিক কর্মসূচিতে বিপদজ্জনক এবং পরিবেশগত সংবেদনশীল শিল্পগুলো ছাড়া সবক্ষেত্রেই আমদানির উপর লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত করা হয়।

উদরীকরণের সুফল :

i) শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথার বিলোপ।

ii) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

iii) বিদেশি প্রযুক্তি আমদানিতে উদারনৈতিক ভাব।

iv) দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ।

v) দারিদ্র্য দূরীকরণ।

vi) দামস্তর নিয়ন্ত্রণ।

উদারীকরণের কুফল :

i) বিদেশের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি।

ii) দেশীয় ইউনিট-এর ক্ষতি।

iii) অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন উন্নয়ন।

3.5 বেসরকারিকরণ : সরকারি ক্ষেত্র থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রে মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার হস্তান্তরকে বেসরকারিকরণ বলে। সরকারি সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ মূলত দু'ভাগে ভাগ হয়—

i) সরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোর মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা থেকে সরকারের সরে দাঁড়ানো বা

ii) সরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোকে সরাসরি বিক্রি করে দেওয়া।

এই সংস্কার কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য :

i) সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করা।

ii) বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে অর্থভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

iii) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে সাহায্য করা।

iv) সরকারি ক্ষেত্রের কাজের চাপ কমানো।

v) দেশে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা।

vi) ভোক্তাদের উন্নত দ্রব্য ও পরিসেবা প্রদান করা।

বেসরকারিকরণের সুফল :

i) বাজেটিয় ঘাটতি হ্রাস করে।

ii) আর্থিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

iii) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কম থাকে।

iv) দায়বদ্ধতা বেড়েছে।

v) ভোক্তার সার্বভৌমত্ব বৃদ্ধি।

vi) নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

vii) বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

viii) শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশে বৃদ্ধি ঘটে।

বেসরকারিকরণের কুফল :

i) সামাজিক স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

ii) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ।

iii) একচেটিয়া ক্ষমতার প্রতিস্থাপন।

iv) শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা।

v) উচ্চমূল্যের দ্রব্যসামগ্রী।

vi) দুর্নীতি।

3.6 বিশ্বায়ন : বিশ্বায়ন হল বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে দেশীয় অর্থনীতির সংযোগস্থাপন। আসলে বিশ্বায়ন হল একাধিক নীতির প্রয়োগজনিত ফলাফল। বৃহত্তর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংযুক্তির পথে পৃথিবীকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত একগুচ্ছ কর্মসূচির ফলাফল হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন এমনভাবে সংযুক্তিকরণ ঘটায় যার ফলে বিশ্বের বহু মাইল দূরের ঘটনাবলী দ্বারা ভারতে কি ঘটছে তা প্রভাবিত হয়।

বিশ্বায়ন প্রসারে নীতিসমূহ :

i) বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসর বৃদ্ধি : এই ধারনাটি হল, বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় প্রবাহ বৃদ্ধি করা।

ii) পরিমাণগত বিধিনিষেধের অবলুপ্তি : 2001 সাল থেকে সমস্ত আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর পরিমাণগত বিধিনিষেধ সম্পূর্ণভাবে তুলে নেয়া হয়।

iii) শুল্ক হ্রাস : ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই শুল্কবাধা তুলে নেওয়া হয়। যার ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

iv) টাকার আংশিক পরিবর্তনীয়তা : বিশ্বায়নের লক্ষ্য অর্জনে ভারতীয় টাকার আংশিক পরিবর্তনীয়তার অনুমোদন দেওয়া হয় যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগ করতে আকর্ষিত করে।

v) দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য নীতি : এই নীতি অনুসারে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে একটি নতুন পাঁচ বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করা হয়।

vi) প্রযুক্তিগত চুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন : 1991 সালের পূর্বে বৈদেশিক প্রযুক্তি বা বৈদেশিক প্রযুক্তিবিদ নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধি নিষেধ ছিল। কিন্তু এখন উচ্চ মানের প্রযুক্তি সম্পর্কিত সব ধরনের বৈদেশিক সহযোগিতা পেতে সরকার নিয়ম কানুন সহজ করেছে।

বিশ্বায়নের সুফল :

i) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে।

ii) আমদানি-রপ্তানি অনুপাতে অনুকূল প্রভাব দেখা যায়।

iii) উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ে।

iv) স্থিতিশীল ও দৃঢ় বিনিময় হার পরিলক্ষিত হয়।

v) সাংস্কৃতিক ঐক্যতার প্রসার ঘটে।

বিশ্বায়নের কুফল :

i) ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ হ্রাস।

ii) বৈদেশিক উদ্যোগক্তাদের মুলধন ও ব্যবস্থাপনায় অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

iii) আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি।

iv) বেকারত্ব বৃদ্ধি।

v) মুনাফার অন্যত্র স্থানান্তর।

vi) পরিবেশের অবক্ষয়।

আউট সোর্সিং : আউটসোর্সিং হল বিশ্বায়নের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের একটি। আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে একটি কোম্পানি নিয়মিতভাবে বাহ্যিক উৎসগুলো থেকে পরিসেবা গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের দেশগুলো থেকে, কিন্তু আগে এই পরিসেবা দেশের অভ্যন্তরেই সম্পাদন করা হত। যেমন আইনি পরামর্শ, কম্পিউটার পরিসেবা, বিজ্ঞাপন, সুরক্ষা এই প্রতিটি উল্লেখিত বিষয়গুলো কোন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে দেশিয় পরিধির মধ্যে থেকেই সাহায্য করতে পারত। ভারতে নিম্ন মজুরি হার এবং সুদক্ষ লোকবলের প্রাপ্যতা সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতকে বিশ্বব্যাপী আউট সোর্সিং-এর একটি গন্তব্যস্থল করেছে। পরিসেবাগুলোর মধ্যে যেমন কল সেন্টার, হিসাবরক্ষণ, ব্যাঙ্কিং পরিসেবা, ফিল্ম এডিটিং, বই প্রতিলিপি করা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ এমনকি ভারতে শিক্ষাদানও উন্নত দেশের কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে আউট সোর্স হচ্ছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাটি 1995 সালে শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ে সাধারণ চুক্তি (GATT)-র উত্তরাধিকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্যাট 1948 সালে 25টি দেশের সাথে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে সকল দেশকে সমান সুযোগ প্রদান করতে প্রতিষ্ঠিত হয়। WTO প্রত্যাশিতভাবে একটি নিয়ন্ত্রিত শাসন দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে কোন দেশই ব্যবসা বাণিজ্যে নিজের ইচ্ছামতো বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে না। উপরন্তু এর উদ্দেশ্য হল উৎপাদন ও সেবাকার্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি করা, বিশ্বের সমগ্র সম্পদের উৎকৃষ্টতম ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে ভারত সুষ্ঠু বিধিনিষেধ গঠন, নীতি প্রণয়ন এবং সুরক্ষা প্রদান এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার সমর্থনে সর্বদা সামনের সারিতে রয়েছে।

উদ্দেশ্য :

i) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য নিয়মাবলি তৈরি করা ও তা কার্যকর করা।

ii) বাণিজ্য উদারীকরণে মধ্যস্ততা ও বাড়তি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করা।

iii) বাণিজ্য বিরোধ নিস্পত্তি করা।

iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সচ্ছতা বাড়ানো।

v) একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ার বিকাশ করা।

vi) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎসাহিত করা।

vii) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করা।

viii) সদস্য দেশগুলোর মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

ix) অর্থনীতিতে পুনর্নিয়োগ স্তর নিশ্চিত করা ও কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি করা।

x) বিশ্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

3.7 LPG নীতিসমূহের মূল্যায়ন : ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় গৃহীত সংস্কার কর্মসূচির সুফল ও কুফল নীচে আলোচনা করা হল—

সুফল :

i) **অর্থনৈতিক বিকাশের হার বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে ভারতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 1980-81 সালের তুলনায় 2007-12 সালে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন 5.6 শতাংশ থেকে বেড়ে 8.2 শতাংশ হয়েছে।

ii) **বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি :** শুল্কে ছাড় দেওয়ায় এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ভাণ্ডার 1990-91 সালের তুলনায় 2014-15 সালে 6 বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে 321 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

iii) **বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** 1991 সালের পরে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1990-91 সালে যেখানে 100 মিলিয়ন ডলার ছিল, 2014-15 সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় 73.5 বিলিয়ন ডলারে।

iv) **রপ্তানি বৃদ্ধি :** রপ্তানি শুল্ক অপসারণের ফলে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

v) **রাজকোষ ঘাটতির নিয়ন্ত্রণ :** 1991 সালের তুলনায় 2016-17 সালে ভারতে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ 8.5 শতাংশ থেকে কমে 3.5 শতাংশে পৌঁছেছে।

vi) **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ :** অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হারও যথেষ্ট পরিমাণ কমেছে। 1991 সালে মুদ্রাস্ফীতির হার যেখানে 16.7 শতাংশ ছিল, 2015-16 সালে তা কমে গিয়ে 4.9 শতাংশ হয়েছে।

vii) **লেনদেন উদ্ধৃত্তে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস :** 1991 সালে গৃহীত নয়া আর্থিক নীতির ফলে লেনদেন উদ্ধৃত্ত ঘাটতির পরিমাণ (চলতি খাতে) যথেষ্ট কমেছে। 1990-91 সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল 9680 মিলিয়ন ডলার, কিন্তু 2016-17 সালে এই ঘাটতির পরিমাণ কমে 152 মিলিয়ন ডলার হয়েছে।

কুফল :

i) **কৃষি ক্ষেত্র উপেক্ষিত :** নয়া আর্থিক নীতিতে যেহেতু শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বেশি জোড় দেওয়া হয়েছে, সে অর্থে, কৃষিক্ষেত্র অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

ii) **বেকারত্ব বৃদ্ধি :** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশের ফলে চাকুরির নিশ্চয়তা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল।

iii) **ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতিকূল প্রভাব :** বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে শুরু করে।

iv) **শিল্প ক্ষেত্রে স্বল্প বৃদ্ধির হার :** সস্তায় আমদানিকৃত দ্রব্য, পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব, উন্নত দেশগুলো

দ্বারা শুল্কবিহীন বাধা চাপানো ইত্যাদি কারণে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমার ফলে শিল্প ক্ষেত্রে স্বল্প বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়।

v) **অফলপ্রসূ বিলগ্নিকরণ নীতি :** সরকারের বিলগ্নিকরণ নীতি দেশিয় বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল ছিল না।

vi) **ভোগবাদের বিস্তৃতি :** নয়া আর্থিক নীতি বিলাশ বহুল দ্রব্য ও উচ্চতর ভোগের দ্রব্য সামগ্রী উৎপানের মাধ্যমে ভোগবাদের বিপদজ্জনক প্রবণতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

vii) **রাজকোষ নীতির অকার্যকারিতা :** সংস্কারকালীন সময়ে কর ছাড়, যার উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি করা এবং কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা। কিন্তু বাস্তবে সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ততটুকু বাড়েনি। শুল্ক হ্রাসের ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ কমে গেছে। তাছাড়া, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার যে কর ছাড়ের সুবিধা প্রদান করেছিল তার ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ আরও কমে যায়।

অনুশীলনী

1. সত্য না মিথ্যা লেখো :

i) নয়া আর্থিক নীতিতে, অর্থনীতির উদারীকরণ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রক থেকে সহায়তাকারীতে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

ii) অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে যখন কাঠামোগত পরিবর্তন হয় তখন তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।

iii) অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ইতিবাচক বিকাশ দেখা যায়।

iv) শিল্প ক্ষেত্রের সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।

v) অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে ভারত বেশিরভাগ বহুজাতিক সংস্থার কাছে আউট সোর্সিং-এর একটি পছন্দের গন্তব্যস্থল হিসাবে পরিণত হয়েছে।

vi) বিলগ্নিকরণ হল উদারীকরণের একটি উদাহরণ।

vii) শিল্প ক্ষেত্রে স্বল্পস্তরের বিকাশের পেছনে মূল কারণ ছিল সস্তায় আমদানিকৃত দ্রব্য।

viii) কর ছাড়া সরকার কর্তৃক সমস্ত আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর প্রতিবন্ধকতাকে বলা হয় শুল্কবিহীন প্রতিবন্ধকতা।

ix) সরকারের নবরত্ননীতি সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলোকে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।

x) আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের ফলে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি পেয়ে 42 শতাংশ পৌঁছেছিল।

2. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

i) নয়া আর্থিক নীতি-1991 কে বলা হয়—

(a) 'L-Turn' নীতি (b) 'S-Turn' নীতি

(c) 'U-Turn' নীতি (d) কোনটাই নয়।

ii) নয়া আর্থিক নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল—

(a) উদারীকরণ (b) বেসরকারিকরণ

(c) বিশ্বায়ন (d) সবগুলোই।

iii) নিম্নলিখিত কোন শিল্পটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত ছিল—

(a) পারমাণবিক শক্তি (b) প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম

(c) সিমেন্ট (d) (a) ও (b) উভয়ই।

iv) দেশের আর্থিক ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কারকে বলা হয়—

(a) কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার (b) রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সংস্কার

(c) আর্থিক ক্ষেত্রের (Financial Sector) সংস্কার (d) কোনটাই নয়।

v) নিম্নলিখিত কোন কারণটির জন্য ভারত 1950-91 সময়কালে লেনদেন উদ্বৃত্তে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

(a) আমদানির পরিমাণ বেশি (b) রপ্তানির পরিমাণ কম

(c) কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্ব (d) (a) ও (b) উভয়ই।

vi) উদারীকরণ নীতিতে নিচের কোন সংস্কারটি অন্তর্ভুক্ত ছিল?

(a) শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার (b) আর্থিকক্ষেত্রে সংস্কার

(c) ফিসক্যাল সংস্কার (d) সবগুলোই।

vii) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংস্কার-এ ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়নের পেছনে যে উদ্দেশ্যটি ছিল, তাহল—

(a) রপ্তানি মূল্য বাড়াতে (b) রপ্তানি মূল্য কমাতে

(c) আমদানি মূল্য বাড়াতে (d) (b) ও (c) উভয়ই।

viii) নিচের কোন সংস্থাটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে হওয়া বিরোধ মেটায়।

(a) আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (b) বিশ্ব ব্যাঙ্ক

(c) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (d) কোনটাই নয়।

ix) নিচের কোনটির বৃদ্ধির ফলে বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে?

(a) FDI (b) FII

(c) (a) ও (b) উভয়ই (d) কোনটাই নয়।

x) নয়া আর্থিকনীতির ফলে কোন ধরনের বাজারের পতন ঘটেছিল?

(a) একচেটিয়া বাজার (b) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

(c) অলিগোপলি বাজার (d) কোনটাই নয়।

3. শূন্যস্থান পূরণ করো :

i) আউট সোর্সিং হল ——— এর একটি উপাঙ্গ স্বরূপ। (উদারীকরণ/বিশ্বায়ন)

ii) ——— সামাজিক স্বার্থ থেকে ব্যক্তি স্বার্থের আধিপত্য বেশি বোঝায়। (বেসরকারিকরণ/উদারীকরণ)

iii) কর ব্যবস্থার সংস্কার হল ——— সংস্কার নীতির মূল উপাদান। (আর্থিক/ফিসক্যাল)

iv) উদারীকরণ ও লেসেজ ফেয়ার ব্যবস্থা— এই দুটি হল ——— বিষয় (একই/ভিন্ন)

v) সরকার অধিগৃহীত সংস্থার শেয়ারের কিছু অংশের বিক্রয়কে বলা হয় ——— (বিলগ্নিকরণ/উদারীকরণ)

vi) অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা ——— (বেড়েছে/কমেছে)

vii) শিল্পক্ষেত্রের সংস্কার কর্মসূচিতে কেবলমাত্র সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যা 17 থেকে কমিয়ে ——— করা হয়েছে। (3/9)

viii) বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভারতে শুল্ক হার ———। (কমেছিল/বেড়েছিল)

ix) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উত্তরাধিকারী সংস্থা হল——— (GATT/IMF)

x) ——— হল নবরত্ন কোম্পানির মধ্যে একটি কোম্পানি। (SAIL/TISCO)

4. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও :

i) অর্থনৈতিক সংস্কার কি?

ii) কত সালে নয়া আর্থিক নীতি ঘোষণা করা হয়?

iii) নয়া আর্থিক নীতি 'কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা' বলতে কি বোঝায়?

iv) 'স্থিতিশীলতা আনয়নকারী ব্যবস্থা' বলতে কি বোঝ?

v) উদারীকরণ বলতে কি বোঝায়?

vi) 'বেসরকারিকরণ' কি?

vii) বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ?

viii) বিলগ্নিকরণ কি?

ix) আউট সোর্সিং কি?

x) টাকার অবমূল্যায়ন বলতে কি বোঝ?

xi) পরিমাণগত বিধিনিষেধ বলতে কি বোঝায়?

xii) MRTP Act এর পুরো নাম লেখো।

xiii) ফিসক্যাল সংস্কার বলতে কি বোঝ?

xiv) দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি কি?

5. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : **(প্রতিটির মান** 3/4)

i) অর্থনৈতিক সংস্কার বলতে কি বোঝ?

ii) 1991 সালের পূর্বে ভারতের অর্থনৈতিক সংকটের পেছনে কি কারণ ছিল?

iii) **টীকা লেখো :**

a) নয়া আর্থিক নীতি-1991. b) টাকার অবমূল্যায়ন।

c) পরিমাণগত বিধিনিষেধ। d) পণ্য এবং পরিসেবা কর।

iv) **উদ্দেশ্য লেখো :**

a) উদারীকরণ। b) বেসরকারিকরণ।

c) বিশ্বায়ন। d) বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থা।

v) পার্থক্য লেখো :

a) দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য।

b) শুল্ক এবং শুল্কবিহীন প্রতিযোগিতা।

c) উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ।

vi) শুল্ক কেন আরোপ করা হয়?

vii) এটা বলা হয় যে নয়া আর্থিক নীতি হল একটি উদারনৈতিক নীতি। তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

viii) বিশ্বায়নের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে?

ix) "উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন নীতির পেছনে মূল কারণ ছিল বৈদেশিক মুদ্রা সংকট।" যুক্তি দাও।

x) "সংস্কার নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে।" কেন?

xi) 1991 সালে বেসরকারিকরণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

xii) উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় গৃহীত নীচের যে কোন একটি সংস্কার কর্মসূচি আলোচনা করো।

a) শিল্প ক্ষেত্রে সংস্কার।

b) আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার।

c) ফিসক্যাল সংস্কার।

d) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ক্ষেত্রে সংস্কার।

e) বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির সংস্কার।

xiii) উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ নীতির পরিনতি হল বিশ্বায়ন— ব্যাখ্যা করো।

xiv) সংস্কার কালীন সময়ে শিল্পক্ষেত্রের মন্দাদশার কারণ কি?

xv) সেবাক্ষেত্রের অধিক বৃদ্ধির পেছনে মূল কারণগুলো কি কি?

xvi) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়া কেন প্রয়োজন?

xvii) তুমি কি মনে করো ভারতের জন্য আউট সোর্সিং ভালো? উন্নত দেশগুলো কেন এর বিরোধী?

xviii) ভারতে এমন কিছু সুবিধা আছে যেগুলোর জন্য ভারত আউট সোর্সিং এর গন্তব্যস্থল হিসাবে সবার পছন্দের। এই সুবিধাগুলো কি কি?

6. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (6 **এর মান**)

i) 1991 সালে ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কি ছিল?

ii) নয়া আর্থিক নীতির উপাদানসমূহ আলোচনা করো।

iii) সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখো—

a) উদারীকরণ। b) বেসরকারিকরণ।

c) বিশ্বায়ন।

iv) LPG নীতিসমূহের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করো।

v) অর্থনীতির বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ? বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রসারে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করো।

vi) অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচির প্রভাব আলোচনা করো।

vii) সামাজিক ন্যায়বিচার ও কল্যাণের প্রেক্ষাপটে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি ব্যাখ্যা করো।

উত্তরমালা

1. i) সত্য ii) সত্য iii) মিথ্যা iv) মিথ্যা v) সত্য vi) মিথ্যা vii) সত্য viii) সত্য ix) সত্য x) মিথ্যা।

2. i) a ii) d iii) d iv) c v) d vi) d vii) d viii) c ix) c x) a.

3. i) বিশ্বায়ন ii) বেসরকারিকরণ iii) ফিসক্যাল iv) ভিন্ন v) বিলগ্নিকরণ vi) কমেছে vii) 3 viii) কমেছিল ix) GATT x) SAIL.

4. i) অর্থনৈতিক সংস্কার বলতে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ, উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিকারী দীর্ঘমেয়াদী, প্রগতিশীল বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয়কে বোঝায়।

ii) 1991 সালে।

iii) কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা হল দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যার মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনমনীয়তা দূর করে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তুলা।

iv) স্থিতিশীল আনয়নকারী ব্যবস্থাগুলো হল স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা যা মূলত লেনদেন উদ্বৃত্তজনিত দুর্বলতা দূর করে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

v) উদারীকরণ বলতে বোঝায় বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগুলোর প্রবেশ ও প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা বা বাণিজ্য বাধা দূর করা।

vi) সরকারি ক্ষেত্র থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রে মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার হস্তান্তরকে বেসরকারিকরণ বলে।

vii) বিশ্বায়ন হল বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে দেশিয় অর্থনীতির সংযোগস্থাপন।

viii) বিলগ্নিকরণ বলতে সরকার অধিগৃহীত সংস্থার শেয়ার বেসরকারি সংস্থার নিকট বিক্রি করাকে বোঝায়।

ix) আউট সোর্সিং হল নিয়মিতভাবে বাহ্যিক উৎসগুলো থেকে পরিসেবা গ্রহণ করাকে বোঝায় (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাইরের দেশগুলো থেকে), যে পরিসেবাগুলো আগে দেশের অভ্যন্তরেই সম্পাদিত হত।

x) টাকার অবমূল্যায়ন বলতে বৈদেশিক মুদ্রা (সাপেক্ষে) অঙ্কে সরকার কর্তৃক দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসকে বোঝায়।

xi) পরিমাণগত বিধিনিষেধ বলতে শুল্কবিহীন বাধাকে বোঝায় যা আমদানি ও রপ্তানির উপর আরোপ করা হয়।

xii) Monopoly Restrictive Trade Practice Act.

xiii) সরকারের কর কাঠামোর সংস্কার ও ব্যয়নীতির সংস্কারকে সম্মিলিতভাবে ফিসক্যাল সংস্কার বলা হয়।

xiv) দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বলতে দুটি দেশের মধ্যে হওয়া বাণিজ্য চুক্তিকে বোঝায়।

অধ্যায়-4

দারিদ্র্য

4.1 বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পুষ্টির মত মৌলিক চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন হয়, তার সংস্থান করতে পারে না, তখন তাকে দরিদ্রতা বলা হয়। দরিদ্রতার ফলে নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অপুষ্টি ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ভারতবর্ষে অন্যান্য সমস্যার পিছনে মূল কারণ হল দারিদ্রতা। এটা এমন এক অদ্ভুদ সমস্যা যার দ্বারা বিশ্বের অনেক দেশই ভুগছে। এটা শুধু ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ নয়, যেখানে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ দরিদ্র লোক শুধুমাত্র ভারতবর্ষে বসবাস করে, এটা সারা বিশ্বের সমস্যা যেখানে প্রায় তিনশ মিলিয়ন লোক বাঁচার জন্য তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম। ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গরিবদের উন্নতির জন্য এবং ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানে যেন তারা পৌঁছে সেই বিষয়ে জোড় দেওয়া হয়েছে। তথাপি দারিদ্রতা একটা খুবই গম্ভীর সমস্যা হিসাবে রয়ে গেল যার কারণে দেশটি এখনও ভুগছে।

4.2 দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে তখনই কাটিয়ে উঠা যাবে যখন দরিদ্র লোকদের সঠিক অর্থে চিহ্নিত করা যাবে। দারিদ্রের ব্যাপকতা নির্ধারণে দুটি উপায় রয়েছে—

দারিদ্র্যের পরিমাপ

আপেক্ষিক দারিদ্র্য চরম দারিদ্র্য

i) **আপেক্ষিক দারিদ্র :** এক শ্রেণির মানুষের তুলনায় অন্য শ্রেণির; অঞ্চলের বা অন্য দেশের দারিদ্র্যকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলে। এটা বিভিন্ন অংশের লোকদের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে। গরিব ব্যক্তি কতটুকু গরিব বা জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে সে অসমর্থ কি না তা এখানে বিচার করা হয় না। আপেক্ষিক দারিদ্র্য পরিমাপ করতে 'লোরেঞ্জ রেখা' বা 'গিনি সহগের' ধারণা ব্যবহৃত হয়।

ii) **চরম দারিদ্র্য :** ভারতবর্ষে চরম দারিদ্র্যের পরিমাপে দারিদ্র্য রেখার ধারণা ব্যবহৃত হয়। এটা বোঝায় যে মোট কতজন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে। চরম দারিদ্র্যের পরিমাপ অনুসারে ভারতবর্ষে প্রায় ২২ শতাংশ জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে অর্থাৎ মোট যত সংখ্যক লোক ন্যূনতম এই ভোগ ব্যয় স্তরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

দুটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে চরম দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়।

a) **ন্যূনতম ক্যালোরি ভোগ :** গ্রামীণ এলাকায় যেসব ব্যক্তি প্রতিদিন 2400 ক্যালোরি ও শহুরে এলাকায় প্রতিদিন 2100 ক্যালোরি ভোগ করতে পারে না তারা দারিদ্র্যসীমা রেখার নিচে আছে বলে বিবেচনা করা হয়।

b) **ন্যূনতম ভোগব্যয় মানদণ্ড :** 2011-12 সালের মূল্যস্তরে যেসব ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে মাসে 816 টাকা এবং শহরাঞ্চলে 1000 টাকা প্রতি মাসে ভোগ ব্যয়ে অক্ষম তারাই দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থান করে।

4.3 **দারিদ্র্যের শ্রেণিকরণ :** দারিদ্র্য শ্রেণিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায় রয়েছে যেমন—

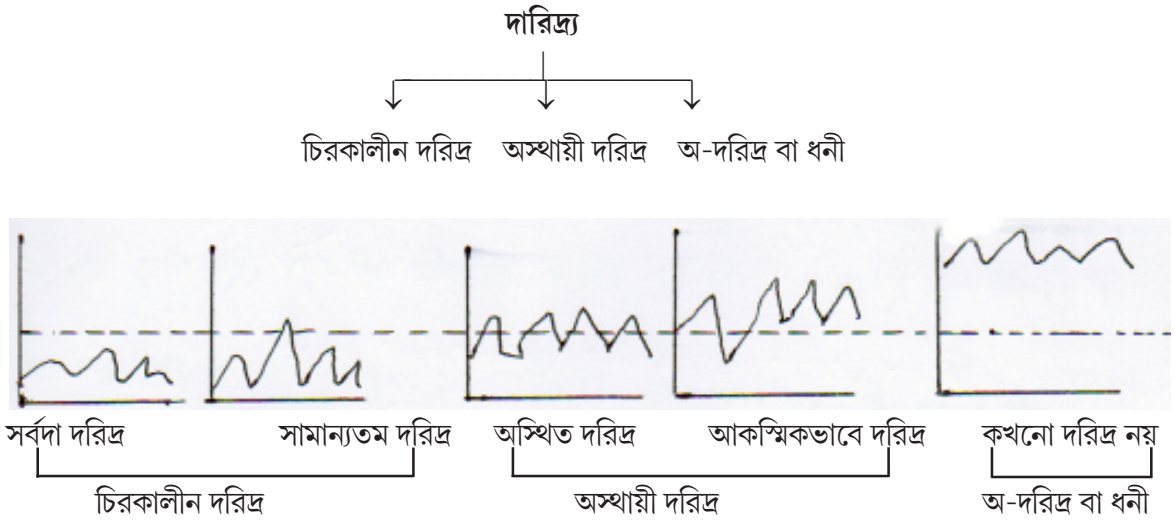

চার্ট 4.1 : চিরকালীন দরিদ্র, অস্থায়ী দরিদ্র ও অ-দরিদ্র

i) **চিরকালীন দরিদ্র :** যে সমস্ত লোক সর্বদাই দরিদ্র বা সামান্যতম দরিদ্র, যেমন কায়িক শ্রমিক।

ii) **অস্থায়ী দরিদ্র :** অস্থায়ী দরিদ্রকে দুভাগে ভাগ করা যায়। অস্থিত ও আকস্মিকভাবে দরিদ্র। যারা পর্যায়ক্রমিকভাবে দরিদ্র ও বিত্তশালীর মধ্যে দুদোল্যমান তাদের অস্থিত দরিদ্র বলা হয় যেমন ক্ষুদ্র কৃষক। আর যারা বেশিরভাগ সময়ই ধনী থাকে কিন্তু মাঝে মধ্যে ভাগ্য যাদের সহায় হয়না তাদের আকস্মিকভাবে দরিদ্র বলা হয়।

iii) **অ-দরিদ্র বা ধনী :** যারা কখনোই দরিদ্র নয়, তাদের অ-দরিদ্র বা ধনী বলা হয়।

4.4 **দারিদ্র্য রেখা :** ভারতবর্ষে, পরিকল্পনা কমিশন দারিদ্র্য রেখার উপরে ভিত্তি করে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেছে। দারিদ্র্য রেখা হচ্ছে একটি কাল্পনিক রেখা যা জনসংখ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করে। যারা দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে তারা গরিব ও যারা দারিদ্র্য রেখার উপরে থাকে তারা অদরিদ্র বা ধনী।

দারিদ্র্যরেখা নিরূপণ : ভারতে 'মাথাপিছু মাসিক ব্যয়কে' দারিদ্র্যরেখা পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে ন্যূনতম ক্যালোরির ভোগ্য মূল্য (মাথাপিছু ব্যয়) হিসাব করা হয়।

i) **ন্যূনতম ক্যালোরি ভোগ :** ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গিতে শহরাঞ্চলে দৈনিক মাথাপিছু 2100 ক্যালোরি মূল্যের এবং গ্রামাঞ্চলে 2400 ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য গ্রহণে বা সংগ্রহে অক্ষম ব্যক্তিরাই দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে।

ii) **ন্যূনতম ক্যালোরির মাসিক ভোগ মূল্য :** 2011-12 এর মূল্যস্তরে যেসব ব্যক্তি শহরাঞ্চলে মাসে 1000 টাকা ও গ্রামাঞ্চলে মাসে 816 টাকা ভোগ ব্যয়ে অক্ষম তারাই দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থান করে।

দারিদ্র্য রেখা জনগণকে দরিদ্র ও ধনী দুভাগে ভাগ করে :

ভারতে দরিদ্র পরিবারগুলোকে চরম দরিদ্র, অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র এই তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। অপরদিকে ধনী

পরিবারগুলোকে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও খুবই ধনী হিসাবে ভাগ করা হয়। দারিদ্র্য রেখা ধনী ও দরিদ্র এই দুই ভাগে জনগণকে ভাগ করে।

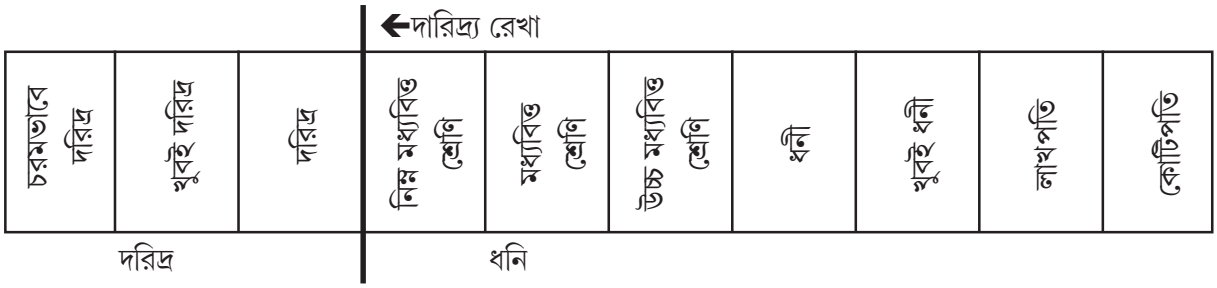

চার্ট 4.2 : ধনী ও দরিদ্র

4.5 ভারতে দারিদ্র্যের কারণ সমূহ : ভারতে দারিদ্র্যের মূল কারণগুলো হল—

i) ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব : ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে স্বল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় যা ভারতে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ সরকারের নীতিসমূহ ভারতের বুনিয়াদি হস্ত শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং বস্ত্র শিল্পের মতো এমন অনেক শিল্পকে একেবারে উচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

ii) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি : ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের বিশেষ একটা কারণ। এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি চলতি সম্পদের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য চড়ছে যার দরূণ জনগণ অস্তিত্ব রক্ষা করতে হিমসিম খাচ্ছে।

iii) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য : বৃহদ্ অর্থে আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা ভারতে দারিদ্র্য বজায় থাকার অন্যতম কারণ।

iv) বেকারত্ব : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে বেকারত্ব বাড়ছে যা দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ। ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়, যেমন— শিক্ষিত বেকারত্ব, মরসুমি বেকারত্ব, ছদ্মবেশী বেকারত্ব ইত্যাদি।

v) কৃষির পশ্চাৎপদতা : কৃষিক্ষেত্রে জল, সার, কীটনাশক-এর অপর্যাপ্ততা, প্রযুক্তির অভাব ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে পেছনে ফেলেছে। ফলস্বরূপ দারিদ্র্যের সংখ্যা বাড়ছে।

vi) স্বল্পহারে মূলধন গঠন : ভারতে মূলধন গঠনের হার খুবই কম। এটা শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে, যার ফলে উৎপাদন কমে, বেকারত্ব বাড়ে, যা ভারতে দারিদ্র্যের একটা বিশেষ কারণ।

vii) প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু বেশিরভাগ জলসম্পদ, বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদের সে অর্থে ব্যবহার হয়নি যার দরুন জনগণ আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয়নি।

viii) মুদ্রাস্ফীতি : ভারতে দারিদ্র্যের আরেকটা কারণ হল মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় ফলে জনগণকে তার ঐ নির্দিষ্ট আয়ে দ্রব্য সামগ্রী কিনতে বেগ পেতে হয়।

ix) সামাজিক কারণ : ভারতে দারিদ্র্যের কয়েকটি সামাজিক কারণ হল অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, সামাজিক পরিকাঠামো, অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি।

x) পরিকাঠামোর অভাব : পরিকাঠামোর অভাব মানুষের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে— আয় উপার্জন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। আয়স্তর নামলে দারিদ্র্য বাড়বে।

4.6 দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় সমূহ : ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে নিম্নলিখিত উপায় সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে—

i) **অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা :** দারিদ্র্য মোচন করতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটা হল ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানো গেলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও আয়স্তর বাড়বে।

ii) **আয়বণ্টন ব্যবস্থাকে উন্নত করা :** সরকার ফিসক্যাল নীতি বা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নির্মূল করতে পারে। সরকার কর কাঠামোর পরিবর্তন করে (যেমন প্রগতিশীল কর হার বাড়িয়ে) মোট আয় বাড়াতে পারে ও ঐ বাড়তি আয় গরিবদের ভর্তুকি প্রদানে ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া ন্যূনতম মজুরি আইন, প্রাথমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে দারিদ্র্য মোচন করা যেতে পারে।

iii) **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** দারিদ্র্য দূরীকরণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায় তাহলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বাড়বে ও দেশে দরিদ্র লোকদের সংখ্যা কমবে।

iv) **কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন :** ভারতবর্ষে বেশিরভাগ জনগণই কৃষি নির্ভর, তাই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

v) **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** ভারতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রামকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু বেশিরভাগ গরিব লোক গ্রামে বসবাস করে। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

vi) **সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি :** ভবিষ্যৎ নিধি, পেনশন, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থান ইত্যাদি গ্রাম ও শহরের গরিব লোকদের প্রদান করা, যেন তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

vii) **সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন :** পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের জন্য সরকারকে বেশি করে অর্থরাশি এবং সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা বরাদ্দ করা দরকার, যাতে করে দেশের আঞ্চলিক উন্নয়ন সুষম হয়।

viii) **ভূমি সংস্কার :** ভারত সরকার যে সমস্ত ভূমি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তা যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তাহলে ক্ষুদ্র কৃষকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে ও দারিদ্র্যস্তর কমবে।

ix) **গণবণ্টন ব্যবস্থা জোরদার করা :** সরকারকে গণবণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে। যাতে করে জনগণ জীবন ধারণের জন্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে।

4.7 ভারতীয় সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো সর্বদাই বলে যে 'সামাজিক ন্যায় বিচার' হল সরকারি উন্নয়নমূলক কৌশলের মূল উদ্দেশ্য। সমস্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে বেশি জোড় দিয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে সরকার অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এবং জনগণকে ন্যূনতম মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই ত্রিমাত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ পদ্ধতি

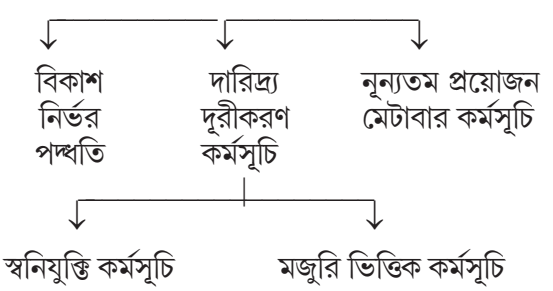

i) **বিকাশ নির্ভর পদ্ধতি :** এই ধারণাটি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই গৃহীত হয়েছিল। এই প্রত্যাশার উপর ভর

করে এই ধারণাটি করা হয়েছে যে অর্থনৈতিক বিকাশ অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মাথাপিছু আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি সমাজের সকল অংশের মানুষদের মধ্যে নাড়া দেবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ আনবে যা দারিদ্র্যস্তর কমাবে। যদিও এই ধারণাটি খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ—

a) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় বেশি বাড়েনি।

b) সবুজ বিপ্লবের ফলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কৃষকদের মধ্যে অসমতা, আঞ্চলিক অসমতা বেড়ে গিয়েছিল।

c) জমি পুনর্বন্টনে অনিচ্ছা ও অসমর্থতা ছিল।

ii) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি : অধিকাংশ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছিল। বর্তমানে স্বনিযুক্তি কর্মসূচি এবং মজুরি ভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকেই দারিদ্র্য দূরীকরণের মুখ্য মাধ্যম ধরা হচ্ছে।

a) স্বনিযুক্তি কর্মসূচি : ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি স্বনিযুক্তি কর্মসূচি হল—

- গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কর্মসূচি (REGP) : গ্রামীণ এলাকায় স্বরোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল এবং এই কর্মসূচিটি খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ কমিশন বাস্তবায়িত করেছে। এই কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (PMRY) : 1993 সালের ২রা অক্টোবর এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। শহর ও গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের (যাদের পারিবারিক আয় কম) এই প্রকল্প অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উদ্যোগ স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত।
- স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY) : এই প্রকল্পটি 1997 সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল, যাতে করে শহরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার 75:25 অনুপাতে ব্যয়ভার বহন করত।
- স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SJGSY) : 1999 সালের পয়লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছিল। ছোট উদ্যোগগুলোর প্রসার ঘটানো, স্ব-সহায়ক দল গঠনে গ্রামীণ গরিব লোকদের সাহায্য করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পটি এখন জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) হিসাবে পুনর্গঠিত হয়েছে। ঠিক এমনই আরেকটি প্রকল্প জাতীয় শহুরে জীবিকা মিশন, শহরের গরিবদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে।

b) মজুরি ভিত্তিক কর্মসূচি : ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি মজুরি ভিত্তিক কর্মসূচি হল—

- সম্পূর্ণ গ্রাম রোজগার যোজনা (SGRY) : এই প্রকল্পটি 2001 সালে চালু করা হয়েছিল। যাতে করে গ্রামীণ এলাকায় মজুরি নির্ভর কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কর্মসংস্থান সহায়ক প্রকল্প (EAS) ও জহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (JGSY), সম্পূর্ণ গ্রাম রোজগার যোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
- জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (NFFWP) : 2004 সালে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল মজুরি ভিত্তিক কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পটি দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া 150টি জেলায় বাস্তবায়িত করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত খরচ বহণ করে। 2005 সালে এই প্রকল্পটি মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিয়তা প্রকল্পের (MGNREGA) সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যা ন্যূনতম 100 দিনের কাজ প্রদান করে।

iii) ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার কর্মসূচি (MNP) **:** এই প্রকল্পটি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরেই চালু হয়েছিল।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যশস্য, শিক্ষা, জল, শৌচালয় ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। তাছাড়া পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণির জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

গরিব জনগণদের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টির অবস্থা আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে যে তিনটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলো হল— গণবন্টন ব্যবস্থা (PDS), সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS), মিড-ডে-মিল (MDM)। তাছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কর্মসূচিগুলো হল— প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদ্যোগ যোজনা (PMGY), বাল্মিকী আম্বেদকর আবাস যোজনা (VAMBAY) যেগুলো সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের কাছে ন্যূনতম মৌলিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল।

অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : সরকার নির্দিষ্ট শ্রেণির জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার্থে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল যেগুলো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি (SAP) হিসাবে পরিচিত। জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পটি (NSAP) কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত যা বৃদ্ধ, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ভাতা বা পেনশনের মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো হল— জাতীয় বয়স্ক ভাতা প্রকল্প (NOAPS), ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (NFBS), ন্যাশনাল ম্যাটারনিটি বেনিফিট স্কিম (NMBS), প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা (2014) (PMJDY) ইত্যাদি।

4.8 দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সমালোচনা মূলক মূল্যায়ণ :

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচিগুলো গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র মানুষদের একটি অংশের আর্থিক অবস্থা অনেকটাই উন্নতি হয়েছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই গরিব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। যেমন কিছু কিছু রাজ্যে চরম দারিদ্র্যের মান জাতীয় স্তর থেকেও নেমে গেছে। বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করার পর ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষদের মধ্যে অনাহার, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, মৌলিক সুযোগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

সাফল্য :

i) 2004-05 সালে যেখানে দেশের 37.2% জনগণ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত, 2011-12 সালে তা এসে দাড়ায় প্রায় 28 শতাংশে।

ii) শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে।

iii) দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের ত্রি-মাত্রিক পদ্ধতি দারিদ্র স্তর অনেকটাই হ্রাস করেছে।

ব্যর্থতা : নিম্নলিখিত কারণগুলোর অন্য সরকার কর্তৃক দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি ফলপ্রসূ হয়নি।

i) সম্পদের অপর্যাপ্ততা।

ii) সম্পদের অসম বণ্টন।

iii) প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

iv) পরিকাঠামোর অভাব।

v) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে অভাব।

vi) জবাবদিহিতার অভাব

অনুশীলনী

1. সত্য না মিথ্যা লেখো :

i) দারিদ্র্য রেখার উপর ভিত্তি করে আপেক্ষিক দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়।

ii) শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি।

iii) ভারতে দরিদ্রতা বজায় থাকার পেছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দায়ী নয়।

iv) 2004-05 সালে ভারতে সেই জনসংখ্যার 47 শতাংশ লোক দারিদ্র রেখার নীচে ছিল।

v) ভারতবর্ষে দারিদ্র্য গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

vi) MGNREGA প্রকল্পে ন্যূনতম 100 দিনের কাজের বরাদ্দ করা হয়।

vii) প্রকৃত জি.ডি.পি বৃদ্ধির পরও দারিদ্র্য অবস্থা বজায় থাকতে পারে।

viii) জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে বৃদ্ধ লোকদের, যাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই, জীবনধারণের জন্য পেনশন দেওয়া হয়।

ix) বাল্মিকী আম্বেদকর আবাস যোজনা চালু হয়েছিল 2001 সালের ডিসেম্বর মাসে।

x) 'গিনী সহগ' ব্যবহার করে আপেক্ষিক দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়।

2. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

i) স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে কে প্রথম দারিদ্র্য রেখার ধারনা দেয়?

(a) দাদাভাই নৌরোজি (b) ভি.কে.আর.ভি. রাও

(c) আর.সি. দেশাই (d) ফিন্ডলে সিরাস।

ii) অর্থনীতিবিদ্‌রা কিসের উপর ভিত্তি করে দরিদ্র লোকদের চিহ্নিত করেন?

(a) তাদের ধনসম্পত্তি (b) তাদের বাৎসরিক আয়

(c) তাদের পেশা ও সম্পত্তির মালিকানা (d) তাদের সঞ্চয়।

iii) জনগণের কাছে দারিদ্র্যের সরকারি তথ্য প্রদানকারী সংস্থাটি হল—

(a) এন.এস.এস.ও (b) পরিকল্পনা কমিশন

(c) ভারত সরকার (d) উপরের কোনটিই নয়।

iv) দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি পদ্ধতিটি হল—

(a) এক-মাত্রিক (b) দ্বি-মাত্রিক

(c) ত্রি-মাত্রিক (d) কোনটিই নয়।

v) নিচের কোনটি দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির অন্তর্গত নয়?

(a) আর.ই.জি.পি (b) এস.জে.এস.আর.ওয়াই

(c) পি.এম.আর.ওয়াই (d) এন.এস.এ.পি।

vi) শহরে বসবাস করে এমন একজন ব্যক্তিকে তখনই দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে বলে বিবেচনা করা হবে যদি তার দৈনিক ক্যালোরি ভোগের পরিমাণ—

(a) 2000 ক্যালোরির কম (b) 2100 ক্যালোরির কম

(c) 2400 ক্যালোরির কম (d) 2500 ক্যালোরির কম।

vii) নিচের কোন প্রকল্পটি মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে?

(a) ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর কর্মসূচি (b) প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা

(c) সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (d) জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প।

viii) নিচের কোনটি ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণ মোকাবেলার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে?

(a) আয় বণ্টন (b) জিডিপি বৃদ্ধি

(c) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (d) সবগুলো।

ix) নিচের কোন প্রকল্পটি গরিবদের খাদ্য ও পুষ্টির অবস্থা উন্নত করতে মনস্থ করা হয়েছিল?

(a) মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প (b) সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থা

(c) সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (d) সবগুলো।

x) দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিচের কোন উপায়টি অবলম্বন করা হয়েছিল—

(a) কৃষি উন্নয়ন (b) শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন

(c) a ও b (d) কোনটাই নয়।

3. শূন্যস্থান পূরণ করো :

i) প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা ——— বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। (শিক্ষিত/অ-শিক্ষিত)

ii) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার লক্ষ্য হল ——— এলাকার মানুষদের দারিদ্র্যতা দূর করা। (গ্রামীণ/শহুরে)

iii) গ্রামের লোকদের ক্ষেত্রে ক্যালোরি ভোগের পরিমাণ বেশি কারণ শহরের তুলনায় গ্রামের লোকদের ——— শ্রম বেশি করতে হয়। (কায়িক/মানসিক)

iv) জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পটি চালু হয়েছিল ——— সালে। (2004/2005)

v) একজন লোক অ-দরিদ্র, কথাটার অর্থ হল যে লোকটি ———। (কখনো দরিদ্র নয়/সামান্যতম দরিদ্র)

vi) ভারতবর্ষে ——— সংস্থাটি দারিদ্র্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। (এন.এস.এস.ও/পরিসংখ্যান মন্ত্রক)

vii) অমর্ত সেন দারিদ্র্য সম্পর্কিত যে সূচকটি তৈরি করেছিলেন সেটা হল ———। (দারিদ্র্য ফাঁক সূচক/সেন সূচক)

viii) সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনাটি হল——— প্রকল্প। (স্ব-নিযুক্তি/মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান)

ix) অর্থনীতিতে সুষম আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকার ফিসক্যাল নীতির মাধ্যমে ——— করের উপর জোর দিয়েছিল। (প্রগতিশীল/অধোগতিশীল)

x) ভারতবর্ষে চরম দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়——— এর উপর ভিত্তি করে। (মাথাপিছু আয়/দারিদ্র্য রেখা)

4. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

i) দারিদ্র্য বলতে কি বোঝ?

ii) আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলতে কি বোঝায়?

iii) চরম দারিদ্র্য বলতে কি বোঝায়?

iv) দারিদ্র্য রেখা কি?

v) 'মাথাগুণতি অনুপাত' বলতে কি বোঝ?

vi) 'চিরকালীন দরিদ্র' বলতে কি বোঝ?

vii) 'অস্থিত দরিদ্র' বলতে কি বোঝ?

viii) কখন অর্থনৈতিক বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যবসিত হয়।

ix) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণে গ্রামকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল?

x) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কি বোঝ?

5. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (3/4 **এর মান**)

i) আপেক্ষিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

ii) শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যদের মধ্যে পার্থক্য কি?

iii) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

iv) দরিদ্র চিহ্নিতকরণে ক্যালোরিভিত্তিক নীতি পর্যাপ্ত নয় কেন?

v) 'দারিদ্র্য নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব'— তুমি কি এক মত? যুক্তি দাও।

vi) সংক্ষেপে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পটি ব্যাখ্যা করো।

vii) বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? যুক্তি দাও।

viii) ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারি প্রকল্পগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ix) দারিদ্র্য রেখার সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি?

x) কিভাবে দারিদ্র্য লোকদের শ্রেণিকরণ করা যায়?

xi) দারিদ্র্য দূরীকরণে বিকাশ নির্ভর পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

xii) সংক্ষেপে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার প্রকল্পটি আলোচনা করো।

xiii) ভারতের দারিদ্র্য-প্রবণতা সম্পর্কে টীকা লেখো।

xiv) ভারতে দারিদ্র্যরেখাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

xv) কিভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত?

xvi) ভারত সরকার দ্বারা প্রবর্তিত যে কোন একটি স্বনিযুক্তি প্রকল্প সংক্ষেপে আলোচনা করো।

xvii) সরকার বয়স্ক, গরিব এবং অসহায় মহিলাদের সহায়তায় কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে?

6. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (6 এর মান)

i) ভারতে দারিদ্র্যের মূল কারণগুলো আলোচনা করো।

ii) ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে কোন কোন সাধারণ উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত?

iii) ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের ত্রি-মাত্রিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

iv) বর্তমানে ভারতে প্রচলিত এমন কয়েকটি দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প আলোচনা করো।

v) ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করো।

উত্তরমালা

1. i) মিথ্যা ii) মিথ্যা iii) মিথ্যা iv) মিথ্যা v) সত্য vi) সত্য vii) সত্য viii) সত্য ix) সত্য x) সত্য।

2. i) a ii) c iii) b iv) c v) d vi) b vii) d viii) d ix) d x) c.

3. i) শিক্ষিত ii) গ্রামীণ iii) কায়িক iv) 2004 v) কখনো দরিদ্র নয় vi) এন.এস.এস.ও vii) সেন সূচক viii) মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান ix) প্রগতিশীল x) দারিদ্র্য রেখা।

4. i) বেঁচে থাকার জন্য মানুষের ন্যূনতম যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পুষ্টির প্রয়োজন তার সংস্থান যারা করতে পারে না তাদের অবস্থাকে দারিদ্র্য বলা হয়।

ii) এক শ্রেণির মানুষের তুলনায় অন্য শ্রেণির, অঞ্চলের বা অন্য দেশের দারিদ্র্যকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলে।

iii) চরম দারিদ্র্য বলতে বোঝায় যে মোট কতজন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে।

iv) দারিদ্র্য রেখা হচ্ছে একটি কাল্পনিক রেখা যা জনসংখ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করে, যারা দারিদ্র্য রেখার নিচে থাকে তাদের দরিদ্র বলা হয় আর যারা দারিদ্র্য রেখার উপরে থাকে তাদের অ-দরিদ্র বলা হয়।

v) দরিদ্র জনগণের সংখ্যার আনুমানিক পরিমাণের সঙ্গে দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগণের অনুপাতকে 'মাথাগুণিত অনুপাত' বলে।

vi) যে সমস্ত লোক সর্বদা দরিদ্র বা সামান্যতম দরিদ্র তাদের চিরকালীন দরিদ্র বলে।

vii) যে সমস্ত লোক পর্যায়ক্রমিকভাবে দরিদ্র ও বিত্তশালীর মধ্যে দুদোল্যমান তাদের অস্থিত দরিদ্র বলে।

viii) অর্থনৈতিক বিকাশ তখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যবসিত হবে যখন তা দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করে।

ix) শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশি।

x) এটা এমন একটা ঘটনা যেখানে কিছু কিছু বিষয়ের কারণে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

অধ্যায়-5

ভারতে মানব মূলধন গঠন

একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং জ্ঞান মজুত থাকে তাকে বলে মানব মূলধন। এর মধ্যে সমস্ত ধরনের উৎপাদনক্ষম প্রকৌশলী, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং উৎপাদনশীল ব্যাক্তি বর্তমান থাকেন। জি.এম. মিয়ারের মতে, দক্ষ, শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ উৎপাদনশীল ব্যাক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করাকে বলে মানব মূলধন গঠন, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একান্ত জরুরি। একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মানব মূলধন হল প্রতিষ্ঠানটিতে উপস্থিত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। অন্যদিকে শারিরিক বা ভৌত মূলধন বলতে বোঝায় এতে (উৎপাদনে) বর্তমান যন্ত্রাদি, সরজ্ঞাম, এবং অফিসে ব্যবহৃত জিনিসপত্র।

৫.১ মানব মূলধন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা যায় :-

(i) শিক্ষাখাতে ব্যয়— অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল কর্মশক্তি বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর পথ হল শিক্ষাখাতে ব্যয়। শিক্ষার উন্নয়ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

(ii) স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়— সুস্বাস্থ্য সবসময়ই মানব সম্পদের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটায়।

(iii) কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ— মানব মূলধনকে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষন দিতে পারলে তার উৎপাদনশীলতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

(iv) তথ্য প্রযুক্তিতে ব্যয়— তথ্য প্রযুক্তিতর উন্নয়ন মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।

(v) প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(vi) স্থানান্তর (Migration) :- উন্নত চাকরি বা কাজের জন্যও মানুষ দেশান্তরে গমন করে থাকে। এতে তাদের অর্থলাভ ঘটে।

৫.২ মানব মূলধন গঠন এবং অর্থনৈতিক বিকাশ :-

মানব মূলধন গঠন নিম্নলিখিতভাবে অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।

(i) উৎকৃষ্ট উৎপাদনশীলতা— মানব মূলধন উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটায়, সেই সঙ্গে অর্থনীতিতেও গতি প্রদান করে।

(ii) উদ্ভাবনী দক্ষতা— মানব মূলধন বৃদ্ধির অর্থ হল, উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়া।

(iii) কর্মসংস্থান ও সাম্যতা— যত বেশি মানব মূলধন গঠন হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, ফলে অর্থনীতিতে সাম্যতার বৃদ্ধি ঘটবে।

(iv) আবেগ প্রবণতার বদল— মানব মূলধন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরো বাস্তববাদি হবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৫.৩ মানব মূলধন বনাম মানব উন্নয়ন :-

একজন শ্রমিকের দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্ত্বা ইত্যাদির মাধ্যমে মানব মূলধন পরিমাপ করা যায়। এর মূলভাবনা হল - সকল মানবসম্পদ সমান নয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষন ও ব্যয়ের মাধ্যমে বৈসাদৃশ্যকে কমানো যায়।

অন্যদিকে, মানব উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের দক্ষতা ও অধিকারের সম্প্রসারণ। ইহা মানুষকে সুস্থ, সৃষ্টিশীল ও দীর্ঘজীবি জীবনযাপন করতে সুযোগ করে দেয়।

৫.৪ ভারতে মানব মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যাগুলির নিম্নরুপ :-

(i) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি :- দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানব মূলধন গঠনে ঋনাত্মক প্রভাব ফেলছে। কারণ এর ফলে মাথাপিছু সুযোগের পরিমাণ এবং গুনগতমান কমে যাচ্ছে। এটি মাথাপিছু বাসস্থান, পয়ঃপ্রণালী, জলের ব্যবস্থা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং স্বাস্থ্য পরিসেবাকে কমিয়ে দিচ্ছে।

(ii) মেধা পাচার :- উচ্চ মেধা সম্পন্ন ডাক্তার, প্রকৌশলি, বিজ্ঞানীরা যখন উন্নত সুযোগ সুবিধার আশায় উ ন্নত দেশগুলোতে চলে যায়, তখন ভারতের মতো দেশে মানবসম্পদ গঠনে এর বিপরীত প্রভাব পরে থাকে।

(iii) মানবশক্তি কাজে লাগানের পরিকল্পনার অভাব :- মানবশক্তির চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতার কারণে শিক্ষিত বেকারদের সঠিক প্রয়োগ না হওয়া মানব মূলধনের অপচয় হয়।

(iv) কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষন:- কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের অভাব মানব মূলধনের সৃষ্টিতে একটি বড় বাধা।

(v) শিক্ষার সীমাবদ্ধতা:- সীমিত ও নিম্নমানের অধ্যয়ন বিষয়ক মান ভারতের মানব সম্পদের উন্নয়নে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে।

৫.৫ মানব মূলধন গঠনে শিক্ষা হল একটি অপরিহার্য উপাদান :-

শিক্ষা মানুষের জ্ঞান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান উন্নয়নে সাহায্য করে। মানব মূলধন গঠনের প্রথম ভিত্তি হল শিক্ষা। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে শিক্ষা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকার যদি সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে এবং পরামর্শ দেওয়ার কাজ করেন তাহলে শিক্ষার ও মানব মূলধনের উন্নতি সম্ভব।

৫.৬ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র :-

নিম্নলিখিত তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করা যায় -

(i) ১৯৫১ সালে ভারতে স্বাক্ষরতার হার ছিল ১৮ শতাংশ, যা ২০১১ সালে ৭৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

(ii) প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ২.২৩ লাখ (১৯৫০-৫১) থেকে বেড়ে ১২.৭ লাখ (২০১৫-১৬) হয়েছে।

(iii) মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৫-১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ২.৫২ লাখ, যা স্বাধীনতার সময় ছিল মাত্র ৭.৫ হাজার।

(iv) স্বাধীনতার পর উচ্চশিক্ষার হারও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে বর্তমান মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯,০৭১ টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯৯ টি।

(v) সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত, চিকিৎসা, কৃষিজ এবং গ্রামীণ শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এত সুযোগ বৃদ্ধির পরও একটি বড় অংশের ভারতবাসী এখনো শিক্ষার আলোয় আসতে পারেনি।

৫.৭ **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :-**

(i) **সকলের জন্য শিক্ষা—** ১৯৫০ সালে সাংবিধানিক পরিষদ কর্তৃক যে সংবিধান গৃহীত হয় তাতে উল্লেখ করা হয় যে, সংবিধান কাযর্কর হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখনো তা সম্ভব করা কষ্ট হচ্ছে।

(ii) **লিঙ্গ সমতা—** যদিও মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতা হারের পার্থক্য কমেছে, তবুও বিভিন্ন কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন অংশে লিঙ্গ বৈষম্যতা বর্তমান।

(iii) **উচ্চতর শিক্ষা—** শিক্ষিত যুবক ও যুবতিদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশী। ২০১১-১২ সালের NSSO এর তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকার স্নাতক যুবতিদের মধ্যে ৩০ শতাংশ বেকার। তাই সরকারের উচিত উচ্চতর শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

সরকার কর্তৃক ধার্য (শিক্ষা কমিশন, 1964-66 দ্বারা নির্দেশিত) GDP-র ৬ শতাংশ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়, তা এখনো পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে সরকার মোট GDP-র ৪-৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করে থাকেন। এই আর্থিক স্বল্পতার কারনে হয়তো বাস্তবে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারছিনা।

পাঠ সহায়ক

- **ভারতে নারী শিক্ষা উন্নতির প্রয়োজনীয়তা :-**

ভারতে নারী শিক্ষা উন্নতির প্রয়োজনীয়তাগুলো নিম্নরূপ :

(ক) মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানে সাহায্য করে।

(খ) সামাজিক পদমর্যাদা উন্নতি করে।

(গ) নারীশিক্ষা মহিলাদের প্রজনন (fertility) হারের উপর ধণাত্মক প্রভাব ফেলে এবং জন্মহার হ্রাস করতে সাহায্য করে।

(ঘ) এই শিক্ষা মহিলাদের এবং তার শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর অনূকূল প্রভাব ফেলে।

- **মানব মূলধনের তুলনায় মানব উন্নয়ন একটি বৃহত্তর পরিভাষা :-**

মানব মূলধনের তুলনায় মানব উন্নয়ন একটি বৃহত্তর পরিভাষা, কারণ—

(ক) মানব মূলধন মানুষের জীবনের শুধু অর্থনৈতিক মাত্রা আলোচনা করে। কিন্তু মানব উন্নয়ন একটি বহুমুখী ধারণা যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধার্মীক ধ্যান ধারনা নিয়ে চিন্তা করে।

(খ) মানব মূলধনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যাতে মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিবেচনা করা হয় যাতে একটি উন্নত জীবনযাপন করা যায়।

- **মানব মূলধন গঠনে স্থানান্তরের (Migration) ভূমিকা :-**

উচ্চতর বেতন প্রাপ্তির আশায় মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। ভারতে বেকারত্বের কারণে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর ঘটে। প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তিরা উচ্চ বেতনের আশায় দেশ থেকে দেশান্তরে স্থানান্তরিত হয়। সব ধরনের স্থানান্তর মূলধন জরিয়ে আছে পরিবহণ ব্যয়, উচ্চতর জীবিকা নির্বাহের খরচ, মানসিক চাপ ইত্যাদি। কিন্তু নতুন স্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উপার্জন, স্থানান্তর মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

A) সত্য/মিথ্যা :

(ক) স্বাস্থ্যের ব্যয় বৃদ্ধি মানুষকে বেশি উৎপাদনশীল হতে সাহায্য করে।

(খ) প্রশিক্ষণ শ্রমিকদের আরো বেশি দক্ষ হতে সাহায্য করে না।

(গ) স্থানান্তর গমন মানব মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

(ঘ) মানব মূলধন গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

(ঙ) দক্ষতা বৃদ্ধিতে তথ্যের কোন গুরুত্ব নেই।

(চ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতের মানব মূলধন গঠনে কোন কোন সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

(ছ) মানব মূলধন এবং মানব উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণা।

(জ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

(ঝ) মানব মূলধন গঠন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলে।

(ঞ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবস্তু ইউ.জি.সি দ্বারা পরিকল্পনা করা হয়।

B) সঠিক উত্তর বাছাই কর :-

(১) লিখতে এবং পড়তে পারার দক্ষতাকে বলা হয়—

(ক) শিক্ষা (খ) মানব মূলধন

(গ) স্বাক্ষরতা (ঘ) মানব উন্নয়ন

(২) মানব মূলধন গঠন পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে—

(ক) শারীরিক মূলধন গঠনে (খ) উপকরণের সঠিক ব্যবহার করতে

(গ) জি.ডি.পি বৃদ্ধিতে (ঘ) (খ) এবং (গ) দুটিই।

(৩) ১৯৬৪-৬৬ সালের শিক্ষা কমিশন মোট জি.ডি.পির কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার প্রস্তাব রাখেন?

(ক) ৬% (খ) ৫% (গ) ৩% (ঘ) ৪%

(৪) নিচের কোনটি স্বাস্থ্য-সাফল্যের উপাদান—

(ক) সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল (খ) শিশু মৃত্যুর হার

(গ) মাতৃ মৃত্যুর হার (ঘ) উপরের সবকটি

(৫) নিচের কোনটি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মনীতি নিয়ন্ত্রণ করে—

(ক) NCERT (খ) ICMR

(গ) UGC (ঘ) AICTE

(৬) ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে শিশু মৃত্যুর হার হল—

(ক) ১৪৬ (খ) ১১০ (গ) ৮০ (ঘ) ৬৩

(৭) ভারতে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হল—

(ক) ৮০০ (খ) ৭৯৯ (গ) ৫৯৯ (ঘ) ৭৯০।

(৮) শিক্ষাখাতে ব্যয় হল একটি বড় উৎস—

(ক) শারীরিক মূলধন গঠনের (খ) মানব মূলধন গঠনের

(গ) (ক) ও (খ) দুটিই (ঘ) উপরের একটিও না।

C) শুন্যস্থান পূরণ কর :-

(১) মানব মূলধন বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর পথ হল ——— খাতে ব্যয়।

(২) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের স্বাক্ষরতার হার হল ——— শতাংশ।

(৩) মানুষ প্রধানত ভাল ——— সুযোগের জন্য স্থানান্তর গমন করে থাকে।

(৪) ——— গঠনে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রদের বয়স সাধারণত ——— থেকে ——— এর মধ্যে হয়।

(৬) ——— সালে ভারতে শিক্ষা অধিকার আইন প্রনয়ন করা হয়।

(৭) NCERT-এর সম্পূর্ণ নাম হল ———।

(৮) শারীরিক মূলধন (ভৌত) মানব মূলধনের ———।

D) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :-

(১) মানব মূলধন কাকে বলে?

(২) মানব মূলধন গঠন কাকে বলে?

(৩) শারীরিক (ভৌত) মূলধন কি?

(৪) স্থানান্তর গমন কি?

(৫) কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ কি?

(৬) মানব উন্নয়ন কি?

(৭) স্বাক্ষরতা বলিতে কি বোঝ?

(৮) মেধা পাচারের সংজ্ঞা লিখ।

(৯) মানব মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় দুটি উৎস কি কি?

(১০) মানব উন্নয়ন সূচক কে প্রস্তুত করে?

E) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :- 3/4 মানের

(১) মানব মূলধন ও শারীরিক (ভৌত) মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি?

(২) অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে মানব মূলধন গঠনের ভূমিকা কি?

অথবা

অর্থতৈনিক উন্নয়ন এবং মানব মূলধনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

(৩) 'মানব উন্নয়ন' কাকে বলে?

(৪) মানব মূলধন গঠনে শিক্ষার অবদান আলোচনা কর।

(৫) ভারতে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কিরুপ?

(৬) আয় বৈষম্য হ্রাস করে আমরা কিভাবে মানব মূলধন গঠন বৃদ্ধি করতে পারি?

(৭) ভারতে মহিলা শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

(৮) একটি দেশের উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৯) মানব মূলধন গঠনে কোন কোন উপাদানগুলোর অবদান থাকে?

(১০) কর্মরত প্রশিক্ষণের প্রযোজনীয়তা কি?

(১২) মানব মূলধনের চেয়ে মানব উন্নয়নের ধারণাটি বেশি বিস্তৃত কেন?

F) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :- মান-**6**

(১) মানব মূলধন বৃদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো অলোচনা কর।

(২) ভারতে মানব মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যাগুলো কি কি?

(৩) ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রের বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা :-

(১) সত্য (২) মিথ্যা (৩) সত্য (৪) সত্য (৫) মিথ্যা (৬) মিথ্যা (৭) সত্য (৮) সত্য (৯) সত্য (১০) মিথ্যা।

সঠিক উত্তর বাছাই :-

(১) (গ) স্বাক্ষরতা (২) (খ) ও (গ) দুটিই (৩) (ক) ৬% (৪) (ঘ) উপরের সবগুলো (৫) (খ) ICMR

(৬) (ঘ) ৬৩ (৭) (খ) ৭৯৯ (৮) (খ) মানব মূলধন গঠন।

শূন্যস্থান পূরণ কর :-

(১) শিক্ষা (২) 74% (৩) কাজের (৪) মানব মূলধন (৫) ৬ থেকে ১৪ (৬) ২০০৯ (৭) ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ এবং ট্রেনিং (৮) বহির্ভূত।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :-

(১) একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি মজুত থাকে, তাকে মানব মূলধন বলে।

(২) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যখন মানব সম্পদের উপর বিনিয়োগ করা হয় তখন তাকে মানব মূলধন গঠন বলে।

(৩) যে যন্ত্রসামগ্রীগুলো উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে উৎপাদনকে সহজ সরল করে তাকে বলে শারীরিক (ভৌত) মূলধন।

(৪) উচ্চ আয়ের জন্য যখন মানুষ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে তখন তাকে স্থানান্তর গমন বলে।

(৫) স্বাভাবিক কর্মরত অবস্থায় যদি কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তখন তাকে কর্মরত-প্রশিক্ষণ বলে।

(৬) অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রভৃতি দিক থেকে যখন মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে, তখন তাকে মানব উন্নয়ন বলে।

(৭) পড়া এবং লেখার সক্ষমতাকে বলে স্বাক্ষরতা।

(৮) দক্ষ এবং উৎপাদনশীল মানব সম্পদ যখন উচ্চ আয়ের উদ্দেশ্যে দেশান্তর গমন করে তখন তাকে মেধা পাচার বলে।

(৯) মানব মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় দুটি উৎস হল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য।

(১০) "ইউনাইটেড ন্যাশানস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" (UNDP)— মানব উন্নয়ন সূচক তৈরি করে।

অধ্যায়-6

গ্রামোন্নয়ন

ভারতের বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং কৃষিই হল তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। মহাত্মা গান্ধির কথায়, ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের প্রথম শর্ত হল গ্রাম ভারতের বিকাশ। কেবলমাত্র শহরের শিল্প কেন্দ্রগুলোর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর কারণ হল, ভারতের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমৃদ্ধ গ্রাম ভারত নির্মাণ করতে হবে।

6.1 গ্রামোন্নয়ন কী :-

গ্রামোন্নয়ন মূলত গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার সেই সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে যে ক্ষেত্রগুলো গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে মানব মূলধন গঠন, ভূমি সংস্কার, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ঋণ, নারী শিক্ষা, রোজগারের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রতি নজর দেওয়াই হল গ্রামোন্নয়ন। সংক্ষেপে বলতে গেলে গ্রামোন্নয়ন একটি ধারাবাহিক এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া।

6.2 গ্রামোন্নয়নের সমস্যা সমূহ :-

গ্রামোন্নয়নের সমস্যা সমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— "দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা" এবং "উদীয়মান সমস্যা"।

প্রধান দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলো হল— গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিপণন।

অন্যদিকে, উদীয়মান সমস্যাগুলো হল— উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্রকরণ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জৈব কৃষি।

6.2.1 গ্রামোন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা :-

(ক) গ্রামীণ ঋণ : গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষিজ ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য যে ঋণের ব্যবস্থা করা হয় তাকে গ্রামীণ ঋণ বলে। গ্রামীণ অঞ্চলের বেশিরভাগ কৃষক পরিবার দরিদ্র হওয়ার কারণে এই ঋণ তাদের জীবনরেখার কাজ করে থাকে। তাছাড়া, জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ফলন পাকার পর তা বিক্রি করে কৃষকের হাতে আয় আসা পর্যন্ত সময়টা অনেক দীর্ঘ। এজন্য চাষের বিভিন্ন সময়ের খরচের সংস্থান করতে কৃষকদের বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিতে হয়।

ভারতে কৃষি ঋণকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

i) **স্বল্পকালীন ঋণ—** বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য 6 মাস থেকে এক বছর সময়ের জন্য এই স্বল্পকালীন ঋণ সংগ্রহ করা হয়।

ii) **মধ্যমকালীন ঋণ—** এক বছর থেকে পাঁচ বছর সময়ের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। প্রধানত চাষের যন্ত্রাদি ক্রয়, কুয়ো খনন, সেচের ব্যবস্থা, বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য এই ঋণ সংগ্রহ হয়।

iii) **দীর্ঘকালীন ঋণ—** জমি ক্রয়ের জন্য পাঁচ থেকে কুড়ি বছরের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণের উৎস : গ্রামীণ ঋণের উৎসগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

i) **প্রাতিষ্ঠানিক উৎস—** প্রধান সংস্থাগুলো হল— বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কসমূহ, কো-অপারেটিভ ও জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, NABARD, স্ব-সহায়ক গ্রুপ ইত্যাদি। মোট প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের 75% আসে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো থেকে এবং 15% আসে কো-অপারেটিভ থেকে। (NABARD- National Bank for Agriculture & Rural Development)

ii) **অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস—** গ্রামীণ ঋণের প্রচলিত (Traditional) উৎসগুলো হল— মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এসব প্রচলিত উৎসগুলোর সুদের হার বেশি হওয়ায় কৃষকরা ঋণের ফাঁদে আটকে যায়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা— একটি আলোচনাত্মক মূল্যায়ন :

সময়ের সাথে সাথে ভারতের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রভূত বিস্তার ঘটেছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এই বিস্তার গ্রামীণ এলাকার কৃষিজ ও অকৃষিজ ক্ষেত্রের আয় বৃদ্ধিতেও সাহায্য করেছে। NABARD-এর প্রতিষ্ঠা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে ধনাত্মক প্রভাব ফেলেছে। যদিও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গরিব চাষিদের জমিদার এবং মহাজনদের থেকে ছাড়িয়ে আনতে এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে আরো অনেক কাজ করতে হবে।

ভারতের গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ—

i) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো ছাড়া অন্য যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ii) অনেক সময় সরকারও ঋণ উদ্ধারে উদাসীন মনোভাব প্রকাশ করে, ফলে ঋণ খেলাপকারীর সংখ্যা বেড়েই চলছে।

iii) ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে সেতুবন্ধনের অভাবের কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হতে পারছে না।

(খ) গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিপণন :

কৃষি বিপণন হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সারা দেশব্যাপী উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ, মোড়ক বাঁধাই, বর্গীকরণ এবং বিতরণ করা হয়ে থাকে।

স্বাধীনতার সময়ে কৃষিজদ্রব্যের বিপণনের প্রায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্যবসায়ী, জমিদার এবং কমিশন এজেন্টদের হাতে। কৃষকরা বিভিন্ন কারণে উৎপাদিত শস্য তাদের কাছেই বিক্রি করতে বাধ্য হত। এই কারণে সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছিল।

কৃষি বিপণনের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ—

i) **স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত বাজার :** কৃষকদের ব্যবসায়ী ও দালালদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত দাম পায় সেজন্য এর ব্যবস্থা করা হয়।

ii) **সমবায় বাজার :** বিভিন্ন বাজারে সমিতি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যাতে কৃষকরা ন্যায্য দামে সম্মিলিতভাবে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করতে পারে।

iii) **পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদান :** সড়ক, রেল, মজুতঘর, গুদামঘর, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণাগার এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলোর মাধ্যমে ভৌতিক পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়।

iv) **মান নির্ধারণ এবং বাছাইকরণ :** দ্রব্যের মান নির্ধারণ করা এবং বাছাই প্রক্রিয়াকরণের ফলে উৎপাদকরা দ্রব্যের মান অনুযায়ী সঠিক মূল্য পেয়ে থাকেন।

v) **ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ :** ভারত সরকার দ্বারা কৃষিজপণ্যের নির্দিষ্টকৃত মূল্যকে বলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। সরকার এই দামে কৃষকদের থেকে সরাসরি দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকে। ফলে কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। এই নীতি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 1966-67 সালে ভারতে প্রথম ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

সম্ভাবনাময় বৈকল্পিক বিপণন প্রণালী :

কৃষকরা যদি নিজেরাই তাদের উৎপাদন ভোক্তাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারে তবে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন রাজ্যে আপনি মন্ডি, রায়থু বাজার, ওঝাবর বাজার নামে বৈকল্পিক বিপণন কেন্দ্র প্রচলন হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিজ দ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'রিলায়েন্স রিটেইল' নামক সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের বিপণন ব্যবস্থা দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বিস্তৃতি বাড়াচ্ছে এবং সঙ্গে কৃষকদের দামের ঝুঁকি (Price-risk) থেকেও রক্ষা করছে।

6.2.2 গ্রামোন্নয়নের উদীয়মান সমস্যা :- গ্রামোন্নয়নের উদীয়মান সমস্যাগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্র্যকরণ (খ) স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জৈব কৃষি।

(A) উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্র্যকরণ : উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্র্যকরণ বলতে কৃষিক্ষেত্রের অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে অন্যান্য উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে (পশুপালন, মৎস্যচাষ, উদ্যানবিদ্যা) স্থানান্তর ঘটানো। এই বৈচিত্র্যকরণ দুই ধরনের হতে পারে, যেমন— ফসলের উৎপাদন প্রণালীতে পরিবর্তন এবং অকৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির স্থানান্তর।

i) **ফসলের উৎপাদন প্রণালীতে পরিবর্তন :** এক্ষেত্রে একফসলি জমিকে বহুফসলি করে তোলা যেতে পারে। খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নগদ শস্যের উৎপাদন শুরু করলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে। এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রান্তিক চাষকে বাণিজ্যিক চাষে পরিবর্তন করা, যাতে কৃষকদের আয়ের রাস্তা প্রশস্ত হয়।

ii) **উৎপাদনশীল কার্যকলাপে বৈচিত্রকরণ :** কৃষিক্ষেত্রে জনাধিক্য রয়েছে। কৃষিতে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির একটি বিরাট অংশের বিকল্প কর্মসংস্থান প্রয়োজন। এই বিকল্প কর্মসংস্থান হিসাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে চয়ন করা যেতে পারে।

- **পশুপালন—** ভারতে কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস হল এই পশুপালন। দেশের সাত কোটি মানুষ বিকল্প কর্ম হিসাবে পশুপালনকে বেছে নিয়েছে। 1951-2014 সময়কালে দেশে দুগ্ধ উৎপাাদন আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'অপারেশন ফ্লাড'-এর সফল রূপায়ণ এই কৃতিত্বের অধিকারি। এছাড়াও গরু, মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পালন পারিবারিক আয়কে স্থিতিশীল করে।
- **মৎস্যচাষ—** বর্তমানে দেশের সমস্ত মৎস্য উৎপাদনের 64% অন্তর্দেশীয় ক্ষেত্র থেকে এবং 36% মহাসাগরীয় ও সামুদ্রিক ক্ষেত্র থেকে আসে। ভারতের মোট GDP-র 0.8% আসে মৎস্য উৎপাদন থেকে। মৎস্যজীবী পরিবারের এক বড় অংশই গরিব, অশিক্ষিত। যদিও মহিলারা সক্রিয়ভাবে মৎস্য চাষে যুক্ত নয়, তারপরও প্রায় 60% শ্রমশক্তি রপ্তানি বাণিজ্যে এবং 40% অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অংশীদার হল মহিলারা।
- **উদ্যানবিদ্যা—** কর্মসংস্থানের আরেকটি বিকল্প উৎস হল উদ্যানবিদ্যা। এর মধ্যে রয়েছে— ফল, সবজি, শস্য, ফুল, ঔষধি, মশলা, চা, কফি ইত্যাদি। বর্তমানে ভারত ফল ও সবজি উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। 1991-2012 এই সময়ে ভারতে আম, কলা, নারিকেল, মশলা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে স্বর্ণ বিপ্লব ঘটেছে।
- **কুটির শিল্প :** ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে কুটির শিল্প হল একটি পরম্পরাগত কর্মসংস্থান। এই শিল্পে রয়েছে— কাটনা, বয়ন, রঁজন, ধোলাই ইত্যাদি।

- **অন্যান্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ :** তথ্য প্রযুক্তি ভারতীয় অর্থব্যবস্থার অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস, মাটির অবস্থা, খাদ্যাভাবের স্থান অনুমান করা ইত্যাদির সঠিক তথ্য প্রচার করে গ্রামাঞ্চলের সঠিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজনের সম্ভাবনাও প্রচুর।

(B) স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জৈব কৃষি : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রার মানকে কোনরকম ক্ষতি না করে বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়ন সাধন করাকে বলে স্থিতিশীল উন্নয়ন। এক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করার কথা বলা হয়নি, বরং এমনভাবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে যাতে সম্পদ নষ্ট না হয়।

জৈব কৃষি হল সম্পূর্ণ এক কৃষি পদ্ধতি যা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে বজায় রাখতে একে পুনঃস্থাপিত ও প্রসারিত করবে। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার না হওয়ার কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের পুষ্টিগুণ অধিক হয়।

জৈব কৃষির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ—

i) রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের তুলনায় জৈবভাবে উৎপাদিত খাদ্য পদার্থের পুষ্টিগুণ অধিক হয়।

ii) মাটির উর্বরতা শক্তি স্থিতিশীল রাখে।

iii) পরিবেশ বান্ধব।

iv) এই পদ্ধতিতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

v) জৈব কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানির মধ্য দিয়ে অধিক আয় সৃষ্টি হয়, ফলে ভারতীয় কৃষকদের আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ থাকে।

যদিও প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার তুলনায় জৈব কৃষিতে ফলনের পরিমাণটা কিছুটা কম তবুও স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে এবং পরিবেশ বান্ধব অগ্রগতির লক্ষ্যে জৈব কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ।

প্রশ্নমালা

(A) সত্য/মিথ্যা : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-1**

ক) কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মধ্যমকালীন ঋণের প্রয়োজন হয়।

খ) জমিদার, মহাজন ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস।

গ) গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ বিপণন একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা।

ঘ) দীর্ঘকালীন ঋণের সময়কাল হল 5 থেকে 20 বৎসর।

ঙ) বৈকল্পিক বিপণন প্রণালী থেকে কৃষকদের রক্ষা করার উদ্দেশে স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত বাজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চ) ফসলের উৎপাদন প্রণালীতে পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হল জমিতে বহুফসলি উৎপাদন।

ছ) উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান নির্ণয় করে তার উপযুক্ত দাম নির্ধারণ হল কৃষি বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জ) নগরাঞ্চলে ঋণ প্রদানের উদ্দেশে 1955 সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার স্থাপন হয়েছিল।

ঝ) স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা।

ঞ) জৈব কৃষি পরিবেশ বান্ধব।

(B) সঠিক উত্তর বাছাই করো :

ক) ভারত বহুজাতিক সংস্থা এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ ঋণ দেওয়ার পথ অবলম্বন করে—

i) 1965 সালে, ii) 1969 সালে,

iii) 1991 সালে, iv) 2001 সালে।

খ) কোন সালে NABARD স্থাপিত হয়?

i) 1966, ii) 1941, iii) 1991, iv) 1982

গ) আর্থিক সংস্কারের সময়কালে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ—

i) হ্রাস পেয়েছে, ii) বৃদ্ধি পেয়েছে,

iii) স্থির ছিল, iv) অস্থির অবস্থায় ছিল।

ঘ) 'অপারেশান ফ্লাড' শব্দটি জড়িত আছে—

i) মাছ, ii) ডিম, iii) গম, iv) দুধ-এর সঙ্গে।

ঙ) ভারতে মোট GDP-র ———% আসে মাছ উৎপাদন থেকে।

i) 2, ii) 3.2, iii) 4.1, iv) 1.4.

চ) নীচের কোনটির গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেই—

i) গ্রামীণ ঋণ, ii) গ্রামীণ বিপণন,

iii) স্ব-সহায়ক দল, iv) পর্যটন।

ছ) স্বল্পকালীন ঋণের প্রয়োজন হয়—

i) নতুন ভূমি ক্রয়ের জন্য, ii) যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য,

iii) বীজ ক্রয়ের জন্য, iv) উপস্থিত জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

জ) জৈব কৃষির প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি—

i) পরিবেশ বান্ধব, ii) মাটির উর্বরতা স্থিতিশীল রাখে

iii) স্বাস্থ্য সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন করে, iv) সবগুলোই।

(C) শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, NABARD ইত্যাদি গ্রামীণ ঋণের ——— উৎস।

খ) SHG-এর সম্পূর্ণ নাম হল———।

গ) NABARD-এর সম্পূর্ণ নাম ———।

ঘ) ভারতে ——— মিলিয়ন ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক শ্রমিক পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত।

ঙ) 'স্বর্ণ বিপ্লব' শব্দটি ——— সঙ্গে যুক্ত।

চ) শস্য উৎপাদনের বৈচিত্রকরণ বাজারে ঝুঁকিকে ——— সাহায্য করে।

ছ) MSP-এর পুরো নাম হল ———।

ঙ) মোট উৎপাদনের——— শতাংশ খাদ্যশস্য সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়।

(D) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক) গ্রামোন্নয়ন বলতে কি বুঝ?

খ) মাইক্রো-ক্রেডিট কি?

গ) গ্রামীণ ঋণ কাকে বলে?

ঘ) স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও।

ঙ) ভারতে অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো কি?

চ) জৈব কৃষি কাকে বলে?

ছ) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কি?

জ) 'অপারেশন ফ্লাড' কী?

ঝ) ভারতে স্বর্ণ-বিপ্লব কখন ঘটেছিল?

ঞ) 'কৃষির উদ্বৃত্ত' কাকে বলে?

E) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :- 3/4 মানের

ক) ভারতের গ্রামোন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলো কি কি?

খ) **টীকা লিখ—** গ্রামীণ ঋণ, উদ্যান বিদ্যা, পশুপালন, মৎস্যচাষ.

গ) গ্রামীণ ঋণের প্রধান উৎসগুলো কি কি?

ঘ) ভারতের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো লিখ।

ঙ) গ্রামীণ বিপণন কি?

চ) কৃষি বিপণনের উন্নতির জন্য ভারত সরকার দ্বারা গৃহিত ব্যবস্থাগুলো কি কি?

ছ) MSP-কি?

জ) সম্ভাবনাময় বৈকল্পিক বিপণন প্রণালীগুলোর বিবরণ দাও।

ঝ) কৃষিক্ষেত্রে কার্যকলাপের বৈচিত্রকরণ বলতে কি বুঝ?

ঞ) প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা থেকে জৈব কৃষি কেন শ্রেষ্ঠ?

ট) স্থিতিশীল উন্নয়নের বিবরণ দাও।

ঠ) জৈব-কৃষির সুবিধাগুলো লিখ।

ড) জৈব-কৃষির সীমাবদ্ধতাগুলো কি?

F) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :- মান-**6**

১) ভারতে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে উদীয়মান সমস্যাগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২) স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য কৃষির বৈচিত্রকরণ কেন প্রয়োজন?

৩) বৈচিত্রকরণের জন্য পশুপালন, মৎস্যচাষ, উদ্যানবিদ্যা এবং তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪) ভারতের গ্রামোন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তরমালা

(A) সত্য/মিথ্যা :

ক) সত্য, খ) মিথ্যা, গ) সত্য, ঘ) সত্য, ঙ) মিথ্যা, চ) সত্য, ছ) সত্য, জ) মিথ্যা, ঝ) সত্য, ঞ) সত্য।

(B) সঠিক উত্তর বাছাই কর :

ক) (ii), খ) (iv), গ) (i), ঘ) (iv), ঙ) (iv), চ) (iv), ছ) (iii), জ) (iv).

(C) শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) প্রাতিষ্ঠানিক, খ) Self-help-group (স্ব-সহায়ক দল), গ) ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রোরাল ডেভেলাপমেন্ট, ঘ) 70, ঙ) উদ্যানবিদ্যা, চ) হ্রাসে, ছ) Minimum support price (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য), জ) 10%।

(D) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর :

ক) গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে কর্ম পরিকল্পনা করা হয় তাকে বলে গ্রামোন্নয়ন।

খ) মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ বলতে বোঝায় সামান্য ধার যা সাধারণ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রদান করা হয়।

গ) গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষিজ এবং অ-কৃষিজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য যে ঋণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাকে বলে গ্রামীণ ঋণ।

ঘ) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রার মানকে কোন ক্ষতি না করে বর্তমান প্রজন্মের উন্নতি সাধনকে বলে স্থিতিশীল উন্নয়ন।

ঙ) ভারতের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো হল— জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

চ) যে চাষ পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকে, পরিবেশ স্বচ্ছ থাকে তাকে বলে জৈব চাষ।

ছ) ভারত সরকার দ্বারা কৃষিজপণ্যের নির্দিষ্টকৃত মূল্যকে বলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য।

জ) 1951-2014 সালের মধ্যে ভারতে দুধের উৎপাদন প্রায় আট গুণ বৃদ্ধি পায়, একেই সংক্ষেপে 'অপারেশন ফ্লাড' বলে।

ঝ) 1991-2012 সালের সময়কালে ভারতে স্বর্ণ বিপ্লব ঘটে।

ঞ) উৎপাদিত কৃষজ দ্রব্যের ভোগ করার পরও যে অংশ বাজারে বিক্রি করতে পারা যায় তাকে উদ্ধৃত্ত কৃষি বলে।

অধ্যায়-7

কর্মসংস্থান ঃ প্রবৃদ্ধি, বিধি বহির্ভূতকরণ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ

মানুষ জীবন ধারণের জন্য উপার্জন করে। কর্মে নিযুক্তি আমাদের স্বনির্ভর করে এবং অন্যের সাথে অর্থবহভাবে মেলামেশা করতে সাহায্য করে। এর ফলে কর্মরত ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এবং এভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটে। এটা হল প্রকৃত অর্থে জীবন ধারণের জন্য উপার্জন।

কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পর্যালোচনা করে দেশে রোজগারের প্রকৃতি এবং এর গুণমান সম্পর্কে ধারণা করা যায়; মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিকল্পনা করা যায়; অর্থনীতির বিভিন্ন শিল্পের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের জাতীয় আয়ে অবদান ব্যাখ্যা করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোর (যেমন— সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষেরা বা শিশু শ্রমিকরা, কীভাবে শোষণের শিকার হয়) মোকাবিলা করতে সাহায্য হয়।

7.1 মৌলিক ধারণা সমূহ :

কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্বের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবন করতে আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। এইগুলো হল—

I) **স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) :** একটি দেশে কোনো এক বছরে যে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে বলা হয় বাজার দামে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP_{MP})।

যদি GDP_{MP} এর সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নীট উপকরণের আয় (NFIA, ইহা ধনাত্মকে, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে) যুক্ত করা হয় তবে বাজার দামে স্থূল জাতীয় আয় (GNP_{MP}) পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, $GNP_{MP}=GDP_{MP}+NFIA$.

II) **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ :** যে কাজগুলো দেশের GDP বা GNP-এ অবদান রাখে তা হল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ।

III) **কর্মী :** যেসকল লোক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, হোক বেশি দক্ষ বা কম দক্ষ, তাদের বলে কর্মী বা শ্রমিক। এর অন্তর্ভুক্ত ঐ সমস্ত লোক—

(a) যারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত।

(b) যারা অসুস্থত হয়ে, আহত হয়ে, শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে, উৎসব, প্রতিকূল আবহাওয়া, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কারণে সাময়িকভাবে কাজে অনুপস্থিত।

(c) যারা এই সমস্ত অর্থনৈতিক কাজে প্রবীণ কর্মীদের সাহায্য করে।

(d) যাদের নিয়োগকর্তা কাজের জন্য অর্থ প্রদান করে।

(e) যারা স্ব-উদ্যোগী।

IV) **কর্মীদের প্রকারভেদ—**

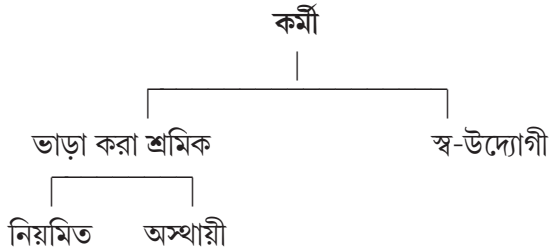

যে কর্মীরা অপরের দ্বারা নিযুক্তি পায় এবং তাদের কাজের বা সেবার বিনিময়ে মজুরি বা বেতন পায় তাদের বলে ভাড়া করা শ্রমিক (Hired workers)। তারা অন্যের প্রদত্ত সম্পদের (জমি, মূলধন এবং উদ্যোগ) উপর নির্ভর করে কাজ করে। এই নিযুক্তি মজুরি ভিত্তিক। তারা দুই ধরনের—

(a) **নিয়মিত শ্রমিক :** তারা তাদের নিয়োগ কর্তা দ্বারা স্থায়ীভাবে নিযুক্তি পায় এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বেশি। তারা নিয়োগ কর্তা থেকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাগুলো পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ— বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষক, বাস পরিচালক ইত্যাদি।

(b) **অস্থায়ী শ্রমিক :** তাদের নিয়োগকর্তা দ্বারা স্থায়ীভাবে ভাড়া করা হয় না এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা অনেক কম। তারা তাদের নিয়োগকর্তা থেকে কোনো প্রকার সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা পায় না। উদাহরণস্বরূপ, নির্মাণ শ্রমিক, শ্রমিক।

যেসব কর্মীরা তাদের নিজস্ব সম্পদ (জমি, শ্রম, মুলধন, উদ্যোগ) ব্যবহার করে তাদের জীবন ধারণের জন্য আয় করে তাদের স্ব-নিযুক্ত বা স্ব-উদ্যোগী শ্রমিক বলে। যেমন, একজন দোকানী, একজন ডাক্তার যিনি তার নিজস্ব ক্লিনিক পরিচালনা করেন, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের প্রায় 52% শ্রমশক্তি স্ব-উদ্যোগী এবং নিয়মিত ও অস্থায়ী শ্রমিক যথাক্রমে 18% এবং 30% (প্রায়)।

V) **কর্মক্ষম শক্তি এবং শ্রমশক্তি/কর্মরত শ্রেণী (Labour Force & Work Force) :** 15 বছর থেকে 60 বছর বয়সী সমস্ত ব্যক্তি যারা কাজে নিযুক্ত বা যারা কাজে নিযুক্ত নয় কিন্তু কাজ করার জন্য প্রস্তুত তাদের সবাইকে একসঙ্গে বলে কর্মক্ষম শক্তি (labour force)। অন্যভাবে বলতে গেলে কর্মক্ষম শ্রেণি কর্মরত ও কর্মহীন উভয়ই কর্মীকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মরত সকল ব্যক্তিকে একসঙ্গে বলে শ্রমশক্তি (work force)। অন্যভাবে বলা যায় শ্রমশক্তি বলতে শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বোঝায়।

সুতরাং, labour force = work force + কর্মহীন ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ, কর্মহীন ব্যক্তিবর্গ = labour force – work force.

(VI) **বেকারত্বে হার (Rate of unemployment) :** ইহা কর্মহীন ব্যক্তিবর্গ এবং মোট কর্মক্ষম শ্রেণির অনুপাতের সঙ্গে 100 এর গুণফল।

$$\text{বেকারত্বে হার} = \frac{\text{মোট বেকারের সংখ্যা}}{\text{কর্মক্ষম শক্তি (labour force)}} \times 100$$

(VII) **ভারতে শ্রমশক্তির বিন্যাস :** 2011-12 সালে ভারতে প্রায় 473 মিলিয়ন শক্তিশালী শ্রমশক্তি ছিল। এর তিন-চতুর্থাংশই

হল গ্রামীণ শ্রমিক। ভারতে প্রায় 70% পুরুষ শ্রমিক এবং বাকি অংশ মহিলা শ্রমিক। গ্রামের শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ মহিলা শ্রমিক। যেখানে শহরাঞ্চলের শ্রমশক্তির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মহিলা শ্রমিক। যেসব মহিলারা গৃহস্থালীয় কাজকর্মের পাশাপাশি ক্ষেতেও কাজ করে কিন্তু মজুরি পায় না, তাদের শ্রমিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

7.2 কর্মসংস্থানে জনগণের অংশ গ্রহণ :

কর্মসংস্থান এমন একধরনের ক্রিয়াকলাপ যা কোনো ব্যক্তিকে উপার্জন করতে সক্ষম করে। এই কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিষেবা প্রদান করে এবং বিনিময়ে অর্থ পেয়ে থাকে। কর্মসংস্থানকে মজুরি ভিত্তিক নিযুক্তি (ভাড়া করা শ্রমিক) এবং স্ব-নিযুক্তি (স্ব-উদ্যোগী শ্রমিক) এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ভারতে কর্মসংস্থানের প্রকৃতি বহুমুখী। কেউ কেউ সারা বছরের জন্য নিযুক্তি পায়। আবার কেউ কেউ কিছু মাসের জন্যই কাজ পায়।

7.2.1 শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত (Worker-Population Ratio) :

দেশের কর্মসংস্থানের অবস্থা যাচাই করতে শ্রমিক জনসংখ্যা অনুপাতকে একটি পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই অনুপাতটি জনসংখ্যার কত শতাংশ সক্রিয়ভাবে কোনো দেশের দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদনে অংশগ্রহণ করছে, তা জানতে সাহায্য করে।

যদি এই অনুপাতটি বড় হয়, তবে বোঝা যায় যে, জনগণের নিযুক্তির পরিমাণ বেশি। যদি কোনো দেশে এই অনুপাতটি মাঝারি বা নিম্ন হয় তার অর্থ হল যে, জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।

$$\text{শ্রমিক-জনসংখ্যা অনুপাত} = \frac{\text{শ্রমশক্তি বা মোট শ্রমিক}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times 100$$

এখানে জনসংখ্যা বলতে বোঝায় কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী লোকসংখ্যা।

ভারতে শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত (2011-12)

শ্রমিক-জনসংখ্যা অনুপাত

লিঙ্গ	মোট	গ্রাম	শহর
পুরুষ	54.4	54.3	54.6
মহিলা	21.9	24.8	14.7
মোট	38.6	39.9	35.5

ভারতের শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য পর্যালোচনা করা যাক। উপরের সারণি ব্যক্ত করেছে—

i) শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে এবং তাদের উচ্চশিক্ষায় সুযোগ কম। তাই তাদের শ্রমের বাজারে উপস্থিতি বেশি। ভারতে প্রতি 100 জন ব্যক্তির মধ্যে প্রায় 39 জন শ্রমিক। শহরাঞ্চলে এই অনুপাত 36 যেখানে গ্রামীণ ভারতে এর অনুপাত প্রায় 40।

ii) শহরাঞ্চলের তুলনায় (54.6%) গ্রামাঞ্চলে (54.3%) পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা কম। যাহা ব্যক্ত করে যে গ্রামাঞ্চল থেকে শ্রমিকরা অদক্ষ এবং অর্ধদক্ষ কাজে নিযুক্তির জন্য স্থানান্তর হচ্ছে।

iii) গ্রামাঞ্চলের জনগণের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য গ্রামাঞ্চলে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা (24.8%) শহরাঞ্চলের মহিলা শ্রমিকের (14.7%) তুলনায় বেশি।

iv) ভারতে মোটের উপর মহিলা শ্রমিকের তুলনায় পুরুষ শ্রমিক বেশি নিযুক্তি পায়। পুরুষেরা অধিক উপার্জন করে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে নিরুৎসাহিত করা হয়।

v) সাধারণত মহিলারা এবং বিশেষত শহরের মহিলারা কম কাজ করে। এর একটি অন্যতম কারণ হল তাদের দ্বারা প্রদত্ত অনেক পরিষেবা ও কাজকর্ম উৎপাদনশীল কাজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

7.3 ভারতে কর্ম নিযুক্তির বিভাজন (লিঙ্গাগত, অঞ্চলগত এবং ক্ষেত্রগত)।

7.3.1 লিঙ্গাগত কর্মনিযুক্তি বিভাজন/বণ্টন (পুরুষ এবং মহিলা) :

i) **স্ব-নিযুক্তি—** 2011-12 সালে ভারতের 50% এর ও অধিক শ্রমশক্তি (পুরুষ এবং মহিলা উভয়) ছিল স্ব-উদ্যোগী।

ii) **অস্থায়ী শ্রমিক—** ভারতে অস্থায়ী মজুরি ভিত্তিক কাজ (প্রায় 30%) পুরুষ ও নারীদের উপার্জনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তারা অস্থায়ীভাবে অন্যের ফার্মে নিযুক্তি পায় এবং বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে।

iii) **নিয়মিত শ্রমিক—** নিয়মিত বেতনভোগী কাজে মহিলাদের (13%) তুলনায় পুরুষেরা (20%) বেশি নিযুক্ত। এর কারণ হল এইসব কাজে পারদর্শিতার এবং উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাই নারীরা অধিক হারে এর সুযোগ পায় না।

7.3.2 অঞ্চলভিত্তিক কর্মনিযুক্তির বণ্টন (গ্রাম ও শহর) :

i) **স্ব-নিযুক্তি—** গ্রাম (56%) এবং শহর (43%) উভয় অঞ্চলেই জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস হল স্ব-নিযুক্তি। গ্রামের জনগণ তাদের নিজস্ব জমিতে কাজ করে এবং স্বাধীনভাবে চাষাবাদ করে। তাই গ্রামাঞ্চলে স্ব-নিযুক্তি বেশি।

ii) **অস্থায়ী শ্রমিক—** অস্থায়ী মজুরিভিত্তিক কাজ গ্রামীণ কর্ম সংযুক্তির দ্বিতীয় প্রধান উৎস। যেখানে গ্রামাঞ্চলে 35% শ্রমিক এইভাবে নিযুক্তি পায়, শহরাঞ্চলে এই হার 15%। গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত কর্ম সংস্থানের অভাব বলে গ্রামাঞ্চলে অস্থায়ী শ্রমিক বেশি।

iii) **নিয়মিত শ্রমিক—** স্থায়ী বেতনভোগী নিযুক্তি শহরাঞ্চলের কর্মসংযুক্তির দ্বিতীয় প্রধান উৎস। যেখানে শহরাঞ্চলে এর পরিমাণ 42%। এই হার গ্রামাঞ্চলে মাত্র 9%। শহরাঞ্চলে বেশি কাজের সুযোগ থাকায় নিয়মিত বেতনভোগী শহরাঞ্চলে বেশি।

শহরাঞ্চলে কাজের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এখানে কারখানা, দোকান, অনেক ধরনের অফিস এবং উদ্যোগ বেশি থাকায় শহরাঞ্চলে নিয়মিত বেতন ভিত্তিক নিযুক্তি বেশি।

7.3.3 কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রভিত্তিক বণ্টন (ফার্ম, কারখানা এবং অফিসে কর্মনিযুক্তি) :

একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্র থেকে শ্রমিকদের শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায়, শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরমুখী হয়। কাঠামোগত পরিবর্তনের সময়ে ধাপে ধাপে প্রাথমিক ও শিল্পক্ষেত্র থেকে সেবাক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্থানান্তর দেখা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমশক্তির বণ্টনের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাধারণত অর্থনৈতিক কাজকর্মকে আটটি প্রতিষ্ঠানে ভাগ করা হয়। যথা— i) কৃষি, ii) খনন এবং উত্তোলন, iii) উৎপাদন, iv) বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জল সরবরাহ, v) নির্মাণ কার্য, vi) বাণিজ্য, vii) পরিবহণ এবং সংরক্ষণ এবং viii) সেবা।

এই সকল বিভাগগুলোতে কর্মরত শ্রমিক বাহনীকে মূলত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। এইগুলো হল—

a) প্রাথমিক ক্ষেত্র, যাতে অন্তর্ভুক্ত (i)

b) মাধ্যমিক ক্ষেত্র, যাতে অন্তর্ভুক্ত (ii), (iii), (iv), (v)

c) সেবা ক্ষেত্র, যাতে অন্তর্ভুক্ত (vi), (vii), (viii)

নিচের সারণিটি 2011-12 সালের কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রগত বিভাজন প্রদর্শন করছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমশক্তির বণ্টন, 2011-12 (%)

প্রতিষ্ঠান	বাসস্থান		লিঙ্গ		মোট
বিভাগ	গ্রাম	শহর	পুরুষ	নারী	
প্রাথমিক ক্ষেত্র	64.1	6.7	43.6	62.8	48.9
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	20.4	35.0	25.9	20.0	24.3
সেবা ক্ষেত্র	15.5	58.3	30.5	17.2	26.8

উপরের সারণিটি দেখায় যে—

i) কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হল প্রাথমিক ক্ষেত্র। তারপর অবদান রাখে সেবা ক্ষেত্র এবং সবশেষে মাধ্যমিক বা শিল্পক্ষেত্র।

ii) গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক ক্ষেত্র কর্মনিযুক্তির প্রধান উৎস হলেও শহরাঞ্চলে সেবাক্ষেত্র বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। ইহার কারণ হল শহরাঞ্চলে ভালো পরিকাঠামোর ব্যবস্থা, যেমন— ব্যাঙ্কিং, বিমা, পরিবহণ।

iii) মাধ্যমিক ক্ষেত্র (উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পভিত্তিক কার্যকলাপ) গ্রামাঞ্চলের (20.4%) তুলনায় শহরাঞ্চলে (35%) কর্মসংস্থান বেশি সৃষ্টি করে।

iv) এটা লক্ষ্যণীয় যে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই মহিলা শ্রমিকদের অবদান প্রাথমিকক্ষেত্রে খুব বেশি। ইহার কারণ হল মহিলাদের দক্ষতা ও শিক্ষার অভাবে তথা তাদের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য তারা প্রাথমিক ক্ষেত্রে কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

7.4 বিকাশ (Growth) এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তনশীল কাঠামো :

কর্মহীন বিকাশ (Jobless growth)

একটি অর্থনৈতিককে ব্যাখ্যা করার দুইটি প্রধান নির্দেশক হল— কর্মসংস্থানের বিকাশ এবং GDP-এর বিকাশ।

চার্ট -7.3 : কর্ম সংস্থান ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, 1951-2012 (%)

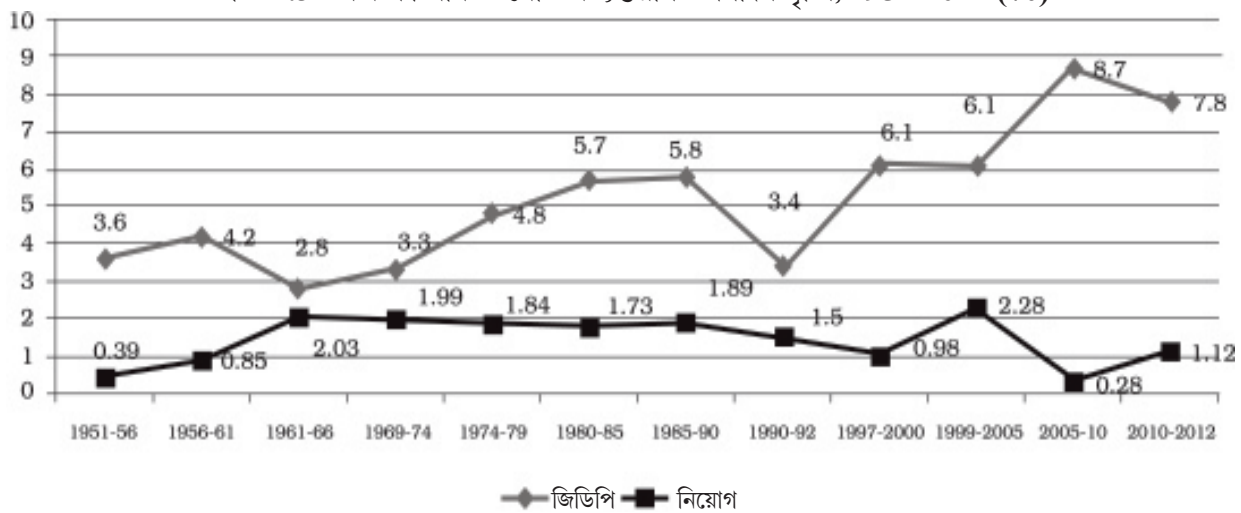

উপরের লেখচিত্র দুটি থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে,

কর্মসংস্থানের ধরনের প্রকৃতি (ক্ষেত্র অনুসারে এবং পেশাগত অবস্থান অনুসারে), 1972-2012 (শতাংশ)

পদ	*1972-73*	*1983*	*1993-94*	*1999-2000*	*2011-2012*
ক্ষেত্র					
প্রাথমিক	74.3	68.6	64	60.4	48.9
মাধ্যমিক	10.9	11.5	16	15.8	24.3
সেবা	14.8	16.9	20	23.8	26.8
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
পেশাগত অবস্থা					
স্বনিযুক্তি	61.4	57.3	54.6	52.6	52.0
নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী	15.4	13.8	13.6	14.6	18.0
অস্থায়ী মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিক	23.2	28.9	31.8	32.8	30.0
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

i) 60 বছর ধরে চলা উন্নয়ন পরিকল্পনার ভারতে লক্ষ্য ছিল, জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির সম্প্রসারণ সুনিশ্চিত করা।

ii) 1950 থেকে 2010 সাল, এই সময়কালে ভারতের GDP প্রায় 4% থেকে 7% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি ছিল। যদিও GDP এর বৃদ্ধি উঠানামা করেছিল। কিন্তু কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার সমসময় প্রায় 2%-এ স্থির ছিল।

iii) এই সময়কালে GDP-র বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য ছিল।

iv) এর অর্থ হল, ভারতের অর্থনীতিতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না পেয়ে অধিক পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনাকে কর্মহীন বিকাশ বলে অভিহিত করা হয়।

v) উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যায়, 1990-এর পর কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ক্রমাগত কমতে থাকে এবং তা ভারতের পরিকল্পনার গোড়ার দিকের বৃদ্ধির হারের কাছাকাছি নেমে আসে।

7.4.1 কর্মসংস্থানের কাঠামোগত পরিবর্তন (ক্ষেত্র অনুসারে) :

কর্মহীন বিকাশ পরিস্থিতিতে ভারতের কর্মসংস্থানের প্রকৃতিকে ক্ষেত্র অনুসারে এবং পেশাগত অবস্থান অনুসারে ব্যাখ্যা করা খুব প্রয়োজন।

কর্মসংস্থানের ধরনের প্রকৃতি (ক্ষেত্র অনুসারে), 1972-2012 (শতাংশ)

ক্ষেত্র	1972-73	1983	1993-94	1999-2000	2011-12
প্রাথমিক	74.3	68.6	64	60.4	48.9
মাধ্যমিক	10.9	11.5	16	15.8	24.3
সেবা	14.8	16.9	20	23.8	26.8
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

i) উপরের সারণি থেকে ইহা পরিলক্ষিত যে, মাধ্যমিক এবং সেবা ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বেশি থাকায় প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কমেছে।

ii) সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বেশি পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে কর্ম নিযুক্তির হার 1972-73 সালে প্রায় 11% থেকে বেড়ে 2011-12 সালে 24.3%-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

iii) অন্যদিকে, পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা যথা ব্যাঙ্কিং, বিমা, পরিবহণ ও যোগাযোগ ইত্যাদি উন্নয়নের ফলে সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্তি 1972-73 সালের 15% তুলনায় বেড়ে 2011-12 সালে 27%-এ গিয়ে পৌঁছে যায়।

iv) কর্মসংস্থানের ধরণের এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে ভারতে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে স্থানান্তর হয়ে মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে বেড়েছে।

7.4.2 কর্মসংস্থানের কাঠামোগত পরিবর্তন (পেশাগত অবস্থান অনুসারে) :

শ্রমশক্তির বিধিবহির্ভূতকরণ প্রক্রিয়া (Process of casualisation of workers)

কর্মসংস্থানের ধরনের প্রকৃতি (পেশাগত অবস্থান অনুসারে)

অবস্থান	1972-73	1983	1993-94	1999-2000	2011-12
স্ব-নিযুক্তি	61.4	57.3	54.6	52.6	52.0
নিয়মিত শ্রমিক	15.4	13.8	13.6	14.6	18.0
অস্থায়ী শ্রমিক	23.2	28.9	31.8	32.8	30.0
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

উপরের সারণিটি দেখায় যে—

i) যদিও স্ব-নিযুক্তি কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস, তবুও এই ক্ষেত্রে নিযুক্তি 1972-73 সালে 61% থেকে কমে 2011-12 সালে 52% চলে আসে।

ii) নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিকের পরিমাণ 15.4% (1972-73 সালে) থেকে কিছুটা বেড়ে 18% (2011-12 সালে) হয়েছে।

iii) অস্থায়ী শ্রমিকের ভাগ 23% (1972-73) থেকে বেশ বেড়ে 30% (2011-12) হয়েছে।

iv) স্বনিযুক্তি এবং নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অস্থায়ী মজুরির ভিত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে শ্রমশক্তির বিধিবহির্ভূতকরণ বলে অভিহিত করা যায়। ইহা হল এমন একটি অবস্থা যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিয়মিত ভাড়া করা শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা হারে শ্রমশক্তিতে বাড়তে থাকে।

7.5 ভারতের শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ :

ভারতের শ্রমশক্তিকে সংগঠিত বা বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত বা বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্র হিসাবে ভাগ করা যায়।

ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিযুক্তির ক্রমশ কমছে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্তি বেড়ে চলছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ। অন্যভাবে বলতে গেলে, মোট শ্রমশক্তির তুলনামূলকভাবে অসংগঠিত

ক্ষেত্রে নিযুক্তির আনুপাতিক হারের বৃদ্ধিকে বলা হয় শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ।

সংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হল—

সংগঠিত ক্ষেত্র	অসংগঠিত ক্ষেত্র
1. সমস্ত সরকারি ক্ষেত্র ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান যেখানে 10 জন বা তার বেশি ভাড়াটে শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাকে বলে সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান।	1. অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান যেখানে লক্ষাধিক কৃষক, কৃষি শ্রমিক, ছোটো প্রতিষ্ঠানের মালিক অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান।
2. এই ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বলে।	2. এই ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বলে।
3. এখানকার শ্রমিকরা সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা ভোগ করে।	3. এই ধরনের কোনো সুবিধা এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা ভোগ করে না তথা সরকার থেকেও বিশেষ কোনো কাজের নিরাপত্তা পায় না।
4. শ্রমশক্তির এই ক্ষেত্র শ্রমিক সংগঠন তৈরি করে। তাদের উপার্জন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের তুলনায় বেশি। সরকারি শ্রম আইন অনুসারে তাদের অধিকার নানাভাবে সংরক্ষিত থাকে।	4. এখানকার শ্রমিকরা শ্রমিক সংঘ গঠন করে না এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা কম। তারা স্থায়ী বেতন পায় না এবং কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ছাটাই হয়ে যেতে পারে।
5. 2009-12 সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের 473 মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে 30 মিলিয়ন (প্রায় 6%) সংগঠিত শ্রমিক, যার 20% (6 মিলিয়ন) মহিলা শ্রমিক এবং বাকি 80% (24 মিলিয়ন) পুরুষ শ্রমিক।	5. ভারতের 94% শ্রমশক্তি অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। এর মধ্যে প্রায় 69% (310 মিলিয়ন) পুরুষ শ্রমিক এবং বাকি প্রায় 31% (133 মিলিয়ন) মহিলা শ্রমিক।

7.6 বেকারত্ব : বেকারত্ব হল একটি চ্যালেঞ্জ যা প্রতিটি অর্থব্যবস্থায় দেখা যায়, হোক উন্নত বা অনুন্নত। NSSO বেকারত্বকে এমন একটা পরিস্থিতি হিসাবে সূচিত করে যেখানে ব্যক্তি কাজের অভাবে কাজ করতে পারছে না, কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে কাজের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকে পরিমাপ করে। (NSSO - National Sample Survey Organisation)

7.6.1 বেকারত্বের ধরন : ভারতবর্ষে বেকারত্ব সম্পর্কিত তথ্যের জন্য তিনটি উৎস রয়েছে— i) ভারতের জনগণনার প্রতিবেদন, ii) চাকরি ও বেকারত্ব অবস্থা সম্পর্কিত NSSO-এর প্রতিবেদন, iii) নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সাধারণ পরিচালক মণ্ডলীয় কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রের সাথে নথিকরণের তথ্য। এই উৎসগুলো ভারতে বেকারত্বের লক্ষণ ও বেকারত্বের প্রকারভেদ সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে।

বেকারত্বের বিভিন্ন পরিমাপকের ভিত্তিতে ইহাকে বিস্তৃতভাবে তিনটি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

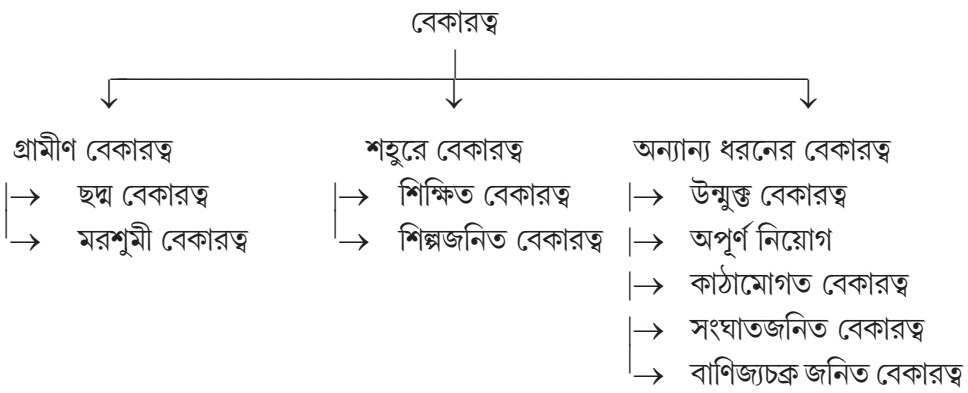

7.6.2 ভারতে বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ :

এর প্রধান প্রধান কারণ হলো নিম্নরূপ—

i) জন বিস্ফোরণ

ii) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্ন হার

iii) কৃষি উন্নয়নের ধীরগতি

iv) শিল্প উন্নয়নের নিম্ন হার

v) বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব

vi) মূলধন গঠনের নিম্ন হার

vii) শ্রমের স্থবিরতা

7.6.3 ভারতে কর্মহীনতার ফলাফল :

কর্মহীনতার সমস্যার অনেক ধরনের ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। প্রধান প্রধান প্রভাবগুলো নীচে উল্লেখ করা হল—

i) অর্থনৈতিক প্রভাব :

(a) উৎপাদন এবং আয় হ্রাস

(b) সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের স্তর হ্রাস

(c) দরিদ্রতা

ii) সামাজিক প্রভাব :

(a) জীবনযাত্রার মান হ্রাস

(b) আয়ের বণ্টনে অসমতা

(c) সামাজিক অস্থিরতা

7.6.4 বেকার সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নীচে দেওয়া হল—

i) GDP-র প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি

ii) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

iii) কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন

iv) স্ব-নিযুক্তি শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

v) শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার

vi) পরিকাঠামো উন্নয়ন

vii) কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন

7.6.5 সরকার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

স্বাধীনতার সময়কাল থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলো তাদের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে নিয়োগ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য মনোনিবেশ করেছে। তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে দু'ভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়—

প্রত্যক্ষ প্রভাব : সরকার বিভিন্ন বিভাগে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে লোক নিয়োগ করে। সরকার বিভিন্ন কারখানা, হোটেল এবং পরিবহণ কোম্পানি চালায় এবং সরাসরি শ্রমিকদের রোজগার সরবরাহ করে। সরকারি বিদ্যালয়, সরকারি হাসপাতাল, তথা সরকারি অফিসে লোকে কাজ করে এইগুলো সরকার দ্বারা সরাসরি নিয়োগের কিছু উদাহরণ।

পরোক্ষ প্রভাব : যখন সরকারি উদ্যোগ থেকে পণ্য এবং সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তখন বেসরকারি উদ্যোগগুলো যারা সরকার থেকে কাঁচামাল গ্রহণ করে, তারাও অর্থনীতিতে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ পায়। ইহার ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

অনেক পরিকল্পনা যা সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে তার লক্ষ্য হল নিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই কারণে এইগুলো নিয়োগ সৃষ্টির কার্যক্রম হিসাবেও পরিচিত। এই সমস্ত কার্যক্রমগুলো শুধুমাত্র নিয়োগ বৃদ্ধি করে না, এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাও সরবরাহ করে। যেমন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, মজুরিযুক্ত নিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পত্তির বিকাশ, গৃহ ও স্বচ্ছতা সুবিধার নির্মাণ, গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। কিছু বিশেষ প্রকল্প যা নিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রূপায়ণ করা হয়েছে, তা হল REGP, PMRY, SJSRY, SGSY, SGRY, MGNREGA (2005) ইত্যাদি।

প্রশ্নমালা

MCQ :- মান-1

1) একজন অস্থায়ী শ্রমিক নন—

(a) নির্মাণ শ্রমিক, (b) শ্রমিক, (c) বাস কন্ডাক্টর, (d) তারা কেউ নয়।

2) বেকারত্বের হার $= \frac{\text{মোট বেকারের সংখ্যা}}{?} \times 100$

(a) কর্মক্ষম শক্তি (labour force),

(b) শ্রমশক্তি,

(c) কর্মক্ষম শক্তি-শ্রমশক্তি,

(d) কর্মক্ষম শক্তি + শ্রমশক্তি।

3) শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাত $= \frac{\text{শ্রমশক্তি}}{?} \times 100$

(a) মোট জনসংখ্যা, (b) মোট শ্রমিক সংখ্যা, (c) কর্মক্ষম শক্তি, (d) কোনোটিই নয়।

4) ভারতে ——— শ্রমশক্তি হল নারী।

(a) 70%, (b) 60%, (c) 30%, (d) 40%.

5) ভারতের ——— অংশ গ্রামীণ শ্রমিক হল নারী।

(a) $\frac{1}{5}$, (b) $\frac{1}{3}$, (c) $\frac{1}{6}$, (d) $\frac{1}{2}$

6) 2011-12 সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত হল প্রায় ———

(a) 38.6, (b) 40, (c) 35.5, (d) 39.9

7) নতুনভাবে সৃষ্ট হওয়া কাজগুলো অধিকাংশই দেখা দিয়েছিল ——— ক্ষেত্রে।

(a) প্রাথমিক, (b) মাধ্যমিক, (c) সেবা, (d) সবকয়টি।

8) বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো হল যেখানে নিযুক্তি —

(a) 10 জন শ্রমিকের বেশি, (b) 10 জন শ্রমিক,

(c) (a) ও (b) উভয়ই, (d) (a) বা (b) কোনটিই নয়।

9) শহরাঞ্চলে বেকারত্ব হল—

(a) মরশুমী বেকারত্ব, (b) ছদ্ম বেকারত্ব, (c) উন্মুক্ত বেকারত্ব, (d) কোনোটি নয়।

10) MGNREGA প্রকল্পটি প্রদান করে—

(a) মজুরিভিত্তিক নিযুক্তি, (b) স্ব-নিযুক্তি,

(c) (a) ও (b) উভয়ই, (d) (a) বা (b) কোনটিই নয়।

সত্য/মিথ্যা নির্বাচন :

1) যে অস্থায়ীভাবে কাজ থেকে বিরত থাকে সে ও একজন শ্রমিক।

2) বেকার ও সাকার উভয় শ্রমিকই কর্মক্ষম শক্তির (labour force) অন্তর্ভুক্ত।

3) ভারতের প্রায় 52% শ্রমশক্তি স্ব-নিযুক্ত।

4) ভারতে মোট শ্রমশক্তির তিন-চতুর্থাংশ হল গ্রামীণ শ্রমিক।

5) ভারতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত বেশি।

6) ভারতে স্ব-নিযুক্তি থেকে অস্থায়ী মজুরিভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যায় বেশি।

7) ভারতের শহরাঞ্চলের 'নিয়মিত বেতন' কাজ কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস।

8) 94% শ্রমশক্তি ভারতে বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে নিযুক্ত।

9) মন্দা (depression) এবং অবনতি (recession) পর্যায় বাণিজ্যচক্র জনিত বেকারত্বের কারণ।

10) বেকারত্বের ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

শূন্যস্থান পূরণ করো :

1) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হল ঐ সমস্ত কার্যকলাপ যা দেশের ——— তে অবদান রাখে।

2) স্ব-নিযুক্ত শ্রমিকেরা তাদের নিজস্ব ——— ব্যবহার করে তাদের জীবিকা উপার্জন করে।

3) কর্মক্ষম শক্তি (labour force) = শ্রমশক্তি (work force) + ———।

4) ——— এবং ——— ভাগে কর্মসংস্থানকে ভাগ করা যেতে পারে।

5) কাঠামোগত পরিবর্তনের সময়ে, ——— ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ভাগ হ্রাস পায়।

6) পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ——— ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

7) শহরাঞ্চলে ——— ক্ষেত্র বেশি নিযুক্তি তৈরি করে।

8) বিধিবহির্ভুত ক্ষেত্রের শ্রমিকেরা ——— সুবিধা থেকে বিরত।

9) পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে ভারতের প্রায় ——— কৃষিশ্রমিক ছদ্ম বেকারত্ব ছিল।

10) চোরাকারবারি দ্বারা আয় করা ——— আয়ের একটি অংশ।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : **মান-1**

1) প্রকৃত অর্থে জীবনধারণের জন্য উপার্জন বলতে কি বোঝ?

2) শ্রমশক্তি (work force) বলতে কি বোঝ?

3) শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাতের একটি ব্যবহার লেখ।

4) কর্মহীন প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ (jobless growth) বলতে কি বোঝ?

5) শ্রমশক্তির বিধি বহির্ভুতকরণ (casualisation) বলতে কি বোঝ?

6) শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ (informalisation) বলতে কি বোঝ?

7) ছদ্ম বেকারত্ব কাকে বলে?

8) কাঠামোগত বেকারত্ব বলতে কি বোঝ?

9) পরোক্ষ কর্মসংস্থান বলতে কি বোঝ?

10) বেকারত্বের তথ্য সরবরাহের দুইটি উৎস লেখ।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : **মান**-3 /4

1) শ্রমিক কারা? আলোচনা করো।

2) ভাড়া করা শ্রমিক এবং স্ব-নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

3) নিয়মিত বেতনভোগী এবং অস্থায়ী মজুরিভুক্ত শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

4) শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত পাঠের গুরুত্ব লেখ।

5) ভারতের বিধিবদ্ধ এবং বিধিবহির্ভুত ক্ষেত্রে পরিস্থিতি / অবস্থা আলোচনা করো।

6) বেকারত্বের কারণ এবং ফলাফল আলোচনা করো।

7) বেকারত্ব-এর তথ্য সরবরাহের উৎসগুলো লেখ।

8) সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করো।

9) বেকারত্ব পরিমাপের বিভিন্ন উপায়গুলো লেখ।

10) পাঠ্য বই-এর অনুশীলনীর প্রশ্ন নম্বর— 3, 4, 8,10, 13, 14, 16, 17 এবং 18

নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: **মান**-6

1) সম্প্রতি ভারতের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রগত বণ্টনের প্রকৃতি আলোচনা করো।

2) ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান তফাৎগুলো আলোচনা করো।

3) ভারতের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের কিছু পদক্ষেপ আলোচনা করো।

4) ভারত সরকারের বিভিন্ন নিয়োগ সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলো সম্বন্ধে লেখ।

উত্তরমালা

MCQ :

1) c, 2) a, 3) a, 4) c, 5) b, 6) a, 7) c, 8) c, 9) c, 10) a.

সত্য/মিথ্যা :

1) সত্য, 2) সত্য, 3) সত্য, 4) সত্য, 5) মিথ্যা, 6) মিথ্যা, 7) মিথ্যা, 8) সত্য, 9) সত্য, 10) মিথ্যা।

শূন্যস্থান পূরণ করো :

1) GDP/GNP, 2) সম্পদ, 3) বেকার সংখ্যা, 4) মজুরি-নিযুক্তি, স্ব-নিযুক্তি, 5) প্রাথমিক, 6) সেবা, 7) সেবা, 8) সামাজিক সুরক্ষা, 9) এক-তৃতীয়াংশ, 10) বেআইনি।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : মান-1

1) কর্মরত ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এবং এভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটে। ইহাই হল প্রকৃত অর্থে জীবনধারণের জন্য উপার্জন।

2) একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মরত সকল ব্যক্তিদের একসঙ্গে বলে শ্রমশক্তি। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা হল শ্রমশক্তি।

3) শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত দেশের কর্মসংস্থানের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

4) অর্থনীতিতে সমান্তরালে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না পেয়ে GDP-এর আর্থিক হার বৃদ্ধি পাওয়াকে কর্মহীন প্রবৃদ্ধি বলে।

5) স্ব-নিযুক্তি এবং নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মজুরিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে শ্রমশক্তির বিধিবহির্ভুতকরণ বলে।

6) সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির ক্রমশ নিযুক্তি হ্রাস পাওয়া এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় শ্রমশক্তির অসংগঠিতকরণ।

7) ছদ্ম বেকারত্ব হল জনসংখ্যার সেই অংশ যারা পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করতে পারে না এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে এই শ্রমিকদের তুলে নিলে সামগ্রিক উৎপাদনের উপর কোনো ঋণাত্মক প্রভাব পরবে না।

8) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তাকে বলে পরিকাঠামোগত বেকারত্ব।

9) যখন সরকারি উদ্যোগগুলোর গৃহীত পদক্ষেপের প্রভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পায় তাকে বলে পরোক্ষ কর্মসংস্থান।

10) i) ভারতের জনগণের প্রতিবেদন।

ii) চাকরি এবং বেকারত্ব অবস্থা সম্পর্কিত NSSO-র প্রতিবেদন।

অধ্যায়-৪

পরিকাঠামো

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা তৈরিতে পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতের কিছু রাজ্য বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় ভাল প্রদর্শন করছে যেমন কৃষিক্ষেত্রে পাঞ্জাব, শিল্পক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্ণাটক ইত্যাদি। এর অন্যতম কারণ হল এই সব রাজ্যসমূহ এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধন করছে।

পরিকাঠামো বলতে এমন সব সুযোগ সুবিধা, পরিসেবা, কর্মকাণ্ড এবং তথ্য-প্রযুক্তিগত আধারকে বোঝায় যেগুলো কোন অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা এবং সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয়।

পরিকাঠামোগত সেবা এবং সুযোগ সুবিধাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হল :-

- রাস্তাঘাট, রেল ব্যবস্থা, সামুদ্রিক বন্দর, বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, তৈল এবং গ্যাসের পাইপলাইন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ।
- দেশের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মত শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা।
- হাসপাতাল, রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সাথে সাথে ডাক্তার এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী কর্মীরাও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত।
- পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে পরিচ্ছন্ন পানীয় জলের সুবিধা এবং নিস্কাশন ব্যবস্থা।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে ব্যাংঙ্ক সেবা, এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- শিল্প সংক্রান্ত এবং কৃষিজাত উৎপাদন, দেশীয় এবং বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্য এই সব বিশেষ ক্ষেত্রসমূহের জন্য পরিকাঠামো একটি সহায়ক পরিসেবা প্রদান করে।

পরিকাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. **আর্থিক পরিকাঠামো :-** আর্থিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল— শক্তি, পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ইহা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন— ভোগ, উৎপাদন এবং দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্য।

2. **সামাজিক পরিকাঠামো :-** সামাজিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল— শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের মতো পরিকাঠামোসমূহ।

সামাজিক ক্ষেত্রের গঠন এবং মানব সম্পদের গুনগতমান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিসেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

এই উভয় ধরনের পরিকাঠামোই পরস্পরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং পরিপূরক।

পরিকাঠামোর গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :-

(i) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য

(ii) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য

(iii) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নতি সাধনের জন্য

(iv) অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য

(v) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য

(vi) বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য

(vii) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে রোজগার বৃদ্ধির জন্য।

ভারতে পরিকাঠামোর অবস্থান :-

1. গ্রামীণ জনগণকে জ্বালানি, জল এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণের জন্য দূর-দূরান্তে পাড়ি দিতে হয়।
2. 2001 সালে আদমশুমারি দেখায় যে, 56% পরিবারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে এবং 43% পরিবার এখনো কেরোসিন ব্যবহার করে।
3. কেবলমাত্র 24% গ্রামীণ পরিবারের নল দ্বারা সরবরাহ পানীয় জলের সুযোগ রয়েছে এবং বাদবাকিরা জলের উন্মুক্ত উৎসগুলো কে ব্যবহার করে।
4. গ্রামীণ এলাকার মাত্র 20% জনগণ স্বাস্থ্য বিধিসম্মত উন্নত শৌচালয়ের সুবিধা পাচ্ছে।
5. ভারত তার জিডিপি এর মাত্র 34% পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করছে যা চিন ও ইন্দোনেশিয়া থেকেও কম।
6. বর্তমানে, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

শক্তি : কোন অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে শক্তির অবদান অপরিসীম কারণ ইহা উৎপাদন এবং ভোগ সংক্রান্ত কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।

শক্তির উৎস :

1. **শক্তির বাণিজ্যিক উৎস :** এই সমস্ত শক্তির উৎস যার জন্য ব্যবহারকারীকে দাম প্রদান করতে হয়। (উদাহরণ : পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা এবং বিদ্যুৎ)
2. **শক্তির অবাণিজ্যিক উৎস :** এরমধ্যে ঐ সমস্ত শক্তির উৎসগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার জন্য ব্যবহারকারীকে দাম প্রদান করতে হয় না। (উদাহরণ :- জ্বালানি, কাঠ, গোবরের ঘুটে, কৃষিজাত বর্জ্য)
3. **প্রথাগত শক্তির উৎস :-** যে সমস্ত উৎসগুলো সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পুনর্নবীকরণ অযোগ্য তাদের প্রথাগত শক্তির উৎস বলে। (যেমন, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস)
4. **অপ্রথাগত শক্তির উৎস :-** এগুলো নতুনভাবে আবিস্কৃত শক্তির উৎসসমূহ এবং যাদের অধিকাংশই হল পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস।
   যেমন— জৈবশক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি।

ভারতে শক্তির ব্যবহারের ধরন :-

ভারতে মোট ব্যবহৃত শক্তির 74% বাণিজ্যিক শক্তির দ্বারা পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে শক্তির বৃহৎ অংশ আসে কয়লা থেকে যা 54%, এর পরেই আসে তেলের থেকে যা 32%,প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আসে 10% এবং জলশক্তি থেকে আসে 2%।

- ভারতে অবাণিজ্যিক শক্তির উৎস থেকে মোট শক্তির 26% পূরিত হয়।
- ভারতে শিল্পক্ষেত্র বাণিজ্যিক শক্তির সর্ববৃহৎ অংশ ব্যবহার করে, যা প্রায় 44% (2014-15)।
- ভারতে কৃষিক্ষেত্র বাণিজ্যিক শক্তির মাত্র 18% ব্যবহার করে।

শক্তি (বিদ্যুৎ) :- পরিকাঠামোগত অবস্থান এবং আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুৎ পরিসেবা খুবই জরুরি।

- ভারতে বার্ষিক GDP-র বৃদ্ধির হার 8%বজায় রাখার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় 12% হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

ভারতে শক্তি (বিদ্যুৎ) এর উৎস (2016)

ভারতে শক্তি (বিদ্যুৎ) এর উৎস (2016)

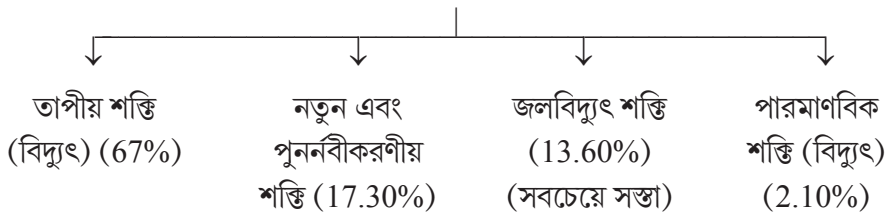

বিদ্যুৎক্ষেত্রের কিছু চ্যালেঞ্জ :-

(1) ভারতে অপর্যাপ্ত শক্তির (বিদ্যুৎ) উৎপাদন হল একটি মূখ্য সমস্যা। দেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা উন্নয়নের কাঙ্খিত (7-8% বৃদ্ধি) প্রক্রিয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়।

(2) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের অসমর্থতা (Low plant load factor/PLF) হল অন্য একটি সমস্যা। উৎপাদন কেন্দ্রগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা না হওয়াতে তাদের ক্ষমতা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

(3) বেশিরভাগ রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদগুলো বিদ্যুৎ প্রেরণ ও বন্টনের সমস্যাগত ক্ষতির কারনে প্রায় 500 বিলিয়নের বেশি আর্থিক ক্ষতির বহর টানছে।

(4) তাপীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো মূলত কাচাঁমাল এবং কয়লার যোগানের অভাবের মত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

(5) বেসরকারি এবং বিদেশি বিনিয়োগ কোম্পানিগুলো বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করছে না।

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবিত উপায়সমূহ :-

(i) উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতার (PLF) উন্নতি সাধন।

(ii) বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(iii) বিদ্যুৎ প্রেরণ এবং বন্টনগত ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থার প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(iv) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করা।

(v) পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান করা।

স্বাস্থ্য :- স্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র রোগমুক্ত হওয়াকেই বোঝায় না, এটা কারোর ভেতরের কর্ম সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাকেও বোঝায়। স্বাস্থ্য হল একটি দেশের (জাতির) সার্বিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের যোগসূত্র তৈরির পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া।

স্বাস্থ্যের অবস্থান নির্ণয় করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হল শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল, পুষ্টিস্তর, সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের প্রকোপ ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ জনগণের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতার উন্নতি ঘটায় এবং দ্রব্যাদি ও সেবাকার্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল হাসপাতাল,ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিকেল কর্মী, হাসপাতালের বিছানার সংখ্যা, যন্ত্রপাতি এবং একটি বিকশিত উন্নত ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প।

ভারতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবস্থা এবং সম্প্রসারণ :-

সরকারের সকল স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে একটি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে যার মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শিক্ষা, খাদ্যে ভেজাল, ঔষধ ও বিষাক্ত দ্রব্য, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পেশা, গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান, মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও উন্মত্ততা অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ পরিষদের সহায়তায় বিস্তৃত নীতি এবং পরিকল্পনার উন্নতি সাধন করে। এই সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করে যেমন তথ্য সংগ্রহ, আর্থিক সহায়তার সাথে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।

গ্রামীণ স্তরে সরকার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল (প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র PHCs) স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, স্বাস্থ্যসেবী সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বহু সংখ্যক হাসপাতাল রয়েছে।

1951- থেকে 2013 সালের মধ্যে সরকারি হাসপাতাল এবং ঔষধালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 9300 থেকে 44.000 এবং হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বেড়ে 1.2 লক্ষ থেকে 6.3 লক্ষ হয়েছে। নার্সিং কর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে 0.18 লক্ষ থেকে 23.44 লক্ষ হয়েছে এবং অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের সংখ্যা 0.62 লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 9.2 লক্ষ হয়েছে।

ভারতে সরকারি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিকাঠামো, 1951-2015

বিষয়	1951	1981	2000	2014-15
হাসপাতাল (সরকারি)	2,694	6,805	15,888	19,653
বিছানা (সরকারি)	1,17,00	5.04,538	7,19,861	7,54,724
ঔষধালয়	6,600	16,745	23,065	26,325
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	725	9,115	22,842	25,308
উপকেন্দ্র	—	84,736	1,37,311	1,53,655
সংমিশ্রিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র	—	761	3,043	5,396

Source : www.cbhidghs.nic.in

ভারতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্য সেবা মূলত ত্রি-স্তরীয় ব্যবস্থার দ্বারা তৈরি—

1) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা : প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয়গুলো হল প্রচলিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর জ্ঞান তথা সনাক্তকরণ পদ্ধতি সমূহ, প্রতিরোধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান এবং পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবসস্থার যোগান। মাতৃত্বকালীন ও শিশু স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থের বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় ঔষধের যোগান দেওয়া। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের জন্য গ্রামাঞ্চলে এবং ছোট শহরে হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে সহায়ক সেবিকা/ধাত্রী কর্মীরাই হলেন প্রথম স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানকারী। হাসপাতালগুলো (PHCs, CHCs, Sub-Centres) সাধারণত একজন ডাক্তার, একজন নার্স এবং সীমিত পরিমাণ ঔষধ দিয়ে পরিচালিত হয়।

2) মাধ্যমিক/মধ্যম স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা : যে সমস্ত হাসপাতালে উন্নততর সার্জারির সুযোগ, X-ray, Electro Cardio gram (ECG) রয়েছে তাদের মাধ্যমিক/মধ্যম স্তরের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বলা যায়। এগুলোর বেশিরভাগই জেলাস্তরের সদর দপ্তর এবং বড় শহরে অবস্থিত।

3) তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা : যেসব হাসপাতালে আধুনিকস্তরের যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ এর ব্যবস্থা রয়েছে এবং জটিল রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার সাথে চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান করা এবং গবেষণামূলক কাজকর্মও সম্পাদন করা হয় তাদের তৃতীয়স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় ধরা হয়।

যেমন— এইমস, নিউদিল্লি,

পোস্ট গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউট, চন্ডীগড়।

বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা :

1. ভারতে 70%'র বেশি হাসপাতাল বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হয়।
2. প্রায় 60% কাছাকাছি ঔষধালয় বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হয়।
3. হাসপাতালগুলোতে অবস্থিত মোট বিছানার প্রায় দুই পঞ্চমাংশ বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
4. বেসরকারি ক্ষেত্র 80% বহির্বিভাগীয় রোগী এবং 46% অন্তর্বিভাগীয় রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকে।
5. 2001-02 সালে 13 লাখের বেশি চিকিৎসা উদ্যোগ 22 লক্ষ জনগণকে কর্মসংস্থান প্রদান করেছে।
6. 1991 সালের পরবর্তী সময়ে, অনেক প্রবাসী ভারতীয়রা এবং ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো ভারতে হাসপাতাল স্থাপন করে।

ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি : [Indian system of Medicine (ISM)]

এর মধ্যে ছয়টি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত :

i) আয়ুর্বেদিক, ii) যোগা, iii) ইউনানি, iv) সিদ্ধা, v) প্রাকৃতিক চিকিৎসা, vi) হোমিওপ্যাথি।

বর্তমানে ভারতে 3167টি ভারতীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হাসপাতাল, 26000 ঔষধালয় এবং 9 লক্ষ রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবস্থা প্রদানকারী রয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর নির্দেশকসমূহ :

ভারতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিস্তার লাভ করেছে কিন্তু তা এখনো সন্তোষজনক নয়।

- ভারতে মোট GDP এর মাত্র 4.7% স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচ করা হয়।
- ভারতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় 17% বসবাস করে কিন্তু বিশ্বের মোট রোগ দায়ভার (global burden of disease, GBD) 20% বহন করছে।
- প্রতিবছর প্রায় 5 লক্ষ শিশু জলবাহিত রোগের কারণে মারা যায়।
- অপুষ্টি এবং টিকাকরণের ঔষধের যোগানের অপর্যাপ্ততা প্রতি বছর 2.2 মিলিয়ন শিশুর মৃত্যুর কারণ।
- বর্তমানে, 20% কম সংখ্যক জনগণ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করছে।
- মাত্র 30% PHCs গুলোতে পর্যাপ্ত ঔষধের মজুত রয়েছে।

গ্রাম শহরের ভেদাভেদ :-

- যদিও ভারতের 70% জনগণ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে, তথাপি মাত্র 20% (দুই পঞ্চমাংশ) হাসপাতাল গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত এবং মোট ঔষধালয়ের মোট 50% গ্রামীন এলাকায় অবস্থিত।
- গ্রামীণ এবং শহর এলাকাতে প্রতি একলক্ষ জনগনের জন্য যথাক্রমে 0.36 এবং 3.6 সংখ্যক হাসপাতাল রয়েছে।
- গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোতে এক্স-রে এবং রক্ত পরিক্ষার মত সুবিধাগুলোও নেই।
- ভারতের শহর এবং গ্রামীণ উভয় এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্রতম 20% জনগণ তাদের আয়ের 12% স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় করে; তবে এই এলাকায় ধনী জনগণরা তাদের আয়ের মাত্র 2% চিকিৎসা খাতে ব্যয় করেন।

মহিলাদের স্বাস্থ্য :- অর্থনৈতিক এবং সমাজ উন্নয়নে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ভারতে, মহিলারা শিক্ষা, অর্থনৈতিক কাজ কর্মে অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে পুরুষদের তুলনায় অধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। ভারতে মহিলাদের দুর্দশার চিত্র বিভিন্ন নির্দেশকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

- দেশে শিশু লিঙ্গ অনুপাত 2001 সালের 927 থেকে 2011 সালে 914 তে নেমে আসার পেছনে কারণ হিসাবে কন্যা ভ্রূণ হত্যার ঘটনাকে চিহ্নিত করে।
- 15 থেকে 49 বয়সের বিবাহিত 50% বেশি মহিলাই লৌহ অভাব জনিত রক্তাল্পতা এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে, যা মূলত 19% মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর জন্য দায়ী।

স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মানবাধিকার :-

- স্বাস্থ্য হল একটি গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা যা জনগনের মৌলিক মানবাধিকারও বটে।
- সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে ঔষধ এবং ড্রাগ, বিশ্বস্ততা, গুনমান এবং যোগানের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব হতে পারে।
- স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করতে শক্তিশালি পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- দূরসঞ্চার এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং জ্ঞানের পরিধিও বিস্তার করতে পারে।

• তবে আমাদের পরিবেশকে পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে।

অনুশীলনী

1.1 নিচের বক্তব্যগুলো কি সত্য/মিথ্যা—

(1) বর্তমানে ভারত প্রতি বছর মাত্র 20,000 MW নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি যুক্ত করতে পারছে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(2) ভারতে মোট ব্যবহৃত শক্তির 90% বাণিজ্যিক শক্তির দ্বারা পূরণ করা হয়। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(3) কৃষিজাত বর্জ্য হল বাণিজ্যিক শক্তির প্রধান উৎস। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(4) সৌরশক্তি হল অপ্রচলিত শক্তির একটি উদাহরণ। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(5) ভারত তার GDP-র প্রায় 60% পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করছে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(6) 1953-54 সালে পরিবহণ ক্ষেত্রে ছিল বাণিজ্যিক শক্তির সর্ববৃহৎ উপভোক্তা। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(7) প্রতি বছর GDP বৃদ্ধির হার 8% অর্জন করতে হলে শক্তির যোগান বৃদ্ধি বাৎসরিক 20% হারের কাছাকাছি হওয়া আবশ্যক। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(8) বর্তমানে, ভারতে পারমানবিক শক্তি মোট শক্তির ভোগের মাত্র 2%। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(9) ভারতে GBD এর অর্ধেকের বেশির কারণ হল ডাইরিয়া, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা নামক সংক্রামক রোগ। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(10) ভারতে গর্ভপাত হল মাতৃত্বকালীন অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রধান কারন। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(11) ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে চার ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

(12) সাধারণ বাল্বের তুলনায় CFL বাল্ব 80% বিদ্যুৎ কম খরচ করে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

1.2 সঠিক উত্তরটি সনাক্ত করো

(1) জলের ব্যবহারে সৃষ্ট শক্তি হল

(a) তাপীয় শক্তি (b) জলীয় শক্তি

(c) পারমানবিক শক্তি (d) জোয়ার-ভাটার শক্তি।

(2) নীচের কোনটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস

(a) সৌর শক্তি (b) বায়ু শক্তি

(c) (a) এবং (b) উভয়ই।

(3) ভারত GBD-র কত শতাংশ বহন করে

(a) 14% (b) 50% (c) 20% (d) 70%.

(4) 20% (দরিদ্রতম) ভারতীয় জনগণ তাদের আয়ের ——— স্বাস্থ্য খাতে খরচ করে।

(a) 12% (b) 20%

(c) 40% (d) 5%.

(5) কেবলমাত্র ——— প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঔষধের মজুত রয়েছে।

(a) 20% (b) 30% (c) 80% (d) 10%.

(6) কোন ক্ষেত্রটি বাণিজ্যিক শক্তির সর্ববৃহৎ অংশ ভোগ করে?

(a) শিল্পক্ষেত্র (b) গৃহস্থ

(c) পরিবহণ ক্ষেত্র (d) কোনটাই নয়।

(7) নিচের কোনটি অপ্রচলিত শক্তির উদাহরণ নয়?

(a) সৌর শক্তি (b) তাপীয় শক্তি

(c) বায়ু চালিত শক্তি (d) জোয়ার ভাটা থেকে প্রাপ্ত শক্তি।

(8) নিচের কোন সুযোগ সুবিধাটি সামাজিক পরিকাঠামোর অন্তর্গত?

(a) রাস্তাঘাট (b) ঘরবাড়ি

(c) ইন্টারনেট (d) বিদ্যুৎ পরিসেবা।

(9) নিচের কোন পদ্ধতিটি ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্গত নয়?

(a) অ্যালোপ্যাথি (b) হোমিওপ্যাথি

(c) প্রাকৃতিক পদ্ধতি (d) আয়ুর্বেদ।

(10) শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়গুলি হল—

(a) সামাজিক পরিকাঠামো, (b) অর্থনৈতিক পরিকাঠামো,

(c) উভয়ই, (d) কোনটাই নয়।

(11) ——— এর অধিক হাসপাতালগুলো বেসরকারি ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হয়।

(a) 61%, (b) 70%, (c) 50%, (d) 19%.

(12) বর্তমানে,——— এর কম জনগণ সরকারি স্বাাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে—

(a) 30%, (b) 20%, (c) 14%, (d) 2%.

(13) 2001 সালের আদমসুমারি অনুসারে গ্রামীণ ভারতের ——— পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।

(a) 56%, (b) 43%, (c) 70%, (d) 90%.

(14) প্রায় ——— গ্রামীণ পরিবার বায়ো-জ্বালানি ব্যবহার করে রান্নার কাজে।

(a) 50%, (b) 90%, (c) 10%, (d) কোনটাই নয়।

(15) শক্তি এবং পরিবহণ পরিসেবা হল—

(a) সামাজিক পরিকাঠামো, (b) অর্থনৈতিক পরিকাঠামো,

(c) (a) এবং (b) উভয়ই, (d) কোনটাই নয়।

1.3 শূন্যস্থান পূরণ করো :

1. কেবলমাত্র——— প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (PHCs) পর্যাপ্ত ঔষধের মজুত রয়েছে।
2. অপুষ্টি এবং অপর্যাপ্ত টিকাকরণের ফলে প্রতি বছর প্রায় ——— মিলিয়ন শিশুর মৃত্যু ঘটে।
3. ECG অর্থ হল Electro ——— gram.
4. ——— পরিকাঠামো মানব সম্পদের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করে।
5. ——— বলতে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতাকে বোঝায়।
6. ——— হল এমন সব শক্তির উৎস, যেগুলোর ব্যবহার এবং জ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।
7. ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ——— এলাকাতে বসবাস করে।
8. ভারতে প্রায় ——— জনগণ খোলা উৎস থেকে পানীয় জল পান করে।
9. গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে ——— কর্মীরাই হল প্রথম স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানকারী।
10. ——— হল গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা এবং একটি মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়।

1.4 খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

1. পুনর্নবীকরণীয় শক্তির দুটি উৎসের নাম লেখো।
2. পরিকাঠামোর যে কোন একটি সুবিধা উল্লেখ করো।
3. GBD এর পুরো নাম লিখ।
4. PLF (Plant Load Factor) এর মাধ্যমে কি পরিমাপ করা হয়?
5. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলোর নাম লিখ।
6. শক্তির বাণিজ্যিক উৎসের দুটি উদাহরণ দাও।
7. সামাজিক পরিকাঠামো কি?
8. অ-বাণিজ্যিক শক্তির উৎসের দুটি উদাহরণ দাও।
9. আর্থিক পরিকাঠামোর সংজ্ঞা দাও।
10. ভারতের বেশিরভাগ গ্রামীণ মহিলারা কি ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করে?
11. কবে দিল্লির রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদ (বোর্ড) গঠিত হয়েছিল?
12. অসুস্থতা (morbidity) কি?

2. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (3/4 এর মান)

1. প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তি উৎসের পার্থক্য আলোচনা করো।
2. নিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে পরিকাঠামো কিভাবে সহায়তা করে?
3. 'বিশ্ব রোগগ্রস্থ দায়ভার' (GBD) বলতে কি বোঝায়?
4. "স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক ভ্রমণ" এর উপর একটি টিকা লেখ।
5. ভারতে বিশেষভাবে দক্ষ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী কয়েকটি সংস্থার নাম লিখ।
6. বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক শক্তির উৎসের পার্থক্য বর্ণনা করো।
7. ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রধান সমস্যাগুলো উল্লেখ করো।
8. বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার জন্য ভারতে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো উল্লেখ করো।

3. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (6 এর মান)

1. ভারতের ত্রিস্তরীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার পরিকাঠামো ব্যাখ্যা করো।
2. ভারতের শক্তির সমস্যাগুলো আলোচনা করো।
3. ভারতে পরিকাঠামোর সমস্যা দূর করতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করো।
4. "গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থা নেই,"— মতামত লেখো।
5. পরিকাঠামো ক্ষেত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।
6. সামাজিক এবং আর্থিক পরিকাঠামোর ধারণাটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তরপত্র

1.1 সত্য/মিথ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর :

1) সত্য, 2) মিথ্য, 3) মিথ্য, 4) সত্য, 5) মিথ্য, 6) সত্য, 7) মিথ্য, 8) সত্য, 9) সত্য, 10) সত্য, 11) মিথ্য, 12) সত্য।

1.2 সঠিক উত্তর বাছাই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্ত :

1) (b), 2) (c), 3) (c), 4) (a), 5) (b), 6) (a), 7) (b), 8) (b), 9) (a), 10) (a), 11) (b), 12) (b), 13) (a), 14) (b), 15) (b).

1.3 শূন্যস্থান পূরণ করো :

1) 30%, 2) 2.2, 3) Cardio, 4) সামাজিক পরিকাঠামো, 5) স্বাস্থ্য, 6) প্রচলিত শক্তি উৎসসমূহ, 7) গ্রামীণ, 8) 76%, 9) ANM (সহকারী সেবিকা ধাত্রী), 10) স্বাস্থ্য।

1.4 অতিক্ষুদ্র প্রশ্নপত্রের উত্তর :

1) সৌরশক্তি এবং বায়ু শক্তি,

2) ইহা উৎপাদনের উপকরণে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

3) Global burden of disease.

4) PLF মূলত কোন তাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কার্যকরি দক্ষতা পরিমাপ করে।

5) বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ।

6) কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম,

7) পরিকাঠামো ক্ষেত্রের যে অংশ সামাজিক ক্ষেত্রের ভিত্তি স্থাপন করে, (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বসবাসের পরিমণ্ডল তৈরি করে) তাদের সামাজিক পরিকাঠামো বলে।

8) কৃষিজাত বর্জ্য এবং জ্বালানি কাঠ।

9) রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শক্তির মতো পরিকাঠামোর যে অংশ সরাসরি দ্রব্যাদি ও সেবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বলে।

10) বায়ো-জ্বালানি (ফসলের শেষাংশ, ঘুটে এবং জ্বালানি কাঠ)।

11) 1951.

12) শরীর খারাপ করার সম্ভাবনা।

অধ্যায়-9

পরিবেশ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন

দ্রব্যাদি এবং সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য সম্পদ (উপাদান) সরবরাহের মাধ্যমে পরিবেশ কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং প্রবৃদ্ধি (বিকাশ) ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির জন্যই সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর অত্যধিক ব্যবহার করা হয়। যার ফলস্বরূপ, পরিবেশের গুণগত অবস্থান খারাপ হয়েছে। তাছাড়া মানব সভ্যতা এবং স্বাস্থ্যের উপরও পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

9.1 সংজ্ঞা : পরিবেশ বলতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের বসবাস করা জগতের সমস্ত কিছু এবং সমস্ত সম্পদের সমাহারকে বোঝায়।

পরিবেশের মধ্যে সব জৈব এবং অজৈব উপাদান অন্তর্ভুক্ত।

জৈব উপাদানসমূহ

পাখি, পশু, উদ্ভিদ, বন, মাছ ইত্যাদি। (সাধারণত সমস্ত জীবিত উপাদান)

অজৈব উপাদানসমূহ

বাতাস, জল, জমি, পাথর সূর্যালোক ইত্যাদি। (সাধারণত সমস্ত নির্জীব উপাদানসমূহ)

9.2 পরিবেশের কার্য : পরিবেশ চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে— i) ইহা উৎপাদন কার্যের জন্য সম্পদের যোগান দেয়। যেমন— বনাঞ্চলের গাছ, বায়ু, সমুদ্রের মাছ, জল ইত্যাদি। (নবীকরণযোগ্য সম্পদ) এবং জীবাশ্ম জ্বালানি, কয়লা ইত্যাদি (অনবীকরণযোগ্য সম্পদ)।

ii) এটি বর্জ্য সমাহিত করে। ইহা আবর্জনা শোষণ করে।

iii) এটি জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং জৈব বৈচিত্রের দ্বারা প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

iv) এটি নান্দনিক সেবা প্রদান করে। যেমন ফুল, পাহাড়, জল, নদী ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে, পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা বা বহন ক্ষমতা মানব সভ্যতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা বলতে বোঝায় সম্পদের নিষ্কাষণের হার সম্পদের পুনরুৎপাদনের হারকে যেন অতিক্রম না করে এবং উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ যাতে পরিবেশের শোষণ ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সহায়তা করে। বর্তমানে, অনেক সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সৃষ্ট বর্জ্য পরিবেশের শোষণ ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। 'শোষণ ক্ষমতা' বলতে বোঝায় পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি বা অবক্ষয় শোষণের সামর্থকে। উন্নয়নের প্রক্রিয়া পরিবেশের দূষণের মাত্র বৃদ্ধি করেছে এবং সম্পদের অতিরিক্ত নিষ্কাশনের দরুণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিঃশেষিত হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ এবং নতুন সম্পদ উৎঘাটনের জন্য প্রযুক্তি এবং গবেষণামূলক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বিষয় (সমস্যা) হল—

i) বিশ্ব উষ্ণায়ন, ii) ওজোনস্তরের ক্ষতি, iii) পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সুযোগ ব্যয় বৃদ্ধি, iv) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার এবং অপচয়।

1. বিশ্ব উষ্ণায়ন : বিশ্ব উষ্ণায়ন হল সাম্প্রতিক সময়ে (শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে) গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর নীচের স্তরের আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া।

মূলত মানুষের মাধ্যমেই জীবাশ্ম জ্বালানি (পেট্রোল, কয়লা) দহন এবং অরণ্য নিধনের ফলে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ বেড়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎস থেকে মিথেন গ্যাসের নির্গমণ বৃদ্ধি পেয়েও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্ব-উষ্ণায়ন এর প্রধান ফলাফল—

i) মেরু অঞ্চলের বরফ গলার কারণে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে।

ii) পরিবেশ বৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়ায় অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে।

iii) খুব ঘন ঘন ক্রান্তিয় ঝড়ের উৎপত্তি হবে।

iv) পানীয় জলের সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে এবং ক্রান্তিয় রোগ ব্যাধির দাপট বৃদ্ধি পাবে।

1997 সালে, জাপানের কিয়োটো শহরে ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, বিশেষত বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যার উপর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

2. ওজোন স্তরের ক্ষয়ক্ষতি : ওজোন স্তরের ক্ষয়ক্ষতি বলতে মূলত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের হ্রাস পাওয়াকে বোঝায়। ওজোন স্তরের ক্ষয়ক্ষতির সমস্যাটি সৃষ্টি হয় ঠান্ডা করার জন্য ফ্রিজ এবং রেফ্রিজেরেটরে ব্যবহৃত উচ্চস্তরের ক্লোরোফ্লোরোকার্বন এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হ্যালনস এর জন্য।

ওজোন স্তরের ক্ষয়ের পরিনাম স্বরূপ অতিবেগুণি বিকিরণ (UV) পৃথিবীতে অধিক আসে এবং সজীব বস্তুর ক্ষতিসাধন করে এবং মানব দেহের ত্বকে ক্যান্সার এর উপসর্গ তৈরি করে। এটি ফাইটো প্লাংটনের উৎপাদন হ্রাস করে এবং জলজ প্রাণীদের বৃদ্ধির গতি হ্রাস করে। তাছাড়া স্থলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে।

ওজোনস্তরের রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (মন্ট্রিল প্রটোকল) সম্পাদিত হয়, যাতে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) উপাদান, মিথাইল ক্লোরোফর্ম এবং ব্রোমাইন যৌগ (হ্যালন্স) ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

ভারতের পরিবেশগত অবস্থা :

- গুণগতভাবে উন্নত মৃত্তিকা, শতাধিক নদী এবং উপনদী, ঘন সবুজ বন, মাটির নিচে সঞ্চিত প্রচুর খনিজ দ্রব্য, ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত পর্বতমালা প্রভৃতি ভিত্তিতে ভারত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রয়েছে।
- দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত, যার কারণে বস্ত্রবয়ন শিল্প এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।
- গাঙ্গেয় সমতলভূমি বিশ্বের অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা সবচেয়ে নিবিড় চাষযুক্ত অঞ্চল এবং জনঘনত্বও বেশি।
- দেশে লৌহ আকরিক, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল সঞ্চয় রয়েছে (বিশ্বের মোট লৌহ আকরিকের 20%)।

- ভারতে অনেক মূল্যবান ধাতু যেমন বক্সাইট, তামা, ক্রোমেট, হীরা, স্বর্ণ, সিসা, লিগনাইট, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি পাওয়া যায়।
- কিন্তু ভারতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য তার প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে।
- ভারতের পরিবেশগত সমস্যার একটি বৈপরীত্য অবস্থানে রয়েছে, যাতে দুটি বিপরীত ধারণা বা বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

1. চরম দারিদ্রতার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশগত অবনমনের পরিস্থিতির হুঁশিয়ারি।
2. উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পক্ষেত্রের বিস্তারের জন্য পরিবেশ দূষণের হুঁশিয়ারি। দ্রব্য এবং সেবার বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য শিল্পক্ষেত্রের প্রসার প্রয়োজনীয় কিন্তু এর ফলে আবার দূষণের সৃষ্টি হয়, যা কাম্য নয়।

9. ভারতের পরিবেশগত কিছু মুখ্য বিষয় (সমস্যা) হল—

i) জমির অবক্ষয় (উর্বরতা হ্রাস)।

ii) জৈব বৈচিত্রের অবলুপ্তি।

iii) বায়ু দূষণ।

iv) স্বাদুজলের ব্যবস্থাপনা।

v) কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা।

জমির অবক্ষয় বলতে মূলত মানুষের কৃতকার্যের কারণে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে জমির উৎপাদনশীলতার হ্রাস বা ক্ষয়কে বোঝায়।

এর কারণগুলো হল—

i) বন ধ্বংসের ফলে সবুজের আচ্ছাদন হ্রাস।

ii) বনাঞ্চলের অধিগ্রহণ।

iii) ভুল ফসল চক্র।

iv) অস্থিতিশীল জ্বালানি কাঠ এবং পশুখাদ্যের নিষ্কাশন।

v) ভূগর্ভস্থ জলের প্রতিস্থাপনের তুলনায় অত্যধিক নিষ্কাশন।

vi) ভূমি সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করা।

vii) কৃষি নির্ভর জনগণের দরিদ্রতা এবং ফসলের স্থানান্তর চাষ।

viii) বনাঞ্চলের আগুন এবং অত্যধিক পশুচারণ।

জৈব বৈচিত্র বলতে প্রত্যেকটি জীবিত উপাদানকে বোঝায় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, পশুপাখি এবং মানুষ। জৈব বৈচিত্রের অবলুপ্তি বা ক্ষতি বলতে সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন প্রজাতি সমূহের অবলুপ্তির সাথে সাথে স্থানীয়স্তরে বিভিন্ন প্রজাতির হ্রাস বা অবলুপ্তি বা বিশেষ বসতি অঞ্চলের প্রজাতি অবলুপ্তিকে বোঝায়, যার কারণে জীবজগতের বৈচিত্রের অবলুপ্তি হচ্ছে।

- ভারতে পৃথিবীর মোট ভৌগলিক অঞ্চলের 2.5% অংশে পৃথিবীর মোট প্রাণী সম্পদের 20% রয়েছে। এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় 17% ভারতে বসবাস করে।
- দেশের জনসংখ্যা এবং প্রাণী সম্পদের অত্যধিক ঘনত্ব দেশের সীমিত জমির উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছে।
- দেশের মানুষের মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ 0.08 হেক্টর যেখানে প্রয়োজনীয় মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ 0.47 হেক্টর বনভূমি।
- সারা দেশে ভূমিক্ষয়ের বাৎসরিক হার হল 5.3 বিলিয়ন টন যা পুনঃরুৎপাদনের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি।
- প্রতি বছর ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির পুষ্টির 5.8 মিলিয়ন টন থেকে 8.4 মিলিয়ন টন উপাদান নষ্ট হচ্ছে।

  বায়ু দূষণ বলতে বাতাসে নির্গত বিভিন্ন দূষিত উপাদানের অবস্থানকে বোঝায় যার কারণে মানব দেহ এবং সর্বোপরি পৃথিবীর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়।
- ভারতের শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণের সৃষ্টির উৎস হল যানবাহনের অত্যধিক সংখ্যা এবং শিল্প কারখানা। এর সাথে অন্যান্য অঞ্চলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোও দূষণ সৃষ্টি করছে।

যন্ত্রচালিত যানবাহনের সংখ্যা 1951 সালে 3 লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2003 সালে 67 কোটি হয়েছে। 2003 সালে মোট রেজিস্টার করা বাহনের প্রায় 80% ছিল ব্যক্তিগত পরিবহণের বাহন, যা বায়ু দূষণে অগ্রণী ভূমিকায় আছে। ভারত বিশ্বের দশটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে একটি যা এর পরিবেশ দূষণের আশঙ্কাকে আরোও বাড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ 17 ধরনের শিল্পকে উল্লেখযোগ্য দূষণ সৃষ্টিকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাছাড়া রাজ্যস্তরেও কিছু এমন পরিষদ রয়েছে।

এই সমস্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদগুলো জল, বায়ু এবং ভূমি সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে সংগ্রহ, তদন্ত এবং প্রচার করে থাকে। এই পরিষদগুলো ছোটো নদী, কুয়োর জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য সরকারকে প্রযুক্তিগত বা কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে এবং দেশে বায়ুদূষণ, জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদান করে।

এই পর্ষদসমূহ জল এবং বায়ুদূষণের উপর গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রমও করে থাকে। তাছাড়া, সাধারণ মানুষরাও পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধ করতে এবং জৈববৈচিত্র রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছেন। নীরব আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষ বৃক্ষ নিধন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। হিমালয় অঞ্চলে 'চিপকো' এবং পশ্চিমঘাটে (কর্ণাটক) 'আপ্পিকো' নামক এমন দুটি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।

9.6 স্থিতিশীল উন্নয়ন :

1980 সালে 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কন্‌জারবেশন অফ্ নেচার"- 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটি প্রবর্তন করেছিল।

1987 সালে রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভেলাপমেন্ট'র (দ্য ব্রুটল্যান্ড কমিশন) রিপোর্ট "আওয়ার কমন ফিউচার" (আমাদের সার্বজনিন ভবিষ্যত) নামক প্রতিবেদনটি (ব্রুটলেন্ড রিপোর্ট) প্রকাশিত করেছিল। এই রিপোর্ট বা প্রতিবেদন অনুসারে, স্থিতিশীল উন্নয়ন হল এমন একক উন্নয়ন, যেখানে বর্তমান প্রজন্মের ভোগের প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভোগের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনরকম আপোস করা হয় না।

স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাটিকে 'ইউনাইটেড ন্যাশন কনফারেন্স অন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট) (UNCED, 1992)-এ খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

Edward Barbier এর মতে, স্থিতিশীল উন্নয়ন হল এমন এক ধরনের উন্নয়ন যা সমাজের তৃনমূল স্তরের গরিব জনগণের

জীবনযাত্রার মৌলিক ভৌতিক বিষয়গুলোর বৃদ্ধি পাওয়াকে বোঝায়।

স্থিতিশীল উন্নয়ন এই নির্দেশনা প্রদান করে যে, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা সম্পদ পেয়েছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের 'গুণগত জীবন' চালনোর জন্য আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের মজুত যেন এর থেকে কম না হয়।

বর্তমান প্রজন্মকে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে—

i) প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং যুক্তিযুক্ত ব্যবহার।

ii) প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের পুনঃরুৎপাদন এবং সংরক্ষণ।

iii) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর বাড়তি খরচ বা ঝুঁকি চাপানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিবেশবাদী অর্থনীতিবিদ হরমন ডালির মতে স্থিতিশীল উন্নয়ন পেতে হলে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো মানতে হবে—

i) জনসংখ্যাকে পরিবেশের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

ii) প্রযুক্তির বিকাশ উপকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হবে, তবে উপকরণের ভোগের জন্য নয়।

iii) পুনঃ নবীকরণযোগ্য সম্পদের (ব্যবহার) নিঃস্বরণ যেন স্থিতিশীল পর্যায়ে হয়।

iv) পুনঃনবীকরণ অযোগ্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হার যেন এর পরিবর্তে নবীকরণযোগ্য সম্পদের সৃষ্টির হারকে অতিক্রম না করে।

v) দূষণের ফলে সৃষ্ট অসামর্থ্যগুলোকে সংশোধন করা প্রয়োজন।

9.7 স্থিতিশীল উন্নয়নের কৌশল সমূহ :

i) শক্তির অ-প্রথাগত উৎসের ব্যবহার : ভারত বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য তাপীয় এবং জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল কিন্তু এগুলোর উভয়ের পরিবেশের উপর প্রতিকূল প্রভাব রয়েছে। সুতরাং বিদ্যুৎ (শক্তির) চাহিদা মেটানোর জন্য এবং সূর্যরশ্মি এবং বায়ু শক্তির ব্যবহারের জন্য সঠিক প্রযুক্তির বিকাশ করতে হবে।

ii) গ্রামীণ অঞ্চলে এল.পি.জি এবং গোবর গ্যাসের ব্যবহার : গ্রামীণ এলাকার পরিবারগুলো সাধারণত কাঠ, গোবরের ঘোটা বা অন্যান্য জৈব বস্তুগুলোকেই জ্বালানি-রূপে ব্যবহার করে, যেগুলোর পরিবেশের উপর প্রতিকূল প্রভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য, গ্রামাঞ্চলে এল.পি.জি গ্যাস প্রদান এবং গোবর গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

iii) শহরাঞ্চলে সি.এন.জি ব্যবহার : বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শহরাঞ্চলে জ্বালানী হিসেবে কমপ্রেসভ ন্যাচারেল গ্যাস (CNG) প্রবর্তন করতে হবে।

iv) বায়ু শক্তির ব্যবহার : বাতাসের শক্তির দ্বারাই বায়ুকলের টারবাইনগুলো ঘুরে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। তাই এটি বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর একটি উত্তম মাধ্যম।

v) ফোটোভোলটেক সেলের দ্বারা সৌর শক্তির ব্যবহার : প্রাকৃতিকভাবেই ভারতে সূর্যের আলো থেকে প্রচুর পরিমাণ সৌরশক্তির আগমণ হয়। সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। দূরদূরান্তে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে এই পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী এবং এটি সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত।

vi) ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যবহার : পাহাড়ি অঞ্চলে ছোট পাহাড়ি নদীর প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার মতো যথেষ্ট বিদ্যুৎ

এই প্রকল্প দ্বারা তৈরি করা যায়।

vii) **জৈব কম্পোস্ট সারের ব্যবহার :** কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে বহু বছর ধরে আমরা ক্রমাগত রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি যা ফলস্বরূপ জমির গুণগতমান, ভূগর্ভস্থ জলের প্রণালী এবং জনগণের স্বাস্থ্যের উপর এর কুপ্রভাব পড়েছে। বর্তমানে কৃষকরা পুনরায় গোবর এবং অন্যান্য জৈব দ্রব্য-বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জৈব কম্পোস্ট সার ব্যবহার শুরু করেছে।

viii) **জৈব কীটপতঙ্গ নাশকের ব্যবহার :** ভারতে অত্যধিক রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার খাদ্যদ্রব্য, জলের মজুতস্থান, জমি এবং ভূগর্ভস্থ জলের প্রণালীর উপর কুপ্রভাব ফেলেছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিম ভিত্তিক কীটনাশকগুলো মূলত পরিবেশ বান্ধব দ্রব্য। কীটপতঙ্গ প্রতিরোধে অনেক পশু এবং পাখির ব্যবহার করা যায় (যেমন— সাপ, পেচাঁ) মিশ্র কৃষি এবং পরিবর্ত কৃষি প্রণালী কৃষকদের সাহায্য করেছে।

অনুশীলনী

1.1 নিচের কথাগুলো কি সত্য/মিথ্যা? (1 এর মান)

1. গাঙ্গেয় সমতলভূমি আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
2. অজৈব উপাদানের অন্তর্গত উপাদানগুলো হল বায়ু, জল, জমি। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
3. স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাগুলো গুরুত্ব পায় না। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
4. ভারত পৃথিবীর দশটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে একটি। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
5. স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞাতে 'প্রয়োজন' শব্দটি মূলত সম্পদের বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
6. তাপীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে যা হল গ্রীণ হাউস গ্যাস। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
7. পরিবেশে অজৈব এবং জৈব উভয় উপাদানই অন্তর্ভুক্ত যারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
8. ওজোনস্তর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে অতি বেগুণি রশ্মির ক্ষতিকারক বিকিরণ থেকে রক্ষা করে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
9. পৃথিবী মোট জনসংখ্যার প্রায় 27% ভারতে বসবাস করে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)
10. দীর্ঘকালে রাসায়নিক সার জমির গুণগত মান বৃদ্ধি করে। (সত্য/মিথ্যা লেখো)

1.2 সঠিক উত্তর বাছাই করো? (1 এর মান)

1. নিচের কোনটি পরিবেশের জৈব উপাদান?

   a) উদ্ভিদ, b) জমি, c) জল, d) আলো।

2. 1997 সালে, একটি রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলন হয়েছিল—

   a) জাপানে, b) ভারতে, c) শ্রীলঙ্কায়, d) আমেরিকায়।

3. নিচের কোনটি পরিবেশের অজৈব উপাদান?

   a) ব্যাকটেরিয়া, b) পশু, c) মানুষ, d) খনিজ।

4. ——— হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাসমুদ্রের পরিলক্ষিত এবং অভিক্ষিপ্ত গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটানো

a) বিশ্ব উষ্ণায়ন, b) জৈব বৈচিত্রের ক্ষয়ক্ষতি, c) ওজোন স্তরের ক্ষয়, d) বৃক্ষচ্ছেদন।

5. ——— হল ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ।

a) ওজোন স্তরের ক্ষয়, b) বায়ু দূষণ, c) বৃক্ষচ্ছেদন, d) কোনটাই নয়।

6. নিচের কোন যানবাহনের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

a) পেট্রোলের পরিবর্তে CNG ব্যবহার।

b) সামগ্রিক যানবাহনের ব্যবস্থা।

c) নির্গমনের মানকে শক্তিশালি করা।

d) সবগুলোই।

7. নিচের কোন প্রাণী/পাখি জৈব-কম্পোস্ট রূপে সহায়ক—

a) গবাদি পশু, b) কেঁচো, c) সিংহ, d) (a) এর (b) উভয়ই।

8. নিচের কোন প্রাণী/পাখি জৈব কীটনাশকের মত পতঙ্গ প্রতিরোধেও সহায়তা করে।

a) ময়ুর, b) সাপ, c) পেঁচা, d) সবগুলোই।

9. পরিবর্ত সুযোগ ব্যয় পরিহারকে কি বলে—

a) প্রান্তিক ব্যয়, b) পরিবর্তনীয় ব্যয়, c) স্থির ব্যয়, d) সুযোগ ব্যয়।

10. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ওজোন স্তরের আস্তরণ দেখা যায়?

a) ট্রপোস্ফেয়ার, b) এক্সোস্ফেয়ার, c) স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার, d) মেসোস্ফেয়ার।

11. কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কবে গঠিত হয়?

a) 1964, b) 1974, c) 1984, d) 1994.

12. CPCB দ্বারা মোট——— ধরনের শিল্প ক্ষেত্রগুলো মুখ্য দূষণ সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

a) 17, b) 25, c) 28, d) 29.

13. নিচের কোনটি ব্যবহারে দিল্লিতে দূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়?

a) বাড়িঘরে LPG ব্যবহারে,

b) বাড়িঘরে ঘুটের ব্যবহারে,

c) সৌরশক্তি ব্যবহারে,

d) সার্বজনীন পরিবহণে।

14. নিচের কোনটি পুনঃনবীকরণ যোগ্য সম্পদ?

a) জল, b) কয়লা, c) পেট্রোলিয়াম, d) লৌহ আকরিক।

15. 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটি কোন বছর-এ আবির্ভুত হয়।

a) 1992, b) 1978, c) 1980, d) 1987.

1.3 শূন্যস্থান পূরণ করো :

1) কেবল ভারতেই বিশ্বের মোট লৌহ আকরিকের মজুতের ——— রয়েছে।

2) গত শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ———F বৃদ্ধি পেয়েছে।

3) মন্ট্রিল চুক্তি ——— এর উপাদান ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

4) আপ্পিকো যার অর্থ হল ———।

5) চিপকো আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ——— অঞ্চলে বনগুলোকে বাঁচানো।

6) ভারত খুবই সৌভাগ্যবান যে এখানে ঔষধিগুণ সম্পন্ন প্রায় ——— এর বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।

7) বর্তমানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বিষয় (সমস্যা) হল ——— এবং ———।

8) ——— কোষের সাহায্যে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ-এ রূপান্তরিত করা যায়।

9) ভারতে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ——— বিশেষত তুলা চাষের জন্য উপযুক্ত।

10) ——— প্রকল্পগুলো পাহাড়ি নদীর প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছোট টারবাইনগুলোকে চালিত করে।

1.4 খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

1. পরিবেশের অজৈব উপাদানের অন্তর্গত বিষয়গুলি কি?
2. বৃক্ষ নিধন বন্ধ করার জন্য ভারতে সংঘটিত দুটি আন্দোলনের নাম লিখ।
3. 'পরিবেশের বহন ক্ষমতা বা ধারণ ক্ষমতা' কি?
4. 'মন্ট্রিল প্রোটোকল' কি?
5. পুনঃনবীকরণযোগ্য সম্পদ বলতে কি বোঝ?
6. পরিবেশ কি?
7. পরিবেশের কাজগুলো উল্লেখ করো।
8. পরিবেশের 'শোষণ ক্ষমতা' বলতে কি বোঝ?
9. জমির অবক্ষয় কি?
10. 'হাঁপানি/শ্বাসকষ্টের' কারণ কি?
11. কোন দেশের প্রয়োজনীয় বনভূমির পরিমাণ কত?
12. ভারতে ভূমিক্ষয়ের হার কত?

2. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (3/4 এর মান)

1. পরিবেশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করো।

2. বিশ্ব উষ্ণায়নের কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করো।

3. পরিবেশগত সমস্যার কারণগুলো উল্লেখ করো।

4. ওজোন স্তরের অবক্ষয়ের ফলাফল কি?

5. দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কাজগুলো বর্ণনা করো।

6. দারিদ্রতা কিভাবে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে?

7. 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' বলতে কি বোঝায়?

8. 'স্থিতিশীল উন্নয়নের' উদ্দেশ্যগুলো কি কি?

9. 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' অর্জনের জন্য বর্তমান প্রজন্মের করণীয় কাজকর্মগুলো কি কি।

10. 'জৈব কম্পোস্ট' এবং 'জৈব কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ' কি?

3. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (6 এর মান)

1. স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ এবং কৌশলগুলো আলোচনা করো।

2. পরিবেশ দূষণ/অবনমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো।

3. টিকা লেখো : i) বিশ্ব উষ্ণায়ন ii) ওজোনস্তরের অবনমন
   iii) দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ।

উত্তরমালা

1.1 সত্য/মিথ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর :

1. সত্য, 2. সত্য, 3. মিথ্যা, 4. সত্য, 5. সত্য, 6. সত্য, 7. সত্য, 8. সত্য, 9. মিথ্যা, 10. মিথ্যা।

1.2 সঠিক উত্তর বাছাইয়ে উত্তরসমূহ :

1. (a), 2. (a), 3. (b), 4. (a), 5. (c), 6. (d), 7. (d), 8. (d), 9. (d), 10. (c), 11. (d), 12. (a), 13. (d), 14. (a), 15. (c).

1.3 শূন্যস্থান পূরণ প্রশ্নের উত্তর সমূহ :

1. 20%, 2. 1.1, 3. CFC, 4. আলিঙ্গাণ, 5. হিমালয়, 6. 1500, 7. বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং ওজোনস্তরের অবনমন, 8. ফোটোভোলটেক, 9. কালো মাটি, 10. ছোট জলবিদ্যুৎ।

1.4 সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. নির্জীব উপাদানসমূহ যেমন বায়ু, জল, জমি ইত্যাদি।
2. চিকপো এবং আপ্পিকো।
3. নবীকরণযোগ্য সম্পদ হল এমন সম্পদ যেগুলোর চিরতরে নিঃশেষিত হওয়া বা অবনমন ঘটার সম্ভাবনা ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন গাছ এবং মাছ।
4. মন্ট্রিল চুক্তি হল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যেখানে CFC গ্যাসের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ওজোনস্তরকে রক্ষা করার বিষয় রয়েছে।
5. পরিবেশের ধারণ বা বহন ক্ষমতা বলতে বোঝায় পরিবেশের সম্পদ নিষ্কাষণের হার এবং পুনঃরুৎপাদনের হারকে যাতে অতিক্রম না করে এবং উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ যাতে এর শোষণ ক্ষমতার মধ্যে থাকে।
6. পরিবেশ বলতে বোঝায় যে জগতে আমরা বসবাস করি সেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মোট সম্পদ এবং এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জৈব এবং অজৈব উপাদানসমূহ।
7. পরিবেশ বর্জ্য সমাহিত করে।

   অথবা

   পরিবেশ নান্দনিক সেবা প্রদান করে।
8. শোষণক্ষমতা বলতে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি শোষণের সক্ষমতাকে বোঝায়।
9. জমি অবক্ষয় বলতে মনুষ্য সৃষ্ট কাজকর্মের ফলে জমির গুণগত মানের অবনমন, উর্বরতা হ্রাস, জলীয় এবং সজীবতার অবস্থার অবনমনকে বোঝায়।
10. বায়ু দূষণ।
11. 0.47 হেক্টর/মাথাপিছু বন প্রয়োজন।
12. প্রতি বছর 5.3 বিলিয়ন টন।

অধ্যায়-10

ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনামূলক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা

বিগত তিন দশক ধরে আংশিকভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারত সহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অর্থনৈতিক রূপান্তর এসেছে। এই রূপান্তরের কিছু স্বল্পকালীন এবং কিছু দীর্ঘকালীন প্রভাব আছে প্রতিটি দেশে, এমনকি ভারতেও।

বিশ্বায়নের ক্রমাগত উন্মোচনের ফলে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি তাদের মতো তুলনামূলক ছোট দেশগুলো থেকেও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি রাষ্ট্র তা জানতে উৎসুক যে তার প্রতিবেশী দেশগুলো কোন কোন ধরনের উন্নয়নমুখী পদ্ধতি, কার্যকলাপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ইহা তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এবং সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বৃহৎ অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নেও তা সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে, তারা অনেক ধরনের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তৈরি করছে। যেমন, অগ্রাধিকার বাণিজ্য অঞ্চল, অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল, কাস্টম ইউনিয়ন, সাধারণ বাজার এবং অর্থনৈতিক ইউনিয়ন।

এই অধ্যায়ে, ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

10.1 ভারত, পাকিস্তান ও চিনের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা :

i) তিনটি দেশ একই সময়ে উন্নয়নের পথে চলা শুরু করেছিল। ভারত এবং পাকিস্তান 1947 সালে স্বাধীনতা পায় এবং গণতান্ত্রিক চিন সরকারের স্থাপনা হয়েছিল 1949 সালে।

ii) তিনটি দেশ একইভাবে এবং একই সময়ে তাদের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলো শুরু করেছিল। ভারত 1951 সালে, পাকিস্তান 1956 সালে এবং চিন 1953 সালে তাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

iii) ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই 'মিশ্র অর্থনীতি' মডেল গ্রহণ করেছিল, কিন্তু চিন 'command-অর্থনীতি' মডেল গ্রহণ করেছিল।

iv) ভারত এবং চিন উভয় দেশই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী শিল্প ভিত্তি তৈরি করতে প্রথমদিকে সরকারি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়েছিল, কিন্তু ভারতের মতো চিনও বেসরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান অনেক ধরনের পরিচালনাগত নীতির পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। পরে, সত্তর ও আশির দশকের শেষের দিকে তাদের নীতি পাল্টিয়ে দেয় এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে বিজাতীয়করণের দিকে জোর দিয়েছিল।

v) আশির দশক পর্যন্ত তিনটি দেশেরই বিকাশ হার এবং মাথাপিছু আয় এক ছিল।

vi) চিনে 1978 সালে, পাকিস্তানে 1988 সালে এবং ভারতে 1991 সালে অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটেছিল।

10.2 উন্নয়ন পরিকল্পনা :

10.2.1 চিন

i) একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত গণপ্রজাতান্ত্রিক চিন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় (1949 সালে) অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো, উদ্যোগ তথা জমি, যেগুলোর মালিকানা এবং পরিচালন ক্ষমতা ব্যক্তিগত— তা সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

ii) 1958 সালে 'সামনের দিকে বিরাট লাফ নীতি (GLF)' নীতি শুরু করা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে ব্যাপক হারে শিল্প ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং নিজের ঘরের পেছনে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য লোকদের উৎসাহিত করা।

iii) গ্রামীণ এলাকায় কমিউন বা যৌথ খামার শুরু করা হয়েছিল, যার তত্ত্বাবধানে লোকেরা সম্মিলিতভাবে জমি চাষ করত। 1958 সালে 26,000 যৌথ খামারের মাধ্যমে প্রায় সকল কৃষকদের এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছিল।

iv) 1965 সালে, মাও সে তুং, 'মহান সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব (1966-67) শুরু করেছিলেন। যার অধীনে ছাত্র ও পেশাদারিদের গ্রামীণ এলাকায় কাজ করতে এবং অধ্যয়ন করতে পাঠানো হত।

v) 1978 সাল থেকে চিনে ধাপে ধাপে সংস্কার নীতির শুরু হয়েছিল।

vi) প্রাথমিক পর্যায়ে, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু হয়েছিল। পরের পর্যায়ে, শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার শুরু হয়েছিল।

vii) সংস্কারকালীন সময়ে দ্বৈতমূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর অর্থ হল দুইবার মূল্য নির্ধারণ -কৃষক ও শিল্পগত এককগুলোকে সরকার দ্বারা নির্ধারিত দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য এবং উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করতে হত এবং বাকি অংশটুকু বাজার দামে ক্রয়-বিক্রয় করতে হত।

viii) বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)' স্থাপন করা হয়েছিল। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হল একটি ভৌগলিক অঞ্চল যেখানে দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক নিয়ম থেকে ভিন্ন অর্থনৈতিক নিয়ম চালু করা হয়।

10.2.2 পাকিস্তান :

i) পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র সম্মিলিত মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

ii) পঞ্চাশ ও ষাট দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান অনেক ধরনের পরিচালনগত নীতির পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিল্পের বিকাশ।

iii) কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের শুরু এবং সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়।

iv) সত্তর দশকে মূলধনী পণ্য শিল্পের জাতীয়করণ হয়েছিল।

v) এরপর পাকিস্তান সত্তর ও আশির দশকের শেষের দিকে তাদের নীতি পাল্টিয়ে দেয় এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে বিজাতীয়করণের পথে হেঁটেছিল।

vi) এই সময়ে পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো থেকেও আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল, এরফলে দেশের অর্থনীতি বিকাশে উৎসাহ পাওয়া যায়।

10.3 তুলনামূলক সমীক্ষা : ভারত, পাকিস্তান এবং চিন

10.3.1 জনসংখ্যা বিষয়কসূচক :

a) **জনসংখ্যা**— চিন এবং ভারত হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনবহুল রাষ্ট্র, যেখানে পাকিস্তানের জনসংখ্যা মাত্র তাদের এক-দশমাংশ।

b) **জনসংখ্যার বার্ষিক বিকাশের হার**— যদিও চিন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনবহুল রাষ্ট্র, কিন্তু এর বার্ষিক জনসংখ্যা বিকাশ হার (0.5%), ভারত (1.2%) এবং পাকিস্তানের (2.1%) তুলনায় কম।

c) **জনসংখ্যার ঘনত্ব**— চিনের জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারত এবং পাকিস্তানের তুলনায় কম।

d) **লিঙ্গ অনুপাত**— পুত্র সন্তানের প্রতি মোহ-এর কারণে তিনটি দেশেই লিঙ্গ অনুপাতে নারীর অবস্থান নিচে ও একপাশে হয়ে আছে।

e) **প্রজনন হার**— চিনে প্রজনন হার কম এবং পাকিস্তানে প্রজনন হার খুব বেশি।

f) **শহরীকরণ**— ভারতের তুলনায় পাকিস্তান ও চিনে শহরীকরণের হার বেশি।

g) **একসন্তান নীতি**— সত্তর দশকের শেষের দিকে এই নীতির ফলে চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এর অন্য প্রভাবও আছে। যেমন— কিছু দশক পর চিনে যুবকের তুলনায় বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

10.3.2 মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) এবং ক্ষেত্রসমূহ :

a) **GDP**– চিনের GDP $ 19.8 ট্রিলিয়ন যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, যেখানে ভারত এবং পাকিস্তানের GDP হল যথাক্রমে $ 8.07 ট্রিলিয়ন এবং $ 0.94 ট্রিলিয়ন।

b) **বিকাশ হার**— উন্নয়নের পথে চিনে গড় বিকাশ হার হল প্রায় 7.9%, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের গড় বিকাশ হার হল যথাক্রমে প্রায় 6.7% এবং 4.0% (2011-15)।

পাকিস্তান দ্বারা গৃহীত 1988 সালে আর্থিক সংস্কার এবং অনেকদিন ধরে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা পাকিস্তানের এই পতন প্রবণতার কারণ।

c) **কৃষিক্ষেত্র**— চিনে আনুপাতিক হারে শ্রমশক্তির কৃষিতে নিযুক্তিকরণ ভারত এবং পাকিস্তানের তুলনায় অনেক কম। চিন, ভারত এবং পাকিস্তানের GDP তে কৃষির অবদান যথাক্রমে 9%, 17% এবং 25% (2014-15)।

d) **শিল্পক্ষেত্র**— GDP তে শিল্পক্ষেত্রের অবদান ভারত (30%) এবং পাকিস্তানের (21%) তুলনায় চিনের (43%) বেশি।

e) **সেবাক্ষেত্র**— তিনটি দেশেরই GDP তে সেবাক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক। আনুপাতিক হারে শ্রমশক্তির সেবাক্ষেত্রে নিযুক্তি চিনে (43%) সবচেয়ে বেশি।

f) **ক্ষেত্রগত রূপান্তর**— চিন ধ্রুপদী বিকাশের ধরণাটি অনুসরণ করেছে সেখানে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প এবং তারপর ধীর ধীরে সেবাক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ভারত এবং পাকিস্তান সরাসরি কৃষিক্ষেত্র থেকে সেবাক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে।

g) **প্রধান ক্ষেত্র**— চিনের বিকাশে শিল্পক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক যেখানে ভারত ও পাকিস্তানে সেবাক্ষেত্র উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে উঠে এসেছে।

10.3.3 মানব উন্নয়নসূচক :

a) মানব উনয়নের বেশির ভাগ ক্ষেত্রগুলোতে চিনের অবস্থান ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় ভালো। যেমন— (ক) মাথাপিছু GDP, দারিদ্র রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা (আয়সূচক), (খ) শিশুমৃত্যু হার, উন্নত শৌচালয়ের ব্যবহার, জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু, অপুষ্টির শিকার শিশু (স্বাস্থ্যসূচক)— এই ক্ষেত্রগুলোতে চিন এগিয়ে।

b) দারিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা এবং উন্নত শৌচালয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান ভারতের চেয়ে ভালো।

c) বিপরীতে, ভারত পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে।

d) দারিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ভারতে সর্বাধিক।

e) তিনটি দেশই তাদের বেশিরভাগ নাগরিকদের উন্নত পানীয় জলের উৎস স্থায়ীভাবে সরবরাহ করেছে।

f) মানব উন্নয়নসূচক (HDI) র‍্যাংকিং-এ চিনের স্থান 91তম যা ভারত (131 তম) এবং পাকিস্তান (148 তম) তুলনায় অনেক ভালো (2016 সালের তথ্য)।

10.3.4 স্বাধিকার সূচক :

স্বাধিকার সূচক হল সেইসব সূচক যা একটি দেশের জনগণের সামাজিক এবং রাজনৈকি স্বাধীনতার মাত্রাকে নির্দেশিত করে। এইগুলোর অন্তর্ভুক্তি তথা উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান ছাড়া মানব উন্নয়ন সূচকের গঠন অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকের গুরুত্ব বা উপযোগিতা কমে যায়।

এইরকম একটি সুচক হল 'সামাজিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব'-যাকে মানব উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে ধরা হয়েছিল কিন্তু এটাকে অতিরিক্ত কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নাগরিক অধিকারগুলোর সাংবিধানিক সুরক্ষার সীমা, ন্যায় পালিকার স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক সুরক্ষার সীমা ইত্যাদি হল এমন আরো কিছু স্বাধিকারসূচক।

10.4 উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল— এর মূল্যায়ন :

চিন এবং পাকিস্তান দ্বারা গৃহিত উন্নয়নের কৌশলগুলোর সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিচে আলোচিত হল—

10.4.1 চিন :

উন্নয়ন সাফল্য :-

i) 1978 সালে চিন পরিকাঠামোগত সংস্কারের সূচনা করেছিল। তাতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, যা চিনের অর্থনীতির বিকাশ এবং দারিদ্র দূরিকরণের পথকে প্রশস্ত করে।

ii) শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যথাপোযুক্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চিনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সূচকগুলোকে উন্নত করেছিল।

iii) চিন ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করেছিল যা দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং গ্রামীণ অঞ্চল সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

iv) বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব চিনের গ্রামীণ শিল্পায়নকে বিকাশিত করেছিল।

v) কমিউন বা যৌথ খামার পদ্ধতির মাধ্যমে চিনে খাদ্যশস্যের আরো ন্যায়সঙ্গত বিতরণ হয়েছিল।

vi) গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তার ঘটেছিল।

vii) স্বতন্ত্র উদ্যোগের আকার ছোট রাখা হয়েছিল যা বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের মধ্যে সমৃদ্ধি এনেছিল।

অসফলতা :-

i) চিনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাব এবং মানবাধিকারের জন্য এর প্রভাবগুলো ছিল প্রধান উদ্বেগের বিষয়।

ii) মাওবাদী শাসনের অধীনে চিনের বিকাশের গতি কম ছিল এবং আধুনিকীকরণেরও অভাব ছিল।

iii) আবার, 1978 সালে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন পঞ্চাশ দশকের মধ্যবর্তী সময়ের মতোই ছিল।

10.4.2 পাকিস্তান :

সফলতা :-

i) উচ্চ 'জনসংখ্যার বার্ষিক বিকাশের হার' সত্ত্বেও পাকিস্তান তার মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণেরও বেশি করেছিল।

ii) পাকিস্তান খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল।

iii) পাকিস্তান তার শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রকে দ্রুতগতিতে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিল।

iv) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার পাকিস্তানে অনেকাংশে বেড়েছে।

অসফলতা :-

i) নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানে GDP এবং তার গঠনগত ক্ষেত্রগুলোর বিকাশ হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

ii) পাকিস্তানে কৃষিক্ষেত্রের সাফল্য স্থায়ী প্রকৃতির নয়।

iii) রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দারিদ্র এবং বেকারত্ব এখনও দুশ্চিন্তার কারণ।

iv) প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতাও পাকিস্তানের উদ্বেগের বিষয়।

v) একদিকে বৈদেশিক ঋণের উপর বাড়তি নির্ভরতা এবং অপরদিকে এই ঋণ পরিশোধ সমস্যা পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর একটি অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

প্রশ্নমালা

সত্য/মিথ্যা নির্বাচন:

1. চিনের অর্থনীতি হল command অর্থনীতি যা সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পথ চলা শুরু করেছে।
2. 1956 সালে চিনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল।
3. একটি ভয়ঙ্কর খরায় চিনে প্রায় 100 মিলিয়ন লোক মারা গিয়েছিল।
4. চিনে 1988 সালে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয় যেখানে 1978 সালে পাকিস্তান এই পথে হাঁটে।
5. সংস্কারকালীন সময়ে ভারতে দ্বৈতমূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।
6. প্রজনন হার চিনে সবচেয়ে কম।
7. দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ভারতে বেশি।

8. চিন এবং পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে মাতৃকালীন মৃত্যু হার বেশি।

9. চিন তার নিজস্ব উদ্যোগে পরিকাঠামোগত সংস্কার শুরু করেছিল।

10. চিনে প্রায় 26000 কমিউন সমস্ত গ্রামীণ জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

MCQ :

1. পাকিস্তানে দেখা যায়—

   a) ধর্মনিরপেক্ষ এবং অত্যন্ত উদার সংবিধান।

   b) সামরিকবাদী রাজনৈতিক শক্তি কাঠামো।

   c) Command অর্থনীতি।

   d) উপরের সবগুলো।

2. BRICS-এ অন্তর্ভুক্ত নয় কোন রাষ্ট্র—

   a) রাশিয়া, b) ব্রাজিল, c) চিন, d) পাকিস্তান।

3. তিনটি দেশেরই একই বিকাশ হার এবং মাথাপিছু আয় দেখা যায় ——— পর্যন্ত।

   a) আশির দশক, b) সত্তরের দশক, c) ষাটের দশক, d) নব্বই-এর দশক।

4. 1958 সালে চিনে 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' নীতি শুরু হয়, যার উদ্দেশ্য হল—

   a) ব্যাপক চাষাবাদ, b) ব্যাপক শিল্পায়ন,

   c) সেবাক্ষেত্রের প্রসার, d) উপরের সবগুলো।

5. চিনে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয় কোন সালে—

   a) 1960, b) 1966, c) 1976, d) 1978।

6. পরবর্তী পর্যায়ে চিনে সংস্কার শুরু হয় ——— ক্ষেত্রে।

   a) কৃষি, b) বৈদেশিক বাণিজ্য, c) বিনিয়োগ, d) শিল্প।

7. চিন হল বিশ্বের ——— বৃহত্তম অর্থনীতি।

   a) দ্বিতীয়, b) তৃতীয়, c) পঞ্চম, d) চতুর্থ।

8. সেবাক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিযুক্তি সর্বোচ্চ হল—

   a) চিন, b) ভারত, c) পাকিস্তান, d) কোনোটিই নয়।

9. 2016 সালে ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রম হল—

   a) 91 তম, b) 131 তম, c) 148 তম, d) 121 তম।

10. ——— ধ্রুপদী বিকাশের ধারনাটি অনুসরণ করেছে যেখানে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প এবং তারপর ধীরে ধীরে সেবাক্ষেত্রে অর্থনীতি স্থানান্তরিত হয়।

    a) চিন, b) পাকিস্তান, c) ভারত, d) কোনটিই নয়।

শূন্যস্থান পূরণ :

1. গণতান্ত্রিক চিন সরকারের স্থাপনা হয়েছিল ——— সালে।
2. ভারতে নীতি আয়োগের স্থাপনা হয়েছিল——— সালে।
3. কমিউন পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু হয় ———।
4. GLF অভিযানের সময়, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্য ——— চিন থেকে তাদের বিশেষজ্ঞদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
5. ——— মূলধনী পণ্য শিল্পের জাতীয়করণ হয়েছিল সত্তরের দশকে।
6. পাকিস্তানের জনসংখ্যা ভারত ও চিনের জনসংখ্যার প্রায় ——— অংশ।
7. ——— জনসংখ্যা ঘনত্ব সবচেয়ে কম, কিন্তু ——— জনসংখ্যা বিকাশ হার সবচেয়ে বেশি।
8. GDP তে কৃষিক্ষেত্রের অবদান সবচেয়ে কম ———।
9. শিশু মৃত্যু হার ——— সবচেয়ে কম, কিন্তু ——— সবচেয়ে বেশি।
10. প্রজনন হার হল প্রতি ——— পুরুষে মহিলার সংখ্যা।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (এক মান-1)

1) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী কি?
2) সম্পূর্ণ নাম : ASEAN, SAARC
3) মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি?
4) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) বলতে কি বোঝ?
5) কমিউন প্রথা কি?
6) এক সন্তান নীতির একটি প্রভাব লেখ।
7) মানব উন্নয়নের দুইটি নির্দেশকের উল্লেখ করো।
8) মানব উন্নয়ন সূচক কি?
9) IMR বলতে কি বোঝ?
10) স্বাধিকার সূচক বলতে কি বোঝ?
11) মিশ্র অর্থনীতি বলতে কি বোঝ?
12) পঞ্চাশ ও ষাট দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের গৃহীত পরিচালনগত নীতি কাঠামোর অন্তর্গত কি কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (মান-4)

(1) আঞ্চলিক এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলো কেন তৈরি হয়েছে?
(2) নিজস্ব দেশীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে দেশগুলো দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমগুলো কী কী?

(3) ভারত, পাকিস্তান এবং চিন তাদের উন্নয়ন পথকে প্রশস্ত করতে যে একই উন্নয়নমূলক নীতিগুলি অনুসরণ করেছিল সেগুলো কী কী?

(4) ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সাধারণ সফলতা ও অসফলতার দিকগুলো বর্ণনা করো।

(5) চিন দ্বারা গৃহীত 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' নীতি এবং 'মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর উদ্দেশ্য লেখ।

(6) 1978 সালের সংস্কার নীতির উপর ভিত্তি করে চিনের দ্রুত শিল্পগত বিকাশ ঘটেছিল। তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো।

(7) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিন দ্বারা গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলো বর্ণনা করো।

(8) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলতে কি বোঝ? চিনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব লেখ।

(9) দ্বৈত মূল্য নির্ধারন বলতে কি বোঝ? চিনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব লেখ।

(10) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান দ্বারা গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলো বর্ণনা করো।

(11) কৃষিজ কাঠামোতে নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য পাকিস্তান কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল?

(12) চিন, পাকিস্তান এবং ভারতের মুখ্য জনসংখ্যা বিষয়ক সূচকগুলো আলোচনা করো।

(13) চিনের 'এক সন্তান' নীতির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য লেখ।

(14) 2014-15 সালের ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের GDP-তে ক্ষেত্রগত অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করো। এটি কি নির্দেশ করে?

(15) গত দুই দশকে ভারত এবং চিনের বিকাশ হারে পরিলক্ষিত গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করো।

(16) কিছু মুখ্য মানব উন্নয়ন সূচকের প্রেক্ষিতে ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের উন্নয়নের তুলনা করো।

(17) স্বাধিকার সূচকের সংজ্ঞা দাও। মানব উন্নয়ন সূচক গঠনের প্রেক্ষিতে ইহার গুরুত্ব লেখ।

(18) চিনের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং মানব উন্নয়ন পরিচালনকারী বিভিন্ন উপাদানগুলো মূল্যায়ন করো।

(19) পাকিস্তানের ধীর প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্রতার পুনঃআবির্ভাবের কারণগুলো দেখাও।

(20) পাকিস্তানের তুলনায় ভারত কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে, আলোচনা করো।

(21) ভারতের তুলনায় পাকিস্তান কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে, আলোচনা করো।

(22) ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় চিন কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে, আলোচনা করো।

(23) পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তান ও চিনের অবস্থান তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা নির্বাচন :

1. সত্য, 2. মিথ্যা, 3. মিথ্যা, 4. মিথ্যা, 5. মিথ্যা, 6. সত্য, 7. সত্য, 8. মিথ্যা, 9. সত্য, 10. সত্য।

MCQ :

1) b, 2) d, 3) a, 4) b, 5) b, 6) d, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a.

শূন্যস্থান পূরণ :

1) 1949, 2) 2015, 3) চিন, 4) রাশিয়া, 5) পাকিস্তান, 6) এক-দশমাংশ, 7) চিন, পাকিস্তান, 8) চিন, 9) চিন, পাকিস্তান, 10) 1000.

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : (মান-1)

1) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করার জন্য একটি অন্যতম হাতিয়ার হল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী।

2) ASEAN = Association of Southeast Asian Nations.

SAARC = South Asian Association of Regional co-operation.

3) কমিউন পদ্ধতি হল চিনের যৌথভাবে চাষাবাদ করার একটি পদ্ধতি যেখানে জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে সতন্ত্র পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

4) 1965 সালে, মাও সে তুং, 'মহান সর্বহার সাংস্কৃতিক বিপ্লব' (1966-76) শুরু করেছিলেন, যার অধীনে ছাত্র ও পেশাদারিদের গ্রামীণ এলাকায় কাজ করতে ও অধ্যায়ন করতে পাঠানো হত।

5) SEZ হল একটি ভৌগলিক অঞ্চল যেখানে অর্থনৈতিক আইন দেশের বাকি অংশের অর্থনৈতিক আইন থেকে আলাদা।

6) এক সন্তান নীতির একটি অন্যতম প্রভাব ছিল চিনের দ্রুত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হ্রাস।

7) মানব উন্নয়নের দুইটি নির্দেশক হল— জন্মের সময়ে প্রত্যাশিত আয়ু (বছরে) এবং মাথা পিছু GDP।

8) HDI হল আয়ুষ্কাল, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয় সূচকগুলোর একটি মিলিত/যৌগিক সূচক, যা UNDP দ্বারা একটি দেশের মানব উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

9) শিশু মৃত্যু হার (IMR) হল এক বছরের কম বয়সি শিশুদের প্রতি হাজার জীবিত জন্মের অনুপাত মৃত্যুর সংখ্যা।

10) স্বাধিকার সূচক হল সেইসব সূচক যা একটি দেশের জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাত্রাকে নির্দেশ করে।

11) সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র নিয়ে সম্মিলিতভাবে গড়ে উঠা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলে মিশ্র অর্থনীতি।

12) i) ভোগ্য পণ্যের প্রস্তুকরণে জন্য শুল্কে ছাড়।

ii) প্রত্যক্ষ আমদানি নিয়ন্ত্রণ।

NOTE

NOTE